NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ মণিপুর নৃপদুহিতা তোমারে চিনি, তাপসিনী

বিরাট-বাবরের তুলনা অনুচিত: সঞ্জয় মঞ্জরেকর ৮

কলকাতা ২৭ অগস্ট ২০২৩ ৯ ভাদ্র ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ৭৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 27.8.2023, Vol.17, Issue No.77, 8 Pages, Price 3.00

মাদুরাইয়ে ট্রেনের কামরায় আগুন, মৃত অন্তত ১০ জন

চেন্নাই, ২৬ অগস্ট: তামিলনাড়ুতে পুনালুর-মাদুরাই এক্সপ্রেসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। শনিবার ভোর ৫টা ১৫মিনিটে মাদুরাই রেলস্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটির একটি কামরায় আগুন লাগে। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ২০ জনেরও বেশি। দমকল ইতিমধ্যেই আগুন নিভিয়েছে। ওই কামরা ছাড়া বাকি কোনও কামরায় সে ভাবে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে রেল সূত্রে খবর। মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

রেল সূত্রে খবর, তামিলনাড়ুতে পুনালুর-মাদুরাই এক্সপ্রেসের ওই কামরাটি ব্যক্তিগতভাবে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। ওই কামরার যাত্রীরা এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের লখনউ থেকে। ওই কামরার যাত্রীরা উত্তরপ্রদেশের লখনউ থেকে আসছিলেন। রেল সূত্রে খবর, ওই কামরাতে একটি গ্যাস সিলিন্ডার। সেখান থেকেই এই আগুন লাগে বলে প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে অনুমান।

আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রেল এবং দমকল কর্মীরা। সকাল ৭টা ১৫ নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পোড়া কামরা থেকে মৃতদেহগুলি বার করে আনা হয়।

আহতদেরও তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন মাদুরাইয়ের জেলা কালেক্টর এমএস সঙ্গীতা। তিনি জানিয়েছেন, ট্রেনের ওই কামরায় আগুন লাগার ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ২০ জনেরও বেশি। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। দক্ষিণ রেলের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, 'পুনালুর-মাদুরাই এক্সপ্রেসের একটি ব্যক্তিগত কোচে আগুন লাগে। পার্টি করার উদ্দেশে ভাড়া করা কামরাটি আলাদা করে মাদুরাই স্টেশনের কাছে রাখা হয়েছিল। কোচের যাত্রীরা লুকিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে যাত্রা করছিলেন। যা নিয়মবিরুদ্ধ। এই গ্যাস সিলিন্ডার থেকেই আগুন লেগেছে বলে মনে করা হচ্ছে।'

রেলকে নিশানা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাহানাগার পর মাদুরাই। ফের রেলে বড়সড় দুর্ঘটনা। এবারে প্রাণ গেল ১০ জনের, আহত অন্তত ২০। সেটা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। খোদ এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'এই অপদার্থতা বন্ধ হওয়া উচিত। মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা বন্ধ হওয়া উচিত।' পুরো ঘটনার দায় রেল চাপিয়েছে যাত্রীদের উপরই। কিন্তু মমতার প্রশ্ন, রেল এই অপদার্থতার দায় এড়াবে কী করে। তিনি দুর্ঘটনায় মৃতদের প্রতি শোকপ্রকাশ করেও বলছেন,'ভারতীয় রেলে আরও এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। আশা করব দ্রুত তদন্ত হবে। এবং দোষীরা শাস্তি পাবে। কিন্তু একই সঙ্গে রেলের কাছে প্রশ্ন, আমরা কি জানতে পারি রেলের কর্তারা কবে আরেকটু সতর্ক হবেন। কবে এই অপদার্থতা বন্ধ হবে?'

লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসে রুজিরার নামে ২টি ব্যাংক স্টেটমেন্ট !

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত সুজয়কৃষ্ণের বাড়ি এবং তাঁর অফিস লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে হানা দিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকেরা। সেখান থেকে বেশ কিছু তথ্যও সংগ্রহ করেন তাঁরা এমনটাই জানানো হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে। তবে ঠিক কী কী তথ্য তাঁদের হাতে উঠে এসেছে সে ব্যাপারে খুব একটা মুখ খুলতে দেখা যায়নি ইডি-র আধিকারিকদের। এবার ইডি সূত্রে জানা গেল, নিউ আলিপুরের লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসে তল্লাশি চালিয়ে রুজিরা নারুলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা।

ইডির সিজার লিস্ট অনুসারে, সংস্থার ওই থেকে মেলে অফিসের তিনটি ডেস্কটপ এবং কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক। এছাড়াও মিলেছে বিভিন্ন নথি। এ ছাড়াও আরও অনেক নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে একটি বেসরকারি ব্যাংকের মধ্য কলকাতার একটি শাখার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট। আর তা অভিষেক জায়া রুজিরা নারুলার। ওই একই ব্যাংকে রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায় নামে থাকা এলাহাবাদ শাখার অ্যাকাউন্টেরও ১৪২ পাতার আরও একটি স্টেটমেন্ট বাজেয়াপ্ত করেছেন গোয়েন্দারা।

সিজার লিস্টে এও জানা যাচ্ছে যে, ওই সংস্থার ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব নিকাশের নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে সংস্থার কর্মীদের প্রোফেশনাল ট্যাক্স সংক্রান্ত নথিও। এর পাশাপাশি, জানা গিয়েছে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস তৈরি হওয়ার আগে ওই সংস্থার নাম ছিল অনিমেষ ট্রেড লিঙ্ক। সেই সংস্থা কিনে নেওয়া হয় এবং নাম দেওয়া হয় লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস। সেই কেনা বেচা সংক্রান্ত নথিও বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।

এছাড়াও বাজেয়াপ্ত নথির তালিকায় আছে, আলিপুর এবং বিষ্ণুপুরে নথিভুক্ত হওয়া বেশ কিছু জমির দলিল। সংস্থার বর্তমান এক ডিরেক্টরকে প্রাক্তন এক ডিরেক্টর বেশ কিছু স্থাবর সম্পত্তি দান করছেন সেই সংক্রান্ত দলিলও উদ্ধার হয়েছে ওই তল্লাশিতে। সংস্থার একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নথি এবং স্টেটমেন্টও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এই নথি হাতে পাওয়ার পরই ইডির দাবি, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র সংস্থার জন্ম থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের ডিরেক্টর পদে ছিলেন। এর পরেও ওই সংস্থার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন তিনি। ছিলেন সংস্থার সিওও পদে। ইডির দাবি, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার দফতরে বসেই নিজের ব্যবসা সামলাতেন সুজয় কৃষ্ণ। তাঁর নিজের সংস্থা এসডি কনসালটেন্সির নামেও আরও নথি মিলেছে এই লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসে।

যাদবপুরের ঘটনায় দীপশেখর, মনোতোষের বিরুদ্ধে নয়া ধারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ হেপাজত শেষে শনিবার আদালতে পেশ করা হয় ধৃত দীপশেখর দত্ত ও মনোতোষ ঘোষকে। এরপরই ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এদিন এই দু'জনের নামে নতুন একটি ধারা দেয় কলকাতা পুলিশ। ৩৫৩ অর্থাৎ পুলিশকে কাজে বাধা দেওয়ার ধারা। পুলিশের বক্তব্য, ৯ অগস্ট অর্থাৎ ঘটনার দিন জয়দীপ ঘোষের সঙ্গে এই দু'জনও পুলিশি কাজে বাধা দেয়। এই ঘটনায় আবার আদালত ৩০ অগস্ট পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

শনিবার সরকারি আইনজীবী এদিন আদালতে আর্জি জানান, পুলিশি কাজে বাধা দেওয়ায় দীপশেখর, মনোতোষদের সঙ্গে আরও কয়েকজন যুক্ত। কারা তাঁরা, তা জানতে দীপশেখরদের জেরা করা দরকার। পুলিশি হেপাজতে সেই জেরার আবেদন জানায়। সেই আবেদনেই ৩০ তারিখ অবধি পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। যেহেতু পুলিশ হেপাজতে জেরার দরকার, তাই আপাতত তাঁরা পুলিশ হেপাজতেই থাকবেন। পরবর্তী শুনানিতে ঠিক হবে আবারও পুলিশ হেপাজত নাকি জেল হেপাজতে পাঠানো হবে তাঁদের।

এদিকে এদিন ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় শুনানির শুরুতেই দীপশেখরের হাতের লেখা পরীক্ষার আবেদন জানান সরকারি আইনজীবী। কারণ, যে চিঠিটি উদ্ধার হয়েছিল, তা দীপশেখরের লেখা বলেই তদন্তে উঠে আসে। এরপরই পুলিশ নতুন ধারা যুক্ত করার কথা বলে। এরপরই অভিযুক্তদের আইনজীবী পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, 'এতদিন পুলিশের কি হুঁশ ছিল না? এখন ৩৫৩ ধারা যুক্ত করার কথা বলা হচ্ছে। এরা তো পুলিশ হেপাজতে ছিল। হায়ার অথরিটিকে সন্তুষ্ট করার জন্য এটা করছে।'

পাল্টা সরকারি আইনজীবী বলেন, 'এটা কিন্তু একটা খুনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি মামলা। ওই ছাত্র হস্টেল থেকে পড়ে যাওয়ার পরে এরা পুলিশকে ঢুকতে দেয়নি, গেট বন্ধ করে রেখেছিল। হস্টেলের এক কর্মী বয়ানে বলেন, গেট বন্ধ করতে তাঁকে এরা বাধ্য করেছে। এই দু'টি ছেলে ছিল এবং এদের টিম কাজ করেছে।' একইসঙ্গে সরকারি আইনজীবী বলেন, 'ঘটনার পর ১৪ দিন কেটে গেলেও ওরা কিছু বলেনি। বুঝতেই পারছেন বাচ্চার মতো কাজ এরা করেনি, পরিণতর মতো কাজ করেছে। এদের শ্যোন এরেস্ট করা হয়েছে। এদের সঙ্গে আরও অনেকে আছে। এটা জানতে হবে। এই দু'জন গেট বন্ধ করে রাখে, পুলিশকে হাসপাতালে ঢুকতে বাধা দেয়।' এরপরই পুলিশ হেপাজত ও জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

মিলল মদের বোতল

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় মাসখানেক পর শনিবার ওপেন এয়ার থিয়েটার পরিষ্কারের কাজ চলার সময় ওপেন এয়ার থিয়েটারের বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার হল মদের বোতল। সাফাই কর্মীদের দাবি, প্রায় ৫০০টিরও বেশি মদের বোতল পাওয়া গিয়েছে। এদিক সাফাই কর্মীরা এও জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও অনুষ্ঠানের পর ওপেন এয়ার থিয়েটার বা ওএটিতে আরও অনেক বেশি পরিমাণ মদের বোতল পাওয়া যায়। এই ঘটনায় আরও একবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা যে বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নয়া উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউয়ের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। নিরাপত্তা এবং নজরদারি সংক্রান্ত কাজ যাঁরা করছেন তাঁরা এ ব্যাপারে রিপোর্ট দেবেন।

২৬ টি সিসিটিভি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাত্রমৃত্যু থেকে শিক্ষা নিয়ে নিরাপত্তা আঁটসাঁট করা হচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। আপাতত ১০টি জায়গায় মোট ২৬টি সিসি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হস্টেলে বসছে ১১টি সিসি ক্যামেরা। তার মধ্যে তিনটি এনপিআর ক্যামেরা। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটগুলিতে মোট ১০টি সিসি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোন গাড়ির ঢুকছে, সেক্ষেত্রেও বাড়ছে নজরদারি। ৩ এবং ৪ নম্বর গেটে এনপিআর এবং বুলেট , দু'ধরনের ক্যামেরা বসানোর কথা ভাবা হয়েছে।

চাঁদের জমির নাম 'শিবশক্তি'!

ইসরোর বক্তৃতায় মোদির চোখে আনন্দাশ্রু

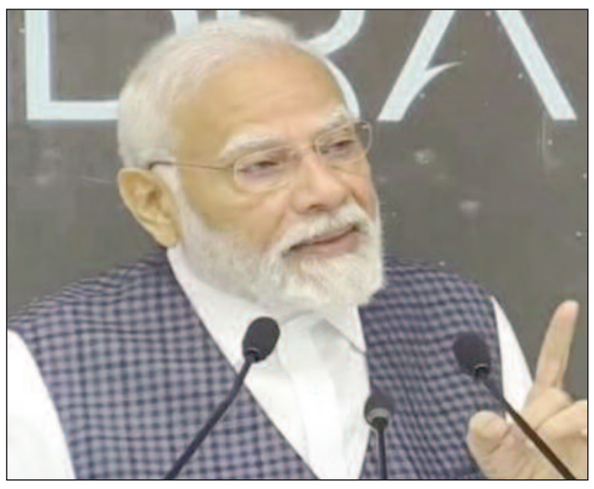

শ্রীহরিকোটা, ২৬ অগস্ট: ইসরোর চন্দ্র অভিযান সফল হওয়ায় উচ্ছ্বসিত মোদি বিমানবন্দরে নেমেই বলেন, 'জয় বিজ্ঞান জয় অনুসন্ধান'। এর পর জনগণের উদ্দেশে স্বল্পসময় ভাষণ দেন মোদি। সেখানেও তাঁর মুখে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের স্তুতি শোনা গেল। এর পরই ইসরোর উদ্দেশে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার বেঙ্গালুরু পৌঁছেই মোদিকে গাইতে শোনা গেল বিজ্ঞানের জয়গান।

তৃতীয় চন্দ্রযানের অবতরণস্থলের নাম এখন থেকে 'শিবশক্তি'। শনিবার সকালে গ্রিস থেকে ফিরেই ইসরোর দপ্তরে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানেই এই ঘোষণা করেন তিনি। পাশাপাশি, ২০১৯ সালে চন্দ্রযান-২ চাঁদের যে জায়গায় ভেঙে পড়েছিল, সে জায়গারও নামকরণ তিনি করলেন। নাম দিলেন 'তেরঙ্গা'। তৃতীয় চন্দ্রযানের সাফল্যের জন্য ২৩ অগস্ট দিনটিকে 'জাতীয় মহাকাশ দিবস' হিসাবেও ঘোষণা করেছেন মোদি।

ইসরো পৌঁছে চন্দ্রযানের সাফল্যকাহিনি নিয়ে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলার সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন মোদি। চোখে জল চলে আসে তাঁর। এমনকী, কথা বলতে বলতে কয়েক বার কান্নায় গলা ভেঙে যায়। ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়ে মোদি বলেন, 'ইসরোর বিজ্ঞানীদের ধৈর্য, পরিশ্রম দেশকে যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে, তা সাধারণ নয়। ভারতীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতির শঙ্খনাদ শোনা যাচ্ছে।ভারত চাঁদে পৌঁছে গিয়েছে। ইসরো আমাদের দেশকে গর্বিত করেছে। আমরা চাঁদের যে জায়গায় পৌঁছেছি, সেখানে আগে কেউ পৌঁছয়নি। সারা বিশ্ব ভারতীয় প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের প্রশংসা করছে। চন্দ্রযান-৩ ভারতের না, মানবতার সাফল্য। এই অভিযান দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন রাস্তা খুলে দেবে। পৃথিবীর সমস্যা সমাধানের কাজও করবে। আমি ইসরোর সব বিজ্ঞানী, কৌশলী এবং তৃতীয় চন্দ্রযানে সঙ্গে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

পাক গুপ্তচরদের তথ্য পাচারের অভিযোগে কলকাতা পুলিশের এসটিএফের হাতে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাক গুপ্তচরকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। এসটিএফ সূত্রে এও জানানো হয়েছে, ধৃতের নাম ভক্ত বংশী ঝা। এসটিএফের হাতে ধৃত এই ভক্ত বংশী ঝা আদতে বিহারের দ্বারভাঙার বাসিন্দা। তাঁকে শুক্রবার কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর ধৃতের মোবাইল থেকে মেলে দেশ সম্পর্কিত গোপন ছবি ও ভিডিওয়। পাশাপাশি মিলেছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংক্রান্ত নথিও। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, হানি ট্র্যাপের মাধ্যমে দেশের উচ্চ পদস্থ কর্তা কিংবা সেনাবাহিনীর জওয়ানদের ফাঁসানো হত। সেখান থেকেই তথ্য হাতিয়ে পাক গুপ্তচরকে পাঠানো হত। ভক্ত এই কাজেই যুক্ত ছিল।

ভক্ত বংশীকে গ্রেপ্তারের পর তদন্তকারীরা এও জানান, ভক্ত বিভিন্ন সময়ে দেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, নথি, ছবি পাক গুপ্তদেরকে কাছে পাঠিয়েছিলেন। সেই অভিযোগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে শেষ তিন মাস ভক্ত কলকাতাতেই থাকছিলেন। এর আগে কাজ করতেন দিল্লিতে একটি কুরিয়ার সংস্থায়। কলকাতায় বিভিন্ন সময়ে ছোট ছোট কাজ করেছেন।

এদিকে এসটিএফ সূত্রে এও খবর, সেনাবাহিনীর ইন্টেলিজেন্স দপ্তরের তরফ থেকে এই প্রসঙ্গে আগেই খবর পাঠানো হয়েছিল। সঙ্গে ভক্তের ব্যাপারে সমস্ত তথ্যও দেওয়া হয়। কলকাতা পুলিশের এসটিএফ বিভিন্ন জায়গায় গত কয়েক মাস ধরে খোঁজ চালাচ্ছিল। অবশেষে শুক্রবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধৃত ভক্তবংশী ওঝাকে শনিবার আদালতে তোলা হলে অভিযুক্তের ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের জন্য আবেদন জানান সরকারি আইনজীবী। এরপরই আদালত ধৃত ভক্তবংশীর ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয়। এদিকে কলকাতা পুলিশের এসটিএফের হাতে ধৃত দ্বারভাঙার বাসিন্দা ভক্তবংশী ওঝাকে কলকাতা এসটিএফের পক্ষ থেকে জেরা করা হতেই সামনে আসে বেশ কিছু তথ্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তবংশীর সঙ্গে আলাপ হয় এক মহিলার, যার প্রোফাইলে নাম ছিল আরুশি সিং। ভক্তবংশীর কাছে নিজেকে পঞ্জাবের অমৃতসরের বাসিন্দা বলে পরিচয় দেন ওই মহিলা।

এদিকে সেনা সূত্র মারফত খবর, তদন্তকারী অফিসাররা জানতে পেরেছেন ওই মহিলা আদতে একজন পাকিস্তানি ইনটেলিজেন্স অফিসার। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, ভক্তবংশীর সঙ্গে ওই মহিলার পরিচয় হওয়ার পর দু'জনের মধ্যে ভিডিওয় ও চ্যাটে হানি ট্র্যাপে মধ্যে ফেঁসে যান ভক্তবংশী। জেরায় তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ওই ব্যক্তিকে হানি ট্র্যাপ করে বিভিন্ন নম্বর ও তথ্য হাতিয়ে নেওয়া শুরু হয়েছিল। শুধু ওই মহিলার সঙ্গেই নয়, এর পাশাপাশি মহিলার বাবা পরিচয় দেওয়া এক পুরুষ কণ্ঠের সঙ্গেও ফোনে কথা বলেছেন বলে জানান ভক্তবংশী। সঙ্গে ভক্তবংশী এও জানায়, দিল্লির সেনা ছাউনি-সহ বিভিন্ন ভাইটাল ইনস্টলেশনের ছবি ও ভিডিওর জন্য বলেছিল আরুশি সিং বলে পরিচয় দেওয়া ওই মহিলা। আর এসবের জন্য ভক্তবংশীকে মোবাইলে একটি সফওয়্যারও ডাউনলোড করতে বলা হয় বলে এসটিএফ সূত্রে খবর। তদন্তকারীদের দাবি, ওই সফওয়্যারের মাধ্যমে কোনও ছবি তোলা হলে, সেই ছবি কোথায় তোলা হয়েছে, সেটি জানা যায়। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, দিল্লি থেকে কলকাতায় চলে আসার পরেও ওই মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ধৃত ব্যক্তির। এদিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অফিশিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

বিধানসভার চলতি অধিবেশনেই পৃথক পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভার চলতি অধিবেশনেই পৃথক পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন নিয়ে প্রস্তাব আসতে চলেছে। তবে এই বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। আগামী ২৯ আগস্ট এই বিষয়ে নবান্ন সভাঘরে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এর আগে চলতি বছরের ২০ জুন রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হয়। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের নেতৃত্বে দিনটি উদযাপন করা হয়। তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর শুভেচ্ছাবার্তাও পাঠ করেন। তবে আগে থাকতেই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে তাঁর আপত্তির কথা জানিয়ে চিঠিও দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছিলেন, এই দিনটিতে দেশ বিভাজিত হয়েছিল। তাই এই তারিখে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের অর্থ বাংলার মানুষকে অপমান করা, অসম্মান করা। তা সত্ত্বেও রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করেন। এর পরে পশ্চিমবঙ্গ দিবস কবে পালন হবে, তা ঠিক করতে কমিটি গঠন করা হয়। ইতিহাসবিদ সুগত বসুকে উপদেষ্টা করে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস নির্ধারণ কমিটি' তৈরি হয়। আহ্বায়ক করা হয় বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দু'দফা বৈঠক করে ১ বৈশাখ 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Manas Chatterjee পিতা Amal Kumar Chatterjee R/o 520/C, G.T. Road মাহেশ শ্রীরামপুর হুগলী -৭১২২০২ গত ২৪/৮/২৩ তারিখে Ld. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 1st ক্লাস শ্রীরামপুর কোর্ট থেকে এফিডেভিট বলে প্রমান করছি যে আমার নাম Manas Kr. Chatterjee এবং Manas Chatterjee এক আর অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I Smt. Ranu Maiti W/o Jhareswar Maiti resident of Qtr no. B-260 IIT Campus P.O.- Kharagpur Technology P.S. - KGP(T) Dist. Paschim Medinipur do hereby solemnly affirm and declare that Ranu Maiti and Ranu Bala Das is the one and same identical person vide affidavit no. 13178 on 23.08.23 in the court of the Ld. Judicial Magistrate (1st class) Medinipur.

NOTICE

In the Court of Ld. District Delegate, at Kharagpur

Succession Case No.18/2023

Smt. Jhunu Mukhopadhyay & another --Vs-- ..... Petitioners

General Public, Malancha, Kharagpur .....Opposite Party

NOTICE is hereby given to all concerned that the above named Petitioners have filed the above case for the grant of Succession Certificate in their favour, in the above Court, in the estate of Late **Gobinda Mukhopadhyay**, S/o Late S.C.Mukhopadhyay, being his wife and son respectively and as his sole surviving legal heirs.

If any body has any objection in this case he/she may file such objection within 30 days before this court either in person or through an Advocate, failing which the case shall be heard ex-parte. Sd/- (Biswanath Dey)
Sherestadar,
Dist. Delegate's Court,
Kharagpur Sub- Divisional Court,
Paschim Medinipur.

CHANGE OF NAME

I, Aditya Gupta S/o Jawala Prasad Gupta residing at 295 G.T. Road, Belurmath, Bally Municipality, Howrah, Pin-711202 hereby declare that in my birth certificate reg no. 92 my father & mother name has been wrongly recorded as Jwala Prasad Gupta & Puspa Gupta in place of Jawala Prasad Gupta & Pushpa Gupta. Jawala Prasad Gupta & Pushpa Gupta and Jwala Prasad Gupta & Puspa Gupta is the same and one identical person vide affidavit before Notary Public at Sealdah on 24/08/23.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭ শে আগষ্ট, রবিবার, ৯ই ভাদ্র। একাদশী তিথী। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির মহাদশা। বিংশোত্তরী রবির মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ ।পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিল্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে ।যারা কর্মের জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কর্পূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ।ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন ।স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনষ্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি, বাস্তুজমি ,দোকান ,ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ।ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি। যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পূজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ ।যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

(আজ পুত্রদা একাদশী তিথী।
মাহেশে শ্রী জগন্নাথ দেবের ঝুলন যাত্রা শুভারম্ভ)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কৃষকবন্ধু প্রকল্পের আওতায় মৃত কৃষকদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার কৃষকবন্ধু প্রকল্পের আওতায় মৃত কৃষক পরিবারগুলোকে আর্থিক সহায়তা করতে ৫০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে। সম্প্রতি অর্থ দপ্তর থেকে বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের কাছে এই টাকা পাঠানো হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এতে উপকৃত হবেন ২৫৩৬টি পরিবার। কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলার কৃষকেরা বছরে দুই দফায় মোট ১০ হাজার টাকা যেমন পান তেমনি এই প্রকল্পে নথিভুক্ত কৃষকদের মৃত্যু হলেও সরকারের তরফে ওই কৃষকের পরিবারকে এককালীন ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যও করা হয়। এখন এই প্রকল্পের দেখাদেখি দেশের অনান্য রাজ্যেও কৃষকদের জন্য প্রকল্প চালু করছে একাধিক রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর চালু করা প্রকল্প কার্যত

তাঁদের কাছে মডেল হয়ে উঠেছে। ২০১৯ সালে রাজ্যে 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্প চালু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রকল্পে কৃষকদের চাষের জন্য আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি মৃত্যু হলেও ২ লক্ষ করে টাকা পাবে কৃষক পরিবারগুলি। ১৮ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত কৃষকরা পান এই সুবিধা। এবার ২৫৬৩ টি পরিবারের জন্য ৫০.৭২ টাকা দেওয়া হল সরকারের তরফে। বলা হয়েছে, ১ অগস্ট থেকে ১৫ অগস্টের মধ্যে ২৫.৬৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। যা ১২৮২টি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। এবার ২৫৩৬টি পরিবারের প্রাপ্য টাকা ছাড়া হল।

উল্লেখ্য, 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পে এবারের বাজেটে ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ৩০ হাজার কৃষক পরিবার উপকৃত হয়েছে এতে। ২০১৯ সাল থেকে যে ক'জন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য- পরিসংখ্যান নিয়ে কৃষকবন্ধু প্রকল্পে পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে।

পরিবহণ প্রকল্পে এবার স্বর্ণপদক পেল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পুরস্কৃত হল বাংলা। বাংলাদেশের সঙ্গে এ রাজ্যের স্থলবন্দরগুলি দিয়ে ট্রাকে পণ্য রপ্তানি সংক্রান্ত কাজে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে দিন কয়েক আগে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর অনলাইন স্লট বুকিং সিস্টেম বা 'সুবিধা ভেহিকেলস ফেসিলিয়েশন সিস্টেম' চালু করেছে। এই প্রকল্পের জন্য এবার স্বর্ণপদক পেল রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর। ইন্দোরে আয়োজিত ২৬ তম জাতীয় ই গভর্নেন্স সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং শনিবার রাজ্যের প্রতিনিধিদের হাতে ওই পুরস্কার তুলে দেন। স্বর্ণপদকের পাশাপাশি এই প্রকল্পে ১০ লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কার রয়েছে।

রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর, ভারতীয় স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, সীমা শুল্ক বিভাগ, সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে সুবিধা পোর্টালটি চালু করেছে। নতুন ব্যবস্থায় দেশের যে কোনও প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা স্থল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশে ট্রাকে পণ্য পরিবহণের জন্য আগেই অনলাইনে 'স্লট বুক' করতে পারেন। এই কাজ করতে চেসিসের জন্য লাগবে ৫ হাজার টাকা এবং পণ্যভর্তি ট্রাকের জন্য ১০ হাজার টাকা। পুরনো ব্যবস্থায় বাইরের রাজ্য থেকে আসা পণ্যবাহী ট্রাক পেট্রাপোল বন্দরে যাওয়ার আগে বনগাঁ শহরের তিনটি জায়গায় (কালীতলা, কালীবাড়ি মোড় এবং বিএসএফ ক্যাম্প মোড়) পরিবহণ দপ্তরের কাছে 'এন্ট্রি' করাতো। তারপরে সীমান্তে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করত। কখনও কখনও ছাড়পত্র মিলতে একমাসের বেশিও সময় লেগে যেত। ততদিন ট্রাকের মালপত্র স্থানীয় গোডাউনে বা স্থানীয় ট্রাকে তুলে বেসরকারি পার্কিং লটে রাখা হত। তাতে এক দিকে যেমন পরিবহণ খরচ বাড়তো তেমনি বহু মালপত্র নষ্ট হয়ে যেত।

আমদানি রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, অনলাইন স্লট বুকিং সিস্টেম চালু হওয়ার পরে বাংলাদেশ সীমান্তে ট্রাকের দীর্ঘ লাইনের চেনা ছবিটা বদলে গিয়েছে। পরিবহণ খরচ এবং সীমান্তে আটকে থাকার কারণে পণ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমস্যাও অনেক কমেছে। এবার পুরস্কারের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের এই কৃতিত্বকেই স্বীকৃতি দিল কেন্দ্র।

হাট বাজারের সমস্ত জমি সরকারি রেকর্ডে আনার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার সমস্ত হাট বাজারের জমি সরকারি রেকর্ডে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ব্যাপারে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সব জেলাকে স্পষ্ট নির্দেশিকা পাঠিয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, জমিদারি অধিগ্রহণ আইনকে প্রয়োগ করে হাট ও বাজারের ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি সরকারের হাতে আসার কথা। কিন্তু তা অনেক জায়গাতেই হয়নি। হাওড়ার মঙ্গলাহাটে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর বিষয়টি সামনে আসে।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপতর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে রয়েছে। সূত্রের খবর, জেলা ও শহরতলি ল্যান্ড রেকর্ড নিয়ে তিনি ক্ষুব্ধ। মুখ্যমন্ত্রী মনে করছেন, বহু জায়গায় সরকারি জমি দখল হয়ে গিয়েছে, সেগুলো উদ্ধারে গা নেই প্রশাসনের। আবার যেগুলো সরকারের রেকর্ডে আনার কথা ছিল, তাও হয়নি।

ক'দিন আগে হাওড়ার মঙ্গলা হাটে আগুন লেগেছিল। তারপর বাজারের কাজে হাত দিয়ে সরকার জানতে পারে, মঙ্গলা হাটে জমির মালিকানা সরকারের রেকর্ডে নেই। সেই জমি সরকারের রেকর্ডে আনা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, রাজ্যে সমস্ত হাট বাজারের জমি সরকারের রেকর্ডে আনতে হবে। কারণ, সরকার রাজ্যে বেশ কিছু হাট বাজার এলাকার সংস্কার করে সেখানে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করে দিতে চাইছে। তা স্থানীয় পুরসভা বা পঞ্চায়েতও করতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি মালিকানায় থাকা জমিতে সরকার বিনিয়োগ করতে পারে না। সেই জমি সরকারের রেকর্ডে থাকতে হবে। জমি সরকারের রেকর্ডে থাকলে সেই হাট বাজারে নতুন নির্মাণ বা সংস্কারের কাজ পূর্ত দপ্তর বা পুর দপ্তর করতে পারে।

বারুইপুর মহকুমা কমিটির আত্মপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে শনিবার বারুইপুর মহকুমা কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করল। এই জন্য শুভদীপ চক্রবর্তী, সভাপতি, তন্ময় মিশ্র, সম্পাদক ও হিতেশ দাস, সম্পাদকের অবদান অনস্বীকার্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন গণেশ চন্দ্র মণ্ডল, সহ সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি।

শ্রীনগরে রাহুলের কাছে সোনিয়া, ছুটি কাটাতে যেতে পারেন প্রিয়াঙ্কাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: লাদাখ সফর সেরে শুক্রবারই শ্রীনগরে পৌঁছেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। শনিবার শ্রীনগর গেলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সনিয়া গান্ধীও। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যক্তিগত সফরে কাশ্মীর গিয়েছেন সনিয়া। সেখানে স্বামী রবার্ট বঢরাকে নিয়ে যেতে পারেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধীও।

শনিবার দুপুরে শ্রীনগর বিমানবন্দরে পৌঁছন সনিয়া। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বিকার রসুল ওয়ানি এবং স্থানীয় নেতারা। এক প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জানিয়েছেন, শ্রীনগর পৌঁছে নিগিন হ্রদে নৌকাভ্রমণে যান সনিয়া। ওই নিগিন হ্রদেই একটি হাউসবোটে রয়েছেন রাহুল। যদিও সনিয়া থাকছেন রায়নাওয়াড়ি এলাকার একটি হোটেলে। প্রিয়াঙ্কাও সেখানেই থাকতে পারেন বলে খবর। কংগ্রেসের একটি সূত্র জানিয়েছে, রবিবার গুলমার্গে যেতে পারে গান্ধী পরিবার। তবে কাশ্মীরে গান্ধী পরিবারের কোনও সদস্যেরই কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতা জানিয়েছেন, "ব্যক্তিগত সফরে কাশ্মীরে এসেছে গান্ধী পরিবার। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে কেউ যোগ দেবেন না। কোনও নেতার সঙ্গে বৈঠকেও বসবেন না তাঁরা।" ১৭ অগস্ট লাদাখ সফরে গিয়েছিলেন রাহুল। ২০১৯ সালের অগস্টে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তকমা পেয়েছিল লাদাখ। তার পর এই প্রথম সেখানে গেলেন তিনি। গত কয়েক দিনে লাদাখের নুব্রা উপত্যকা, প্যাংগং হ্রদ, খারদুংলায় বাইকে চেপে ঘুরেছেন রাহুল। বৃহস্পতিবার পৌঁছন কার্গিলে। সেখানে সভা করেন শুক্রবার সকালে। আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রীকে। তার পরেই শ্রীনগরের উদ্দেশে রওনা দেন। এ বার শ্রীনগরে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন রাহুল বলে খবর।

ফের ভাঙল রেলগেট, শ্যামনগরে আন্ডারপাসের দাবি স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দিন তিনেক আগে বাইকের ধাক্কায় তুবড়ে গিয়েছিল শ্যামনগরের ২৩ নম্বর রেলগেট। যান চলাচল থমকে গিয়েছিল। ফের শনিবার একই ঘটনা ঘটল। গেট পড়ার সময় দ্রুতবেগে পার হতে গিয়ে একটি মিনি ট্রাক গেটে সজোরে ধাক্কা মারে। লেভেল ক্রসিংয়ের এই গেট ভেঙে যাওয়ায় যান চলাচল দীর্ঘক্ষন বন্ধ হয়ে যায়।

শিয়ালদহ মেইন শাখার গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন শ্যামনগর। এই স্টেশন সংলগ্নদুটি রেলগেট। একটি ২৪ নম্বর রেলগেট। যেটির একদিকে ঘোষপাড়া রোড, অন্য দিকে বাসুদেবপুর রোড। আরেকটি ২৩ নম্বর রেলগেট। এই গেটের একপাশে ব্যস্ততম ঘোষপাড়া রোড। আরেকধারে ফিডার রোড। আর এই ফিডার রোড মিশেছে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে। প্রসঙ্গত, তিন দিন আগে বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় ভেঙে গিয়েছিল শ্যামনগর স্টেশন সন্নিহিত এই ২৩ নম্বর রেলগেট। শনিবার সকালের দিকে ফের ভাঙল শ্যামনগর ২৩ নম্বর রেলগেট। এদিন ২৩ নম্বর রেলগেট ভেঙে যাওয়ায় পাশের ২৪ নম্বর গেটের ওপর চাপ পড়ে। অবশেষে রেল অধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভেঙে যাওয়া গেটটি মেরামতি করেন। তারপর যান চলাচল ফের স্বাভাবিক হয়।

এদিকে বারবার গেট ভেঙে যাওয়ায় রেল প্রশাসনের নজরদারির অভাবকেই দুষলেন স্থানীয়রা। পাশাপাশি যানজটের হাত থেকে মুক্তি পেতে তারা আন্ডারপাসের দাবিও করলেন। স্থানীয় বাসিন্দা অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, '২৩ নম্বর রেলগেটের গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ বারবার ভাঙছে এই গেট। গেটম্যান কিংবা রেলপুলিশ ঠিকমতো নজর না দেওয়ায় বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় বিপত্তি ঘটছে।' অভিযোগ, দীর্ঘক্ষন গেট পড়ে থাকলে ঘোষপাড়া রোডের চৌরঙ্গী মোড় এবং ফিডার রোডে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। গেট তুলে দিয়ে তারা আন্ডারপাসের দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।

অন্য দিকে শ্যামনগরের বাসিন্দা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিপুল ঘোষাল বলেন, '২৩ নম্বর রেলগেট ঘিরে সমস্যা বহুদিনের। একটু বেশি সময় গেট পড়ে থাকলে ঘোষপাড়া রোডে প্রচুর যানজট হয়।'

কটাক্ষ জিতেন্দ্র তেওয়ারির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'বাংলার দিদি এখন বাংলার পিসি হয়েছেন।' এভাবেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট লুঠ ও ভোট পরবর্তী হিংসার প্রতিবাদে শনিবার সন্ধেয় কাঁকিনাড়ায় সভার আয়োজন করেছিল বিজেপি। সভায় বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ১৫-২০ বছর কাটিয়েছি। তবে আগে দিদি বাংলার মানুষজনকে নিয়ে ভাবতেন। তাই দিদির সঙ্গে ছিলাম এবং দিদিকে সমর্থন করেছিলাম। বাংলার দিদি এখন বাংলার পিসিতে পরিণত হয়েছেন। উনি এখন শুধু ভাইপোকে নিয়ে ভাবেন।' তাঁর কথায়, সে কারণে তাঁর মতো অনেকেই দিদির সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছেন।

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী 'কয়েল গান' নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে চিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী 'কয়েল গান' নিয়ে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে বলে দাবি করেছে চীনের নৌবাহিনী। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই অস্ত্র নিয়ে কাজ করছেন চীনের দ্য নেভাল ইউনির্ভাসিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং। তবে কবে নাগাদ এটি সামরিক বাহিনীতে ব্যবহার করা হবে, তা জানানো হয়নি।

কয়েল গান হলো তড়িৎ, চৌম্বকীয় শক্তির মাধ্যমে গোলা বা অন্য কিছু ছুড়ে দেওয়ার প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে অতি দ্রুতগতিতে এবং নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা যায়। চীনে এই অস্ত্র নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, প্রথমবারের মতো পরীক্ষা চালিয়ে তাঁদের কয়েল গান থেকে ঘণ্টায় ৭০০ কিলোমিটার গতিতে ১২৪ কেজি ওজনের একটি গোলা ছোড়া হয়েছে।

এ তথ্য সত্যি হলে এটি কয়েল গানে ব্যবহার করা সবচেয়ে ভারী গোলা। এর আগে ১২০ মিলিমিটার ক্যালিবারের একটি কয়েল গানের পরীক্ষা চালিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের স্যান্ডিয়া ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিজ। সেটি থেকে ১৮ কেজি ওজনের গোলা ছোড়া যায়। এ ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আরও কয়েকটি কয়েল গান আছে। তবে সেগুলো থেকে মাত্র কয়েক গ্রাম ওজনের গোলা ছোড়া যায়।

নেভাল ইউনির্ভাসিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে দল কয়েল গান নিয়ে কাজ করছে, তার প্রধান গুয়ান জিয়াওকুন বলেন, সাধারণ গোলার তুলনায় এই অস্ত্রের বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। যেমন এগুলো অত্যধিক গতিতে ছোড়া যায়, কম সময় লাগে এবং খরচও কম। গোলার পাশাপাশি এটি উচ্চগতি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়তে এবং পৃথিবীর কাছের কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এর চেয়েও শক্তিশালী একটি কয়েল গান নিয়ে চীনে কাজ চলছে বলে গত জুনে জানিয়েছিলেন দেশটির সামরিক বাহিনীর তড়িৎ,চৌম্বকীয় উৎক্ষেপণ প্রকল্পের প্রধান বিজ্ঞানী মা ওয়েইমিং। তিনি বলেন, অস্ত্রটি দিয়ে ঘণ্টায় ৩ হাজার ৬০০ কিলোমিটার গতিতে এবং ১০০ কিলোমিটারের বেশি দূরে গোলা ছোড়া যাবে।

পৃথক দু'টি পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : শিল্পাঞ্চলে পৃথক দুটি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুজনের। শনিবার বেলায় বেলঘড়িয়া থানার নীলগঞ্জ রোডের নন্দনকাননে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে ধাক্কা মারে এক যুবক। ঘটনাস্থলে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকা যুবককে স্থানীয়রা উদ্ধার করে কামারহাটি সাগরদত্ত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম পুনর্জয় দাস (২৯)। তাঁর বাড়ি খড়দা থানার আগরপাড়ার ২ নম্বর মহাজাতিনগরে। অন্য দিকে নৈহাটির হাসপাতাল রোডে বাস টার্মিনাসের কাছে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম প্রদীপকুমার কেশরী (৪৯)। তাঁর বাড়ি নৈহাটির গৌরীপুরে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন বেলায় হাসপাতাল রোড ধরে বাইক চালিয়ে গোয়ালা ফটকের আসছিলেন ওই ব্যক্তি। তিনি মত্ত ছিলেন বলেই সূত্রের খবর। বাস টার্মিনাসের কাছে উল্টোদিক থেকে আসা একটি টোটোকে সজোরে ধাক্কা মারেন ওই ব্যক্তি। ধাক্কায় মাথায় গুরুতর আঘাত পান ওই ব্যক্তি। তৎক্ষনাৎ তাঁকে নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

কেমন হওয়া উচিত ভারতের বিশ্বকাপ দল, জানালেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক দশক ধরে বৈশ্বিক শিরোপা জিততে পারছে না ভারত। সর্বশেষ ২০১৩ সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে ভারত চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছিল। এরপর ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি এবং ২০২১ ও ২০২৩ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে হেরেছে দলটি।

ভারতীয়দের বৈশ্বিক ট্রফির দীর্ঘ খরা ঘোচানোর সুবর্ণ সুযোগ আসতে যাচ্ছে এ বছরই। আগামী ৫ অক্টোবর নিজেদের দেশে ওয়ানডে বিশ্বকাপ আয়োজন করবে ভারত। বিশ্বকাপের জন্য ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া এরই মধ্যে প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এখনো দল দেয়নি। প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণার জন্য আইসিসি আগামী ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়ায় অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন নতুন নির্বাচক কমিটি হয়তো এশিয়া কাপে সুপার ফোরের আগে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স দেখেই বিশ্বকাপের দল দেবেন। আর ১৫ জনের চূড়ান্ত স্কোয়াড আইসিসির কাছে জমা দিতে হবে ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

বিসিসিআই এখনো বিশ্বকাপের প্রাথমিক দল ঘোষণা না করলেও সৌরভ গাঙ্গুলী কিন্তু চূড়ান্ত দল নির্বাচন করে ফেলেছেন। ভারতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও বিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি গতকাল সন্ধ্যায় স্টার স্পোর্টসের একটি অনুষ্ঠানে ১৫ জনের দল বেছে নিয়েছেন।

সৌরভের নেতৃত্বেই ২০০৩ বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছিল ভারত। সেই দলে যেমন অভিজ্ঞতার ভান্ডারে তারুণ্যের স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল, ২০২৩ বিশ্বকাপের দল বাছাইয়েও সৌরভ সেটি মাথায় রেখেছেন।

এশিয়া কাপের জন্য স্ট্যান্ডবাইসহ ১৮ সদস্যের দল

ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। সৌরভ সেখান থেকে তিনজনকে বাদ দিয়ে বিশ্বকাপের দল সাজিয়েছেন। বাদ পড়া খেলোয়াড়েরা হলেন পেসার প্রসিধ কৃষ্ণা, ব্যাটসম্যান তিলক বর্মা ও ব্যাকআপ উইকেটরক্ষক সঞ্জু স্যামসন। এই তিনজনের মধ্যে স্যামসনকে এশিয়া কাপে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে। এশিয়া কাপে বিসিসিআইয়ের দেওয়া দলের মতো সৌরভও তাঁর বিশ্বকাপ দলে দুই তারকা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও যুজবেন্দ্র চাহালকে বিবেচনা করেননি।

প্রত্যাশিতভাবে রোহিত শর্মাকে অধিনায়ক ও হার্দিক পান্ডিয়াকে সহ-অধিনায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছেন সৌরভ। দল সাজিয়েছেন ৫ ব্যাটসম্যান, ২ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান, ৩ পেসার, ১ স্পিনার ও ৪ অলরাউন্ডার নিয়ে। ব্যাটসম্যানরা হলেন অধিনায়ক রোহিত, বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আইয়ার, শুবমান গিল ও সূর্যকুমার যাদব। ২ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে রেখেছেন লোকেশ রাহুল ও ঈশান কিষানকে।

যশপ্রীত বুমরার সঙ্গে পেস আক্রমণ সামলাবেন মোহাম্মদ শামি ও মোহাম্মদ সিরাজ। একমাত্র স্পিনার হিসেবে তাঁর পছন্দ কুলদীপ যাদব। আর অলরাউন্ডারের ভূমিকায় রেখেছেন পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল ও শার্দূল ঠাকুরকে। তাঁদের মধ্যে পান্ডিয়া ও শার্দূল পেস বোলিং অলরাউন্ডার এবং জাদেজা ও অক্ষর স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার।

নিজের বেছে নেওয়া বিশ্বকাপের দলটা জানাতে গিয়ে সৌরভ বলেছেন, 'অভিজ্ঞতার সঙ্গে তারুণ্যের মিশেলে ভালো দল গড়ে ওঠে। তারুণ্যের দীপ্তির সঙ্গে দলে এমন কাউকে দরকার, যারা ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে পারে। দলে অবশ্যই আমি রিস্ট স্পিনারকে রাখার পক্ষে। তবে কোনো স্পিনার চোটে পড়লে আমি যুজবেন্দ্র চাহালকে রাখব। একইভাবে মিডল অর্ডারের কেউ চোটে পড়লে তিলক বর্মা এবং পেসারদের মধ্যে কেউ ছিটকে গেলে প্রসিধ কৃষ্ণাকে রাখব।'

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা ২৭ অগস্ট ৯ ভাদ্র, ১৪৩০, রবিবার

যাদবপুরের সেনা পোশাক বিতর্কে সংগঠনের কর্ণধারকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সেনার পোশাক, টুপিতে অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন যুবক-যুবতী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার ঘটনায় এবার সংঠনের কর্ণধারকে গ্রেপ্তারির নির্দেশ দিল কলকাতা পুলিশ। 'এশিয়ান হিউম্যান রাইট সোসাইটি' নামে যে সংস্থার তরফে তাঁরা যাদবপুরে ঢুকেছিল, সেই সংস্থার কর্ণধার কাজি সাদিক হোসেনকে তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগে এই গ্রেপ্তারির নির্দেশ। কারণ, ঘটনার তদন্তে কাজি সাদিক হোসেনকে শুক্রবার যাদবপুর থানায় তলব করে নোটিস পাঠানো হয়। কিন্তু ২ দিন পরও তিনি থানায় হাজিরা দেননি।

প্রসঙ্গত, বুধবার সেনার পোশাকে আচমকা একদল যুবক-যুবতীকে ঢুকতে দেখা যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর তা নিয়ে বেশ কিছু তথ্য সামনে এনে বঙ্গ রাজনীতিতে নয়া এক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।

প্রসঙ্গত, ওই দলটি নিজেদের 'এশিয়ান হিউম্যান রাইটস সোসাইটির' অংশ হিসাবেও দাবি করে। পরিচয় দেয় বিশ্ব শান্তি সেনা হিসাবে। সঙ্গে এও জানিয়েছিলেন, দেশের যেখানেই ঝামেলা হয় সেখানে পৌঁছে শান্তির আবহ তৈরি করা তাঁদের কাজ। দলের কর্মকর্তা কাজি সাদেক হুসেন নিজেকে এশিয়ান হিউম্যান রাইটস সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি বলেও দাবি করেন।

তবে মূল ওঠে তাঁদের গায়ে সেনার পোশাক কেন এবং ঠিক কোন উদ্দেশ্যে তাঁরা যাদবপুরে ঢুকেছিলেন তা নিয়েই। ইতিমধ্যেই এ ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছে পুলিশ। বিতর্কের মধ্যে যাদবপুর থানা থেকে তলব করা হয়েছে রেজিস্ট্রার ও ডিন অফ আর্টসকে। পাশাপাশি কাজি সিদ্দিকি হোসেনকেও তলব করা হয়েছে। এদিকে এই ইস্যুতেই সুর চড়িয়েছে তৃণমূলের ছাত্র পরিষদ।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, এশিয়ান হিউম্যান রাইটস সোসাইটির যে লেটার প্যাড রয়েছে সেখানে চিফ প্যাট্রন ও সেন্ট্রাল অ্যাডভাইজার হিসেবে নাম রয়েছে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের। টিএমসিপির যাদবপুর ইউনিটের চেয়ারপার্সন সঞ্জীব প্রামানিক বলেন, 'বুধবার এশিয়ান হিউম্যান রাইটস সোসাইটির পক্ষ থেকে কিছু যুবক-যুবতী ভারতীয় সেনার নকল পোশাক পরে ক্যাম্পাসে ঢোকে। তাঁরা বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি স্থাপন করতে এসেছে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত চলছে। ইতিমধ্যেই আমরা সূত্র মারফত ওই সংগঠনের যে প্যাড আমরা পেয়েছি সেখানে চিফ অ্যাডভাইজার হিসাবে লেখা রয়েছে সিপিআইএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম। আমাদের আশঙ্কা, বিকাশবাবু কী তাহলে আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত? এসব বজরং দল, শান্তিরক্ষা বাহিনী তো বিজেপি করে থাকে। তাহলে কী বিজেপি আর সিপিএম কী যাদবপুরে আঁতাত করেছে? আমাদের দাবি, যে তদন্ত চলছে সেখানে যেন বিকাশবাবুকে জেরা করা হয়।'

যদিও তৃণমূলের কথাকে বিশেষ আমল দিতে নারাজ সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'আমি তো এটা প্রথম জানলাম। প্যাডের কথাও প্রথম শুনলাম। এটা দেখে তো আমি অবাক। আমার নাম বিভিন্ন লোক বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করছে, টাকা তুলছে, মানবাধিকার সংগঠনের লোক বলছে। আমি বিস্মিত পুরো ব্যাপারে। কী করব বলুন। আমি তো আর সবার পিছনে দৌড়ে বেড়াতে পারব না। আমি খুব একটা পাত্তা দিই না এসব ব্যাপারে। তবে এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর পিছনে চক্রান্ত আছে বলে মনে হয়। আর আমি চাই তৃণমূল ছাত্র পরিষদ লালবাজার ধরে ব্যাপক তদন্ত করুক। সঙ্গে তদন্তটা করে রিপোর্টটা জনসমক্ষে দিয়ে দিক।'

চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্যের পিছনে ছিলেন কলকাতার মৌমিতা দত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইসরোর চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্যের পরই শুরু হয়েছে সাফল্যের নেপথ্যের কারিগরদের খোঁজ। আর সেই খোঁজ শুরু হতেই জানা গিয়েছে, চন্দ্রযানের যন্ত্রাংশ তৈরি থেকে ল্যান্ডারের সফট ল্যান্ডিং, সবেতেই কোনও না কোনও বাঙালি বিজ্ঞানীর অবদান রয়েছে। বাংলার জেলায় জেলায় সেই মেধাবী ছেলে মেয়েরা রয়েছেন।

পিছিয়ে নেই বাংলার ও কলকাতার মেয়েরাও। ইসরোর সাত মহিলা রকেট বিজ্ঞানী চন্দ্রযান মিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন। কেউ প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার তো কেউ ডেপুটি ডিরেক্টর। কলকাতার মেয়ে মৌমিতা দত্ত চন্দ্রযানের পেলোড, ইন্সট্রুমেন্ট, ক্যামেরা, স্পেকট্রোমিটার তৈরিতে বড় ভূমিকা নিয়েছেন। ইসরোর চন্দ্রযানে টিমে তিনিও অন্যতম সদস্য।

কলকাতায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা মৌমিতার। স্কুলজীবন হোলি চাইল্ড ইনস্টিটিউটে। এরপর রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স নিয়ে এমটেক করেন। মৌমিতা একজন পদার্থবিদ যিনি চন্দ্রযান-১ মিশনেও ছিলেন। ২০০৬ সালে আমদাবাদের স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারে প্রথম যোগ দেন মৌমিতা। পরে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ইসরোতে। একাধিক স্যাটেলাইট মিশনের অন্যতম ভূমিকায় ছিলেন কলকাতার বিজ্ঞানী।

হাইস্যাট, ওশেনস্যাট, রিসোর্সস্যাট, চন্দ্রযান-১ অভিযানের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তবে মৌমিতার সবচেয়ে বড় কাজ ছিল মঙ্গল-অভিযানে। ইসরোর 'মম' মঙ্গল-মিশনের একজন প্রজেক্ট ম্যানেজার ছিলেন মৌমিতা। মঙ্গলযানের মিথেন সেন্সর তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা ছিল তাঁর। তাছাড়া মঙ্গলযানের পাঁচটি পেলোডের মধ্যে একটি তৈরি করেছিলেন মৌমিতা ও তাঁর টিম। অপটিকাল ইনস্ট্রুমেন্ট বা ইমেজিং স্পেকট্রোমিটার তৈরিতে তাঁর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে।

ভারতের মঙ্গলযাত্রার সূচনা হয় ২০০৮ সালেই। সেই সময় চন্দ্রযান ১ নিয়ে প্রস্তুতি চলছিল পুরোদমে। প্রথম চন্দ্রাভিযানের পরেই ইসরোর দ্বিতীয় মিশন যে মঙ্গল-অভিযান, সেটা ঘোষণা করেন ইসরোর তৎকালীন চেয়ারম্যান জি মাধবন নায়ার। ভারতে মঙ্গলযাত্রার নাম দেওয়া হয়েছিল 'মার্স অরবিটার মিশন' বা 'মম'। তারই পাঁচটি যন্ত্র মিথেন সেন্সর, মার্স কালার ক্যামেরা, লেম্যান অলফা ফোটোমিটার মার্স এক্সোফেরিক নিউট্রাল কম্পোজিসন অ্যানালাইজার, থার্মাল ইনফ্র্যারেড ইমেজিং স্পেকট্রোমিটার মঙ্গলের মাটির গঠন, চরিত্র, আবহাওয়ার প্রকৃতি, বাতাসে মিথেন গ্যাসের অস্তিত্ব, বায়ুমণ্ডলে অ-তরিদাহত কণার গবেষণা চালাচ্ছে। মঙ্গলযান 'মম' দেখিয়েছে, মঙ্গলে দিন-রাত আছে, ঋতু পরিবর্তন আছে, আছে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু, খুব উঁচু পাহাড় আছে, বিরাট আগ্নেয়গিরি আছে, বিশাল নদীখাতও আছে, যা একদা সেখানে জল থাকার প্রমাণ দেয়। এই মিথেন সেন্সর তৈরি করেছিল যে টিম তার মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন মৌমিতা। চন্দ্রযান-১ মিশনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। 'মঙ্গলযান' অভিযানে মৌমিতার অবদানের জন্য তাঁকে ইসরোর 'টিম অফ এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' দেওয়া হয়েছিল।

কর্মরত অবস্থায় বাবা-মায়ের মত্যু হলে পরিবারের সদস্যের চাকরির অধিকার নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কর্মরত অবস্থায় বাবা-মায়ের মৃত্যুর হলে ছেলে বা পরিবারের কারও চাকরি পাওয়া অধিকারের মধ্যে পড়ে না। একটি মামলায় রায় দিতে গিয়ে এমনটাই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। আদালতের মত, উপযুক্ত প্রয়োজন ছাড়া এই ধরনের চাকরি কমপ্যাশানেট অ্যাপয়েন্ট মেধা নষ্ট করে।

এদিকে এই কমপ্যাশানেট বিষয়ে একটি মামলা হাইকোর্টে উত্থাপিত হয়। মামলাকারী টার্জন ঘোষ তাঁর বাবার মৃত্যুর পর চাকরি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন। তবে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁর আর্জি খারিজ করে দেয়। সঙ্গে ডিভিশন বেঞ্চের তরফ থেকে এও জানানো হয়, এই চাকরি কোনও বংশগত অধিকার নয়। শুধু হাইকোর্ট নয়, এই ধরনের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টেরও মত, এই জাতীয় চাকরি আসলে সহানুভূতি।

প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালে মামলাকারী টার্জন ঘোষের বাবার মৃত্যু হয়। ২০০৯ সালে তিনি চাকরির জন্য কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেন। মামলাকারীর বাবার বয়স মৃত্যুর সময় ৫০ পার হয়ে গিয়েছিল। আইনত এক্ষেত্রে চাকরি দেওয়া যায় না। কারণ তাঁর উত্তরাধিকারীদের বয়স ততদিনে ১৮ হয়ে গিয়েছে। চাকরি খোঁজার ব্যাপারে তাঁরা স্বাবলম্বী। এছাড়াও আদালতের এও মনে হয়েছে, মৃতের স্ত্রী বা পরিবার দু'বছর কেন দেরি করলেন চাকরির আবেদন করতে? শুধু তাই নয়, মামলাকারী এবং তাঁর বোনের বয়স ততদিনে ১৮ পেরিয়ে গিয়েছে। ফলে এতদিনে তাঁরা চাকরি খোঁজার

জানাল কলকাতা হাইকোর্ট

ব্যাপারে সাবলম্বী হয়ে গিয়েছেন।

এদিকে কমপ্যাশানেট গ্রাউন্ডে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, মৃত্যুর ফলে পরিবারের কতটা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে প্রাথমিকভাবে তা দেখা উচিত। এমনকী, যিনি মারা গিয়েছেন তাঁর আয় পরিবারের আয়ের চল্লিশ শতাংশের কম কি না তাও দেখার কথা জানায় শীর্ষ আদালত। আর তাহলে ওই পরিবারের কেউ চাকরি পাবেন না, এমনটাই জানানো হয়েছিল শীর্ষ আদালতের তরফ থেকে। পাশাপাশি শীর্ষ আদালতের তরফ থেকে এও জানিয়ে দেওয়া হয়, এই চাকরি আসলে কোনও অধিকার নয়। এটা সহানুভূতি। সঙ্গে আদালত সূত্রে এ তথ্যও মিলেছে গত ২০১৭ সালে এমন ঘটনায় কয়েকশো মামলাকারী হাইকোর্টে মামলা করেন। ডিভিশন বেঞ্চে তাঁদের জয়ও হয়। এরপরই রাজ্য ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। সেই মামলায় জয় হয় রাজ্য সরকারের। কারণ শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ,পরিবারের আর্থিক ক্ষতি কতটা হচ্ছে তার ভিত্তিতেই বিচার্য হবে।

এখানে বলে রাখা শ্রেয়, কোনও সরকারি কর্মচারীর মৃত্যু হলে তাঁর উপর যাঁরা নির্ভর করেন অর্থাৎ শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যরাই এক বছরের মধ্যে আবেদন করতে পারেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে রাজ্য সিদ্ধান্ত নেয়। বিভিন্ন পেশা এবং কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারি দপ্তরের তরফ থেকে নিজেদের নিয়ম অনুযায়ী এই ব্যাপারে স্কিম রাখা হয়েছে।

রোগীমৃত্যুতে হেনস্থা চিকিৎসককে, পুলিশকে পদক্ষেপের নির্দেশ কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্তান জন্মের পর পরই মৃত্যু হয়েছিল তরুণীর। সেই ঘটনায় নাকাল করার অভিযোগ উঠেছে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও তাঁর পরিবারকে। দিনের পর দিন হেনস্থা হয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ চিকিৎসক। শনিবার এই মামলারই শুনানি ছিল বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে। এরপরই হাইকোর্ট পুলিশকে নির্দেশ দেয় চিকিৎসকের হেনস্থা আটকাতে রাজ্য পুলিশকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। পুলিশও আশ্বস্ত করেছে, এই চিকিৎসক যাতে কোনওভাবে আর নতুন করে সমস্যায় না পড়েন তা দেখা হবে।

ওই চিকিৎসকের দায়ের করা দু'টি অভিযোগের ভিত্তিতে এখনও পর্যন্ত দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। চার্জশিটও জমা দিয়েছে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে।

এদিকে সূত্রে খবর, সন্তানপ্রসবের পর ওই তরুণীর প্যানক্রিয়াসের জটিল সমস্যা ধরা পড়ে। এই রাজ্যের চিকিৎসায় কাজ না হওয়ায় দক্ষিণ ভারতে যান চিকিৎসার জন্য। তাতেও সুফল মেলেনি। এর কয়েকদিন পরই মৃত্যু হয় ওই তরুণীর। এই ঘটনায় তরুণীর পরিবারের রোষানলে পড়েন ওই স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ওই চিকিৎসক আদালতে জানান, রোগীর মৃত্যু হলেও সেই তরুণীর পরিবার চরমভাবে হেনস্থা করছে বহরমপুরের চিকিৎসক দীপায়ন তরফদারকে। মামলাকারী চিকিৎসকের দাবি, থানায় বা সংশ্লিষ্ট জায়গায় কোনওরকম অভিযোগ জানায়নি তরুণীর পরিবার। অথচ অনবরত তাঁকে নাকাল করে যাচ্ছে। এরই পাশাপাশি ওই চিকিৎসকের আইনজীবী আর্যক দত্ত এবং আইনজীবী অরিন্দম দাস এদিন আদালতে জানান, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ওই তরুণীর সন্তানের জন্মের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও অপারেশন করেছিলেন। কিন্তু প্যানক্রিয়াসের সমস্যা একেবারেই আলাদা চিকিৎসার বিষয়। অথচ সেই রোগে মৃত্যুর জন্য মৃতের পরিবার চিকিৎসকের বাড়িতে গিয়ে হামলা চালায়। ৩০ লক্ষ টাকা দাবিও করা হয়। শুধু তাই নয়, তাঁর কাছে রোজই থ্রেট কল আসছে বলেও জানান ওই স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ।

শুধু চিকিৎসককেই হেনস্থা করা হচ্ছে এমন নয়, পরিবারের লোকজনও চরম সমস্যায় পড়ছেন। পরিবারের লোকজন রাস্তায় বের হলে কুকথা শুনতে হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায়ও ওই চিকিৎসক সম্পর্কে নানারকম অসম্মানজনক কথাবার্তা প্রচার করা হচ্ছে। নিষ্কৃতি পেতে ওই চিকিৎসক ইতিমধ্যেই বহরমপুর থানায় দু'টি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অবশেষে তাঁর পক্ষেই নির্দেশ গেল হাইকোর্টের।

লিভার ও কিডনি, জোড়া অঙ্গ প্রতিস্থাপন করে নজির পিজির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একই শরীরে জোড়া অঙ্গ প্রতিস্থাপনে নজির গড়ল পিজি। সাড়ে সাত ঘণ্টা ধরে লিভার প্রতিস্থাপনের পর দু'ঘণ্টার মাথায় কিডনি প্রতিস্থাপন। চিকিৎসকের কথায় দীর্ঘ অ্যানাস্থেশিয়া এমনিতেই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, তার ওপর দুটো অঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিরাট ধকল!

বিহারের বছর ৩৪-এর অমিত কুমারের দু'টি কিডনি বিকল হয়ে গিয়েছিল আগেই। এরপর হেপাটাইটিস-সি সংক্রমণের জেরে লিভার সিরোসিসও হওয়ায় লিভারও অকেজো হয়ে পড়ে। দু'টি অঙ্গেরই প্রতিস্থাপন ছাড়া বাঁচানোর কোনও উপায় ছিল না অমিতকে। শুধু লিভার প্রতিস্থাপন করলে কিডনির অভাবে বা কেবল কিডনি প্রতিস্থাপন করলে লিভারের অভাবে তাঁর মৃত্যু হতে পারত।

অবশেষে বুধবার স্বরূপনগর গয়েশপুরের বাসিন্দা বছর আটচল্লিশের জগদীশ মণ্ডলের ব্রেন ডেথ হওয়ায় একইসঙ্গে মিলল দুই অঙ্গ। আর তার সফল প্রতিস্থাপনের সূত্রেই নজির গড়ল এসএসকেএম হাসপাতাল বা পিজি। শুক্রবার পূর্ব ভারতে এই প্রথম একই গ্রহীতার শরীরে কিডনি ও লিভার প্রতিস্থাপিত হল একসঙ্গে।

জানা গিয়েছে, কালীঘাট বাজারের কাছে রাস্তা পেরোতে গিয়ে মাথায় মারাত্মক আঘাত নিয়ে পিজি-র ট্রমাকেয়ার সেন্টারে সোমবার থেকে ভর্তি ছিলেন জগদীশ। বুধবার ব্রেন ডেথ ঘোষণা করতেই তাঁর পরিবার মরণোত্তর অঙ্গদানে সম্মতি দেয়। অন্যান্য অঙ্গের গ্রহীতা মেলার পাশাপাশি রোটো-র আধিকারিকরা দেখেন, বিহারের বাসিন্দা যুবকের কিডনির এইএলএ ম্যাচিং এবং লিভারের ব্লাড গ্রুপ ম্যাচিং- দুটো একেবারে যথাযথ। তার পরেই জোড়া প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া সম্পর্কে এসএসকেএমের হেপাটোলজি বিভাগের প্রধান চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরী জানান, 'এমন জোড়া প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রথমে লিভার ও পরে কিডনি প্রতিস্থাপনের অপারেশন করা হয়। তাতেও দীর্ঘক্ষণের অ্যানাস্থেশিয়ায় চ্যালেঞ্জ থাকে। বহু চেষ্টায় যে আমরা সেটা করতে পারলাম, তা একটা বিরাট ব্যাপার।'

এসএসকেএম সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল ৮টা নাগাদ শুরু হয়ে প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা ধরে চলে লিভার প্রতিস্থাপন। সেই অস্ত্রোপচার মিটে যাওয়ার পর বিকেল চারটে নাগাদ শুরু হয়ে ঘণ্টা দুয়েকের মাথায় শেষ হয় কিডনি প্রতিস্থাপন।

জানা গিয়েছে শৈশবেই কিডনির অসুখে আক্রান্ত হন বিহারের অমিত। ২০০৮ থেকে কলকাতায় চিকিৎসা চলছে তাঁর। বছর ছয়েক ধরে চলছে লাগাতার ডায়ালিসিস। দাদার সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার একটি ভাড়া বাড়িতে থাকছিলেন তিনি। বাবার দান করা কিডনি নিয়ে প্রতিস্থাপনের জন্য পিজিআই চণ্ডীগড়ে গিয়ে দেখা যায়, হেপাটাইটিস-সি সংক্রমণও রয়েছে তাঁর। সে যাত্রায় আর প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়নি। কলকাতায় ফিরে ডায়ালিসিসের সঙ্গেই শুরু হয় হেপাটাইটিস-সি সংক্রমণের চিকিৎসা। ২০২০-তে পেটে জল জমার পর বোঝা যায়, লিভারে তাঁর সিরোসিস হয়ে গিয়েছে। তার পর থেকেই প্রতিস্থাপনের জন্য লিভার ও কিডনির খোঁজ চলছিল।

এসএসকেএমের এই জোড়া অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্পর্কে রিজিওনাল অর্গান অ্যান্ড টিস্যু ট্রান্সপ্লান্ট অর্গানাইজেশন (রোটো)-এর কর্তারা জানান, গোটা দেশে একসঙ্গে জোড়া অঙ্গ প্রতিস্থাপনের নজির রয়েছে ২১টি। লাং-হার্ট, লিভার-প্যানক্রিয়াস ইত্যাদির মতো প্রতিস্থাপন ছিল সেগুলি। পিজি-তে এ দিন হলো দেশের ২২তম জোড়া প্রতিস্থাপন। এদিকে এসএসকেএম সূত্রে খবর, জগদীশের অন্য কিডনিটি পেয়েছেন এসএসকেএমেই চিকিৎসাধীন বছর ৩২-এর এক যুবক। মরণোত্তর হার্ট প্রতিস্থাপিত হয়েছে মেডিকায় চিকিৎসাধীন বছর ৪০-এর এক রোগীর বুকে। জগদীশের কর্নিয়া দু'টি ও ত্বকও সংগ্রহ করেছে এসএসকেএম।

সাংগঠনিক দুর্বলতা নিয়ে জেলা নেতাদের দুষছে আলিমুদ্দিন

সুবীর মুখোপাধ্যায়

কলকাতা: ধারাবাহিক আন্দোলন কর্মসূচি এবং সংগঠনের দুর্বল কার্যকারিতা নিয়ে ব্রাঞ্চ এবং এরিয়া কমিটির ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কর্তারা। গত একবছরে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। কিন্তু তারপরেও জনগণের মধ্যে প্রভাব ফেলতে খুব একটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেনি সিপিএমের এরিয়া এবং ব্রাঞ্চ কমিটি । আর এই পরিস্থিতির সুযোগ কাজে লাগাতে তৎপর হয়েছে গেরুয়াশিবির। কেন এই গা ছাড়া মনোভাবের কারণ জানতে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে জেলা কমিটিগুলির কাছ থেকে।

সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আরও ভালো ফলাফলের আশা করেছিলেন রাজ্য সিপিএম নেতারা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে দলের

আন্দোলন কর্মসূচি ঠিক মতো বাস্তবায়িত করা যায়নি। এমনকী বুথ কমিটি গঠনের প্রশ্নে খুব একটা সন্তোষজনক ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়নি। আর এই নিয়ে রাজ্য নেতৃত্ব দুষছে জেলা সম্পাদকদের। কারণ হিসাবে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের রাজ্য নেতারা মনে করছেন এটা সম্ভব হয়নি জেলা নেতাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন মনোভাবের জন্য।

দলীয় সূত্রে খবর, এই ধরনের রিপোর্ট নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে আলিমুদ্দিনের কর্তাদের।

সামনের বছরে লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে শাসক এবং বিরোধী শিবির একে অপরকে টেক্কা দিতে মরিয়া। আর সেই প্রেক্ষিতেই এই নির্বাচনের আগে দলের শাখা সংগঠনের এই দুর্বলতা কাটাতে এবার কড়া পদক্ষেপ নেবার কথা ভাবছে দলের শীর্ষ নেতারা। প্রয়োজনে এরিয়া এবং ব্রাঞ্চ কমিটি ভেঙে নতুন করে কিছু করা যায় কিনা, সেটা ঠিক করতে জেলা কমিটির নেতাদের চিন্তা ভাবনা শুরু করতে বলা হয়েছে।

সিপিএম সূত্রে খবর, সম্পাদকমন্ডলী এবং রাজ্য কমিটির বৈঠকে সমস্ত জেলার এরিয়া এবং ব্রাঞ্চ কমিটির সদস্যদের পারফর্মেন্স নিয়ে পর্যালোচনা করতে সকলকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল । কিন্তু অধিকাংশ জেলা কমিটির নেতারা সঠিক সময়ে আসতে পারেননি। নিজেদের এলাকার সাংগঠনিক রিপোর্ট সকলকে নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। আর এই বৈঠকেই ব্রাঞ্চ এবং এরিয়া কমিটি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন দলের একাধিক শীর্ষ নেতারা। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের শীর্ষ নেতাদের মন্তব্য এরিয়া এবং ব্রাঞ্চ কমিটির আন্দোলন কর্মসূচি এবং বুথ কমিটিগুলির দুর্বলতা নিয়ে জেলা সম্পাদকরা তাঁদের দায় এড়াতে পারে না। আর তাই লোকসভা নির্বাচনের আগে দলের সদস্যদের গুণগত মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন। না হলে আগামী দিনে দলকে এ ব্যাপারে মাসুল গুনতে হবে বলে আলিমুদ্দিনের শীর্ষ কর্তাদের ধারণা।

সম্পাদকীয়

কোনওভাবেই যে আর পৌঁছানো যাচ্ছে না.....

আসলে অঙ্কটা খুব পরিষ্কার... কালীঘাট বা ক্যামাক স্ট্রিট পর্যন্ত পৌঁছনোর পথ কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। দলের কোনও নেতা-মন্ত্রীকে দিয়ে যদি একবার কিছু স্বীকার করিয়ে নেওয়া যায়, তাহলেই কেল্লাফতে। যদি না হয়? তাহলেও খুব লস নেই। একটা হিড়িক তো তুলে দেওয়া গেল! ট্রামে, বাসে, চায়ের দোকানে সবাই এখন দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করছে। যত এই চর্চা বাড়ছে, ততই তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে এজেন্সি এবং বিজেপির হল্লা... দুর্নীতি, অনিয়ম, চুরি। যদি এভাবে কিছু ভোটও তৃণমূলের দিক থেকে ঘুরে যায়, সেটাই লাভ। কাজেই আপাতত হাঁকডাক চলবে। পুজো পর্যন্ত তো বটেই। উৎসবের মরশুম এসে গেলে বাঙালির আর এসবে মন থাকবে না। তখন কিছুদিনের জন্য সব চুপ হয়ে যাবে। মঞ্চ আবার আলোকিত হবে ভোটের ঢাকে কাঠি পড়লে। ফর্মুলাটা বড্ড চেনা হয়ে যাচ্ছে না? এজেন্সির কিন্তু একটু ভাবা উচিত। ভাবা উচিত বিজেপিরও। ওই যে ভদ্রলোক, কথায় কথায় বাড়িতে রেইড করিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে থাকেন, তাঁকেও একটু সতর্ক হতে হবে। আপনি তো আর হরিশ্চন্দ্র নন... সততার প্রতিমূর্তি, গায়ে এতটুকু কালি নেই! যে দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের আপনি ভুলিয়ে ভালিয়ে রেখেছেন, তাঁরাই যদি আজ বাদে কাল বিগড়ে যান, এর থেকেও অনেক কঠিন পরিস্থিতি আপনার হবে। আপনার কথামতো তাঁরা এখন ভাবছেন, বাংলাতেও একজন একনাথ সিন্ধে পাওয়া যাবে। সত্যিই কি তাই? বাংলায় দুর্নীতির খোঁজখবর যে মিলছে, সে ব্যাপারে কোনও সংশয় নেই। তারপরও কিন্তু এ রাজ্যে একনাথ সিন্ধে পাওয়া যাবে না। কারণ, সংখ্যা। কতজন বিধায়ক ভাঙিয়ে আনতে পারবে বিজেপি? ৩০? ৫০? ৬০? তারপরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে। মাঝখান থেকে ওয়াশিং মেশিনে ঢুকে সাফসুতরো হয়ে যাওয়ার আশায় থাকা বেনোজল পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেটাই তৃণমূলের লাভ। আর সবচেয়ে বড় কথা, তৃণমূল কংগ্রেসের যত সাংসদ-বিধায়ক আছেন, তাঁরা প্রত্যেকে জানেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামক ছাতাটা মাথার উপর থেকে উঠে গেলে একটি আসনও তাঁরা নিজেদের ক্যারিশমায় জিততে পারবেন না। আর বিজেপির বিশ্বাসযোগ্য মুখ? সত্যিই কি এমন কেউ আছে, যাঁকে বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে দেখতে চাইবেন। দূর দূর পর্যন্ত সেই সম্ভাবনা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। আর এখানেই একনাথ সিন্ধের সঙ্গে ভাস্কর রাওয়ের অমিল। নাদেন্দলা ভাস্কর রাও ডুগডুগি প্রচুর বাজিয়েছিলেন। কিন্তু সংখ্যা জোগাড় করতে পারেননি। সেটা ছিল এনটিআরের হাতে। এই বাংলাতেও কিন্তু বিজেপি প্রয়োজনীয় সংখ্যা জোগাড় করতে পারবে না। আর সরকার ভেঙে দিয়ে ভোটে গেলে? সেটা গেরুয়া শিবিরের জন্য ডেকে আনবে আরও বড় বিপদ। শুধুমাত্র সিম্প্যাথি ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগের সব রেকর্ড ভেঙে দেবেন। দিল্লির দরবারের হর্তাকর্তাবিধাতাদের তাই প্রাথমিক লক্ষ্য, তৃণমূল দলটাকে হেনস্তা করে যাও। কিছু প্রমাণ হোক না হোক... চালিয়ে যাও প্রচার। বদনাম করো। ১০টা না হোক, একটা হলেও তো ভোট অন্যদিকে যাবে! মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও তো প্রভাব পড়বে! সেটাই যে বাংলায় বিজেপির এখন মূল লক্ষ্য। সেভাবেই সব চলছে।

জন্মদিন

আজকের দিন

নেহা ধুপিয়া

১৮৫৯ বিশিষ্ট শিল্পপতি দোরাবজি টাটার জন্মদিন।
১৯২৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অজয় মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।
১৯৭২ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নেহা ধুপিয়ার জন্মদিন।

মণিপুর নৃপদুহিতা তোমারে চিনি, তাপসিনী

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিনতেন তাঁর কল্পলোকের কাব্যে। তাই নতুন ভাবে মানসপটে চিত্রাঙ্গদাকে এঁকেছেন, সেই কারণেই ব্যাসদেবের চিত্রাঙ্গদা আর রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা এক নয়। আর চিনতেন বলেই ১৮৯২ সালে অর্জুন ও মণিপুর-দুহিতার প্রেমকাহিনী তাঁর কাব্যে 'চিত্রাঙ্গদা' রূপে ধরা দিয়েছিল। ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ আজ বেঁচে নেই! এতদিন ধরে যে ভয়ানক হিংসা চলছিল মণিপুরে, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে তা তাঁকে কত গভীর ভাবে আহত করত, তা আন্দাজ করা কঠিন নয়। কাব্যের সেই স্মৃতিবিজরিত স্থানকে দর্শন করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ এর নভেম্বর মাসে মণিপুর যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। এ প্রসঙ্গে ১৩ কার্তিক [বৃহ 30 Oct 1919] এক চিঠিতে প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন, 'কাল আমি শিলঙ ছেড়ে গৌহাটি যাব - তার পরে সেখান থেকে আমাদের মণিপুরে যাবার কথা চলচে। তাহলে আরো দিন দশেক পরে আমরা ফিরবদ।...'

প্রকৃতপক্ষে মণিপুর যাবার পরিকল্পনা তাঁরা নিজেরাই করেছিলেন আহ্বান আসছিল শ্রীহট্ট [সিলেট] থেকে। সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ 'শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লিখেছেন, রবীন্দ্র-ভক্ত তাঁর পিতা গোবিন্দনারায়ণ সিংহ সিলেটের ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে টেলিগ্রাম করলে দীর্ঘ ক্লান্তিকর যাত্রাপথের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রথমে আসতে চাননি। গোবিন্দনারায়ণ তাতে নিরস্ত্র না হয়ে 'আঞ্জুমান ইসলাম', 'মহিলা সমিতি' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানালে অগত্যা তিনি রাজি হন। তখন শিলঙ-সিলেট মোটরপথ নির্মিত হয়নি, চেরাপুঞ্জি পর্যন্ত গাড়িতে এসে খাসিয়া কুলিদের পিঠে-বাঁধা চেয়ারে বসে সিলেটে আসতে হত। কিন্তু এরকম ভ্রমণ তাঁর পছন্দ না হওয়ায় গৌহাটি হয়ে রেলপথে সিলেটে আসার পথই তিনি বেছে নেন।

১৯ কার্তিক [বুধবার 5 Nov] সকালে সিলেট স্টেশনে রবীন্দ্রনাথ পদার্পন করলে বাজি পুড়িয়ে ও সমবেত জনতার হর্ষধ্বনিতে তাঁকে স্বাগত জানান হয়। তাঁকে অভ্যর্থনা করতে সিলেটের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সিলেটে উপস্থিত ছিলেন। সুসজ্জিত বোটে রবীন্দ্রনাথ এবং বজরায় রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী সুরমা নদী পার হয়ে চাঁদনী ঘাটে উপস্থিত হন। চাঁদনী ঘাট পত্র-পুস্প-পতাকা মঙ্গলঘটে সুসজ্জিত, ঘাটের সবগুলো সিঁড়ি লাল শালুতে মোড়া'।

মৌলবী আবদুল করিম [1863-1943]-কে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি সুসজ্জিত ফিটনে ওঠেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা তখন গাড়ির ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরাই গাড়ি টানতে শুরু করে। ব্যাপারটি জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করলেও ছাত্রেরা উৎসাহের আতিশয্যে তাতে কর্ণপাত করেনি। শহরের উত্তর-পূর্বাংশে একটি ছোটো টিলার উপর পাদরী টমাস সাহেব তাঁর বাংলোর পাশের বাড়িটি রবীন্দ্রনাথের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেখানে প্রাচ্যরীতিতে শঙ্খধ্বনীর সঙ্গে মালাচন্দন দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হয়।

সন্ধ্যা সাতটায় শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করেন। সমাজের সম্পাদকের অনুরোধে তিনি প্রথমেই 'বীণা বাজাও হে মম অন্তরে' গানটি গেয়ে শোনান।

6 Nov 1919 [20 কার্তিক] দুপুরে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক নলিনীমোহন শাস্ত্রীর আমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতে যান। বেলা দুটোর সময় ব্রাহ্মসমাজ গৃহে মহিলা সমিতি তাঁকে অভিনন্দিত করেন। ১৬ অগ্র তত্ত্ব-কৌমুদিতে লেখা হয় 'শ্রীহট্ট মহিলাগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা নলিনীবালা চৌধুরী একটি অভিনন্দন পাঠ করেন। একটি সুন্দর রৌপ্যাধারে অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়'। রবীন্দ্রনাথ ধন্যবাদ জানিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

সুধীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ লিখছেন, 'বাংলোর বহির্দ্বারে টাঙানো ছিল মণিপুরিদের তৈরি প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো একখানা আচ্ছাদন বস্ত্র। স্থানান্তর থেকে পর্দাখানা আনীত হয়েছিল। ঐ আচ্ছাদন-বস্ত্রে মণিপুরিদের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে কবি মুগ্ধ হলেন। ইচ্ছে হলে পর্দাটি শান্তিনিকেতনের জন্য নিয়ে যেতে পারেন একথা বলায় কবি বললেন, 'এ যে দিনে দুপুরে ডাকাতি।'

মণিপুরীদের বস্ত্রবয়ন-নৈপুণ্য দেখে মণিপুরী তাঁত ও তাদের জীবনযাত্রা দেখার জন্য তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল। তাই মণিপুরী পল্লী দেখার উদ্দেশ্যে তিনি মাছিমপুর পরিদর্শনে যান। কলানিপুণ মণিপুরীরা পল্লীর প্রবেশপথে সারিদিয়ে কলাগাছ পুঁতে কাগজ-কাটা ফুল-লতা-পাতা দিয়ে একটি সুন্দর তোরণ নির্মাণ করেছিল। মণিপুরী মেয়েদের তাঁতে-বোনা কাপড় দেখে পছন্দ হওয়ায় তিনি কিছু কাপড় কিনে আনেন। মণিপুরী ছেলেদের রাখাল নৃত্য দেখার পর মেয়েদের নাচ রাত্রে দেখবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিকেল তিনটের সময় তিনি বাংলোয় ফিরে আসেন।

রাত্রে তাঁর বাসস্থানে মণিপুরী বালক-বালিকারা তাঁকে মণিপুরী জাতীয় নৃত্য দেখিয়ে মুগ্ধ করে। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের নৃত্যকলায় মণিপুরী নৃত্য-ভঙ্গি যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিল, এই মুগ্ধতা থেকেই তার সূত্রপাত।

এই একদিনের একটি ঘটনা কবির জীবনে কীরকম প্রভাব ফেলেছিল তার প্রমাণ সিলেট থেকে ফিরেই তিনি শান্তিনিকেতনের পাঠ্যতালিকায় মণিপুরি নৃত্য প্রচলন করেছিলেন। সিলেট ভ্রমণ শেষে ত্রিপুরার মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোরের আমন্ত্রণে কবি আগরতলায় আসেন, ৯ নভেম্বর। ত্রিপুরা থেকে একজন অভিজ্ঞ মণিপুরি নৃত্যগুরুকে শান্তিনিকেতনে পাঠাবার জন্য কবি মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোরকে অনুরোধ করেন। মহারাজাও কালবিলম্ব না করে নৃত্য ও মৃদঙ্গ বাদনপটু, বিচক্ষণ কারুশিল্পী ও যন্ত্রবিদ রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দেন। এ বিষয়ে শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন, 'মহারাজাকে অনুরোধ করেছিলেন শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষার জন্য একজন মণিপুরি নর্তককে দেয়ার জন্য। মহারাজা প্রস্তাবে উৎসাহিত হয়ে তাঁর দরবার থেকে নর্তক বুদ্ধিমন্ত সিংহকে পাঠালেন, মাঘ মাসের প্রথম দিকে।'

অনেকদিন পরে চত্রন্ন-১৯৩৭-এ বোম্বাইয়ের Excelsior Theatre-এ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার অভিনয় উপলক্ষে যে পুস্তিকা প্রচারিত হয়, তাতে সঙ্গীত ভবনের পরিচিতি দিতে গিয়ে যা লেখা হয় সেটি বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য,

Saved by a chain of difficult range of hills from the puritanical atmosphere of the Bengali Society– dancing existed in its pure pristine glory in the native state of Manipur to the east of Bengal Rabindranath in his visit to Sylhet in 1917 [1919] had the occasion to see an exhibition of Manipuri dancing. He was charmed with the lyrical quality of these dances and a complete absence of any gross sensuousness in these rhythmic forms. He knew his chance had come and he brought along with him two Manipuri dancing teachers for his school.

এইসব ঘটনার বহুবছর আগে ১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্য, যা আগেই উল্লেখ করেছি। যার বিষয়বস্তু ছিল মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রণয়োপাখ্যান। কিন্তু মহাভারতে যেভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে রবীন্দ্রনাথ সেই কাহিনীর মধ্যে রূপান্তর ঘটিয়েছেন।

মহাভারতের কাহিনীতে আছে, নারদের উপদেশ অনুসারে পাণ্ডবরা দ্রৌপদী সম্পর্কে দাম্পত্য নিয়ম বন্ধন করেন, দ্রৌপদী এক এক ভ্রাতার কাছে এক বছর এক কাল থাকবেন, সেই সময় অন্য কোনো ভ্রাতা সেই গৃহে প্রবেশ করতে পারবেন না। যিনি এই নিয়ম লঙ্ঘন করবেন, তাকে বারো বছরের জন্য বনবাস যেতে হবে।

একদিন কয়েক জন ব্রাহ্মণ ইন্দ্রপ্রস্থে এসে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, নীচাশয় নৃশংস লোকে আমাদের গোধন হরণ করছে। যে রাজা শস্যাদির ষষ্ঠ ভাগ কর নেন অথচ প্রজাদের রক্ষা করেন না তাঁকে লোকে পাপাচারী বলে। ব্রাহ্মণের ধন চোরে নিয়ে যাচ্ছে, তার প্রতিকার কর। অর্জুন ব্রাহ্মণদের আশ্বাস দিয়ে অস্ত্র আনতে গেলেন, কিন্তু যে গৃহে অস্ত্র ছিল সেই গৃহেই তখন দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠির বাস করছিলেন। অর্জুন সমস্যায় পড়ে ভাবলেন, যদি ব্রাহ্মণের ধনরক্ষা না করি তবে রাজা যুধিষ্ঠিরের মহা অধর্ম হবে, আর যদি নিয়মভঙ্গ করে তার ঘরে যাই তবে আমাকে বনবাসে যেতে হবে। যাই হ'ক আমি ধর্ম পালন করব। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের ঘরে গেলেন এবং তার সম্মতিক্রমে ধনুর্বাণ নিয়ে ব্রাহ্মণদের কাছে এসে বললেন, শীঘ্র চলুন, চোরেরা দূরে যাবার আগেই তাদের ধরতে হবে।

অর্জুন রথারোহণে যাত্রা করে চোরদের শাস্তি দিয়ে গোধন উদ্ধার করে ব্রাহ্মণদের দিলেন এবং ফিরে এসে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমি নিয়ম লঙ্ঘন করেছি, আজ্ঞা দিন, প্রায়শ্চিত্তের জন্য বনে যাব। যুধিষ্ঠির কাতর হয়ে বললেন, তুমি আমার ঘরে এসেছিলে সেজন্য আমি অসন্তুষ্ট হইনি, জ্যেষ্ঠের ঘরে কনিষ্ঠ এলে দোষ হয় না, তার বিপরীত হলেই দোষ হয়। অর্জুন বললেন, আপনার মুখেই শুনেছি;ধর্মাচরণে ছল করবে না। আমি আয়ুধ স্পর্শ করে বলছি, সত্য থেকে বিচলিত হব না। তার পর যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা নিয়ে অর্জুন বারো বৎসরের জন্য বনে গেলেন, অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভিক্ষু পুরাণপাঠক প্রভৃতিও তার অনুগমন করলেন।

বহু দেশ ভ্রমণ করে অর্জুন গঙ্গাদ্বারে এসে সেখানে বাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি স্নানের জন্য গঙ্গায় নামলে নাগরাজকন্যা উলূপী তাকে টেনে নিয়ে গেলেন। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে উলূপী বললেন, আমি ঐরাবত-কুলজাত কৌরব্য নামক নাগের কন্যা, আপনি আমাকে ভজনা করুন। আপনার ব্রহ্মচর্যের যে নিয়ম আছে তা কেবল দ্রৌপদীর সম্বন্ধে। আমার অনুরোধ রাখলে আপনার ধর্ম নষ্ট হবে না, কিন্তু আমার প্রাণরক্ষা হবে। অর্জুন উলূপীর প্রার্থনা পূরণ করলেন। উলূপী তাকে বর দিলেন, আপনি জলে অজেয় হবেন, সকল জলচর আপনার বশ হবে।

উলূপীর কাছে বিদায় নিয়ে অর্জুন নানা তীর্থ পর্যটন করলেন, তার পর মহেন্দ্র পর্বত দেখে সমুদ্রতীর দিয়ে মণিপুরে এলেন। সেখানকার রাজা চিত্রবাহনের সুন্দরী কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে অর্জুন তাঁর পাণিপ্রার্থী হলেন। রাজা অর্জুনের পরিচয় নিয়ে বললেন, আমাদের বংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পুত্রের জন্য তপস্যা করলে মহাদেব তাকে বর দিলেন, তোমার বংশে প্রতি পুরুষের একটিমাত্র সন্তান হবে। আমার পূর্বপুরুষদের পুত্রই হয়েছিল, কিন্তু আমার কন্যা হয়েছে, তাকেই আমি পুত্র গণ্য করি। তার গর্ভজাত পুত্র আমার বংশধর হবে;এই প্রতিজ্ঞা যদি কর তবে আমার কন্যাকে বিবাহ করতে পার। অর্জুন*সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করে চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করলেন এবং মণিপুরে তিন বৎসর বাস করলেন। তার পর পুত্র হলে। চিত্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গন করে পুনর্বার ভ্রমণ করতে গেলেন।

চিত্রাঙ্গদা ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া জাতি — প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি মণিপুরে তিন গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের বাস বিষ্ণুপ্রিয়া, মৈতৈ, পাঙান আর কুকি। মেইতেই আর কুকিদের মধ্যে যে তীব্র সংঘাত দেখছে আজকের মণিপুর, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে তার নজির বেশি নেই। ১৯৪৯ সালে মণিপুর রাজত্ব স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে যোগ দেওয়ার পরে এই প্রথম এমন হিংস্র আক্রমণের ঘটনা দেখা গেল। কয়েক দিনের হিংসায় অন্তত পঁয়ষট্টি জন প্রাণ হারিয়েছেন, তার প্রায় দ্বিগুণ মানুষ আহত হয়েছেন। ঘর পুড়েছে, গাড়ি জ্বলেছে, চার্চ আর মন্দিরে আগুন ধরানো হয়েছে। ইম্ফল উপত্যকার বাসিন্দা মেইতেই, আর পাহাড়ে বাসরত কুকি জনজাতিদের সম্পর্ক বরাবরই ছিল ভঙ্গুর, সমস্যাসঙ্কুল।

গন্ধর্বদের রাজত্বকালে মহাভারত-খ্যাত পঞ্চপাণ্ডবদের তৃতীয় ভ্রাতা অর্জুন মণিপুর রাজ্যে পরিভ্রমণে গিয়ে গন্ধর্ব রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। অর্জুনের সঙ্গে ক্ষত্রিয় যোদ্ধা যারা মণিপুর গিয়েছিল, তাদের অনেকে গন্ধর্ব কন্যাদের বিয়ে করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার একমাত্র ঔরসজাত সন্তান বভ্রুবাহন মণিপুরের সিংহাসনে অধিপতি হন। মণিপুরে গন্ধর্বদের পরে আর্য-ক্ষত্রিয়দের শাসন শুরু হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে রাজা বভ্রুবাহন সেই যজ্ঞে যোগদান করতে মিথিলার রাজধানী হস্তিনায় গমন করেন। যজ্ঞশেষে মণিপুরে ফেরার সময় বভ্রুবাহন হস্তিনার বিষ্ণুপ্রিয়া মন্দিরস্থ অনন্তশায়ী সুবর্ণ ও বিশাল বিষ্ণুমূর্তি সঙ্গে নিয়ে আসেন। বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপনের পর থেকে মণিপুরের রাজধানী 'বিষ্ণুপুর' নামে পরিচিতি লাভ করতে থাকে। অর্জুনের বংশধর ক্ষত্রিয় বংশী এবং বিষ্ণুর উপাসক বলে তাদেরকে 'বিষ্ণুপ্রিয়া' বলা হয়।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য। ১৯৩৬ সালে কলকাতায় অভিনয়ের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত এই নৃত্যনাট্যটির সঙ্গে ১৮৯২ সালে রচিত চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু ও তত্ত্ব এক ও ভিন্ন। মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রণয়োপাখ্যান অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এই নৃত্যনাট্যের নাট্যবস্তু।

রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য তৈরি করার সময় লিখেছিলেন — 'অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্রমাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে; তখন পল্লীপ্রাঙ্গনে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতির তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্ভ ফলসম্ভারে। সেইসঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষনিক মোহ-বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিনামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনই মনে এল, সেইসঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যায় পান্ডুয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।'

রবীন্দ্রনাথ শুরু করলেন এভাবে, মণিপুর রাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তৎসত্ত্বেও যখন রাজকুলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হল তখন রাজা তাঁকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা, শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজদণ্ডনীতি। অর্জুন দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করে ভ্রমণ করতে করতে এসেছেন মণিপুরে। তখন এই নাটকের আখ্যান আরম্ভ।

নৃত্যনাট্যের মূল আখ্যানটি নিম্নরূপ এক দিন পুরুষবেশী চিত্রাঙ্গদা সখিদের নিয়ে শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। অরণ্যের গভীরে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। অর্জুনের সম্মুখে বীরত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে চিত্রাঙ্গদা তাঁকে আহ্বান করলেন যুদ্ধে। কিন্তু অর্জুন সকৌতুকে অবজ্ঞা করলেন তাঁকে। এদিকে চিত্রাঙ্গদার মনও উদ্বেলিত হল কাঙ্ক্ষিত বীর অর্জুনের প্রতি। পরদিন চিত্রাঙ্গদা তাঁকে 'হৃদয় মন প্রাণ' নিবেদন করতে গেলেন। কিন্তু অর্জুন তাঁর ব্রহ্মচর্য ব্রতের দোহাই দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। নিদারুণ দুঃখে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের হৃদয় হরণ করার জন্য মদনের আরাধনা করলেন। অবশেষে মদন এক বছরের জন্য চিত্রাঙ্গদাকে অপরূপা লাবণ্যময়ী রূপ দান করলেন।

এবার সুরূপা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রেম নিবেদন করেন অর্জুন। চিত্রাঙ্গদার মনে তাঁর মায়ালব্ধ সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়িত্বের কথা চিন্তা করে সৃষ্টি হয় এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব। অর্জুনকে সতর্ক করে তিনি বলেন

...কিন্তু মনে রেখো,
কিংশুকদলের প্রান্তে এই-যে দুলিছে
একটু শিশির; তুমি যারে করিছ কামনা
সে এমনি শিশিরের কণা
নিমেষের সোহাগিনী

কিন্তু অর্জুন তাঁর সর্বস্ব সমর্পণ করেন সেই 'মিথ্যার পায়ে'।

এদিকে চিত্রাঙ্গদার অনুপস্থিতিতে মণিপুরে দস্যুরা হানা দিল। গ্রামবাসীরা তাঁদের রাজকুমারীর নামে একজোট হয়ে চলেছে দস্যুদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। তাঁদের রণহুঙ্কার শুনে প্রশ্ন করে অর্জুন জানলেন, রাজ্যের রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা স্নেহবলে মাতা ও বাহুবলে রাজা। কিন্তু তিনি 'গোপন ব্রতচারিণী'; তাই তাঁদেরই আত্মরক্ষায় অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে। 'ক্ষত্রিয় বাহুর ভীষণ শোভা' সেই চিত্রাঙ্গদাকে দেখতে উদ্বেলিত হলেন অর্জুন। সুরূপা-ছদ্মবেশী চিত্রাঙ্গদা প্রকৃত রাজকুমারীর রূপের দৈন্যের কথা উল্লেখ করলেও অর্জুন কর্ণপাত করলেন না তাতে। চিত্রাঙ্গদা পুনরায় ফিরে এলেন মদনের কাছে। অনুরোধ করলেন দেবতার বর ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য। মদনও ইচ্ছা পূরণ করলেন তাঁর।

পরদিন চিত্রাঙ্গদা স্বরূপে উপস্থিত হলেন অর্জুনের সম্মুখে। সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করলেন

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি।
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।...

এভাবে অর্জুনও ধন্য হলেন চিত্রাঙ্গদাকে পেয়ে।

অতঃপর সেই মণিপুরী নাচের শিক্ষক রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহকে পেয়ে ও তাঁর মণিপুরী নৃত্য-শিক্ষার দৌলতে রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেন। ১৯৩৬ সালের মার্চে কলকাতার নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে*এটি প্রথম অভিনীত হয়।

এ ছাড়া 'শাপমোচন', 'ঋতুরঙ্গ', 'চণ্ডলিকা', 'মায়ার খেলা' ইত্যাদি নাটকগুলোতেও মণিপুরি নৃত্যের সংযোজন করেন। ১৭ জুন, ১৯৩৬ সালে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে নলিনীকুমার ভদ্র কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে সিলেটে মণিপুরি নাচ দেখার অনুভূতির কথা তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছেন; 'তুমি তো সিলেট থেকে আসছ। চৌদ্দ-পনেরো বছর আগে যখন সিলেটে যাই তখন দেখেছিলাম মণিপুরি নাচ। সে নাচ আমার মনকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সুদূর কল্পলোকে, মনে জেগেছিল নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনা, সে যেন আমার মনকে পেয়ে বসেছিল। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের মণিপুরি নাচ শেখাবার উদ্দেশ্যে ১৩২৬ থেকে ১৩৩৬ সন এই দশ বছরের মধ্যে তিন তিনবারে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ছয়জন মণিপুরি নৃত্য শিক্ষককে আনিয়েছি শান্তিনিকেতনে। সম্প্রতি আছেন মণিপুরি নৃত্যশিক্ষক নবকুমার। 'নটরাজ' অভিনয়ে প্রথম সংযোজন করে একটু অদলবদল করে মণিপুরি নাচ। মণিপুরি নৃত্যকেই ভিত্তি করে নাট্যগুলোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। নৃত্যনাট্যে যে বিশেষ রস সৃষ্টি করতে চাই তার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হচ্ছে মণিপুরি নাচ'। কবিগুরুর মাধ্যমেই বিশ্বের দরবারে আজ মণিপুরের মেয়েদের রাসনৃত্য স্থান লাভ করেছে।

ঋণ: মহাভারত, রাজশেখর বসু।
রবিজীবনী, প্রশান্তকুমার পাল।

পুস্তক পরিচয়

আধ্যাত্মিক চেতনা উন্মেষকারী শ্রীশ্রীপরাঙ্কুশ স্মৃতি

সত্যব্রত কবিরাজ

শ্রীশ্রীপরাঙ্কুশ স্মৃতি গ্রন্থের পরতে পরতে রয়েছে শ্রীশ্রী সীতারামদাসজির পুণ্যলীলার পূত ভাববিনিময়ের এক অপূর্ব অধ্যায়। সীতারামজি তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে যে কয়জনকে নাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়েগেলেন তাঁদের অন্যতম প্রধান ধারকরূপে চিন্তাহরণ ঘোষালকে তিনি বেছে নেন। বর্ধমানের রায়নার অন্তর্গত গুনাড় গ্রাম মামার বাড়ি আর বালিডাঙ্গা তার পিতৃভূমি। চিন্তাহরণের বংশ ভূকৈলাশ বংশ বলে পরিচিত ছিল। চিন্তাহরণ ঘোষাল পরবর্তীতে সীতারামজির সান্নিধ্যে এসে ত্রিদণ্ডিস্বামী পরাঙ্কুশ রামানুজ নামে পরিচিত হন। পিতা রুক্মিণীপ্রসাদ ও মাতা লীলাবতীর সন্তান হিসেবে চিন্তাহরণ পিতামাতার ধর্মপরায়নতার সবগুণই পেয়েছিলেন। চিন্তাহরণের ডাক নাম ছিল ধেনু। রুক্মিণীপ্রসাদ ঘোষালও সীতারামজির একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। চিন্তাহরণের সঙ্গে সীতারামজির প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে ১৩৪৭ বছরের জগধাত্রী পুজোর দিন রামানন্দ মঠে। সীতারামজির কোলেপীঠে তিনি সাধকের অতিন্দ্রিয় অনুভূতির আস্বাদ পেয়েছেন মাত্র ন' বছর বয়সেই। এসময়েই সীতারামজি চিন্তাহরণকে হাওড়ার ডুমুরদহে পাঠিয়ে দেন। গুরুপুত্র রঘুনাথদেব তাঁকে নিয়ে ব্রজনাথ বাড়িতে পৌঁছন। শ্রীরামাশ্রমে ২ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১৩৫০ বঙ্গাব্দে একাদশী তিথিতে তাঁর উপনয়ন সম্পন্ন হল। সন্ধ্যা আহ্নিকের পাঠ গ্রহণের পর শ্রীরঘুনাথদেবের ব্যবস্থাপনায় নবদ্বীপ যোগতলায় তাঁর সঙ্গী হয়ে গুরুকুলের আদর্শে ছাত্রজীবনের সূচনা হয়। সীতারামজিই তাঁর শিক্ষার এমন ব্যবস্থার নিদান দেন। আচার্য বিমলকৃষ্ণ বিদ্যারত্নের তত্ত্বাবধানে চিন্তাহরণ শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য আধ্যাত্মিক ধর্মাচরণের সকল ক্রিয়াকৌশল আয়ত্ব করতে লাগলেন। আচর্য বিমলকৃষ্ণের শিক্ষার্থীরূপে চিন্তাহরণ ডুমুরদহে আসেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে রামানন্দ মঠের পূর্ণদায়িত্বের গুরুভার তাঁর উপর এসে পড়ে। ১৩৫৮ সালের ১৭ পৌষ বুধবার রাত দেড়টার সময় মাতা লীলাবতীর জীবনাবসান হয়। ১৩৫৫ সালের ভাদ্র মাস থেকে মঠের পত্রিকা 'দেবযান' প্রকাশ শুরু হয়। পত্রিকার যাবতীয় লেখা পত্রাদি নানা স্থান থেকে সংগ্রহ এবং আদান প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয় চিন্তাহরণকে। এজন্য চিন্তাহরণকে প্রায়ই দিগসুই থেকে হাঁটা পথে গোপালপুর হয়ে ডুমুরদহে আসতে হত। এই স্মৃতি তিনি বারবার রোমন্থন করতে ভালবাসতেন এমন কথা তাঁর প্রতিটি ভক্তর লেখায় পাওয়া যাচ্ছে। এসময় ১৩৬২ সালের ২ ফাল্গুন শনিবার মাঘীপূর্ণিমার রাতে পিতা (রুক্মিণীপ্রসাদ) সন্ন্যাস নাম মুক্তানন্দজির জীবনাবসান ঘটে। পরের বছরই ১৩৬৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে নর্মদার তটে ওঙ্কারেশ্বর মঠে সীতারামজি তাঁর বিশেষ দায়িত্ব প্রদানের জন্য চিহ্নিত করেন। এরপর তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী পরাঙ্কুশ রামানুজ নাম ধারণ করে গুরুনির্দেশিত পথে অসংখ্য ভক্তশিষ্যকে সৎচিন্তার পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছেন। ১৪১৮ সালের ৩০ আষাঢ় (ইং ১৫ জুলাই ২০১১) তারিখে গুরুপূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে দুপুর ২ টায় ওঙ্কার সেবক সঙঘ এর সঙ্ঘাধীশ ত্রিদণ্ডিস্বামী পরাঙ্কুশ রামানুজ সীতারামলোকে লীন হন। পরাঙ্কুশ রামানুজ স্বামীর সান্নিধ্যে আসা ভক্তজন তাদের বিভিন্ন সময়ের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে এই গ্রন্থে নানান অলৌকিক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। যা ভক্তজীবনের পাথেয় হিসেবে চির জাগরুক রয়েছে তাদের চেতনায় এবং আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে দিশা দেখাচ্ছে।

শ্রীশ্রীপরাঙ্কুশ স্মৃতি
প্রকাশক শ্রীসনাতন (আশীষ চ্যাটার্জি), হুগলি
মূল্য : ৪৫০ টাকা।

মিজোরাম থেকে ফিরল ১৮ জন মৃত শ্রমিকের কফিনবন্দি দেহ

রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে উঠল প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পদ্মপালের ভূমিকা নিয়ে মালদায় এসে মৃত শ্রমিকদের হাতে চেক তুলে দায়সারা ভাবে চলে গেলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অথচ রাতে মেডিক্যাল কলেজে মিজোরামে দুর্ঘটনাগ্রস্ত মৃত শ্রমিকদের দেহ পৌঁছলেও একবারের জন্য খোঁজ নেননি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এমনকী, রেলমন্ত্রক দায়সারাভাবে মৃতদেহগুলি কফিন বন্দি করে পাঠিয়েছে। শনিবার সকালে মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে মিজোরামে দুর্ঘটনার বিষয়ে রাজ্যপাল এবং রেল মন্ত্রকের বিরুদ্ধে এভাবেই নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এদিন মেডিক্যাল কলেজের মর্গের সামনে মিজোরামের দুর্ঘটনাগ্রস্ত ১৮ টি কফিনবন্দি দেহ মৃতদের পরিবারদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্রেন্ট লেবার ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান ও রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, ইংরেজবাজার থানা আইসি আশিস দাস, বিধায়ক রহিম বক্সী, সমর মুখার্জি প্রমুখ।

মিজোরামে নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় প্রথম দফায় মালদায় মৃত ১৮ জন শ্রমিকের দেহ কফিনবন্দি করে পৌঁছেছে শুক্রবার রাতে। মৃত ২৩ জনের মধ্যে এখনো পাঁচ জন শ্রমিকের দেহের কোনও সন্ধান পায়নি মিজোরাম প্রশাসন।

এদিকে শুক্রবার রাতে অ্যাম্বুল্যান্স করে কফিনবন্দি মৃতদেহ পৌঁছানোর পর জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে তৎপরতা চালানো হয়। শনিবার সকালে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের উপস্থিতিতেই শ্রমিকদের মৃতদেহগুলি তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। সেই মৃতদেহগুলি অ্যাম্বুল্যান্স করে কফিনবন্দি অবস্থায় সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলিতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। অধিকাংশ মৃতদেহগুলি রয়েছে চাঁচল মহকুমার পুখুরিয়া থানার চৌদুয়ারি গ্রামে।

এদিন কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি বলেন, রেলের কাজ করতে গিয়েই আজকে দুর্ঘটনার বলি হল এতজন শ্রমিক। তাদের নিথর দেহগুলি চরম অবস্থায় মধ্যে মালদায় পাঠানো হয়েছে। কোনওভাবে মৃতদেহগুলি কফিনবন্দি করা হয়েছে। যাতে করে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন আরো বলেন, শুক্রবার মালদায় এলেন রাজ্যপাল। তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা নিয়ে কাজ করলেন। রেলের থেকে দেওয়া আর্থিক অনুদানের চেক রাজ্যপাল কয়েকটি শ্রমিকের পরিবারকে তুলে দিলেন। অথচ এখানে রেল মন্ত্রী অথবা রেলমন্ত্রকের কর্তাদের আসা উচিত ছিল। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন আরো বলেন, কেন্দ্র সরকার যদি আজকে ১০০ দিনের কাজের টাকা পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ না করত, তাহলে হয়তো এই পরিস্থিতি তৈরি হত না। ১০০ দিন প্রকল্পের টাকাও যেমন বন্ধ। তেমনি বাংলা আবাস যোজনার টাকাও বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। দিনমজুর শ্রমিকদের রুজি রোজগার নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

এদিন মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গের সামনে উপস্থিত হন ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্রেন্ট লেবার ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান ও রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, মিজোরাম থেকে রেল মন্ত্রক দায়সারা ভাবে ১৮ জন মৃত শ্রমিকের কফিন বন্দি দেহ পাঠিয়েছে। এটা কোনওভাবেই কাম্য নয়। আজকে শ্রমিকেরা রয়েছে বলেই তো রেলের ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। দুর্ঘটনায় তাদের প্রাণ চলে গেল আর রেল কর্তৃপক্ষ দায়সারা ভাবে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেল। অবশ্যই আমরা এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এদিন ১৮ জন মৃত শ্রমিকের পরিবারের হাতে কফিনবন্দি দেহগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনও মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে এখনো পর্যন্ত সব রকম ভাবে সহযোগিতা করে এসেছে।

স্কুলে সোলার প্যানেল বসানোর পরেই বাড়ছে বিদ্যুৎ বিল, ক্ষোভ আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: স্কুলে সোলার প্যানেল লাগানোর ফলে বিদ্যুতের বিল কমার জায়গায় বেড়ে যাচ্ছে। অবাক লাগছে। কিন্তু এটাই বাস্তব। ঘটনাটি হুগলির আরামবাগ পুরসভার দক্ষিণ বাদলকোনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। পাশাপাশি সোলার প্যানেলে সংযোগ দেওয়ার পরেই পাখার মোটর পুড়ে যায়। স্কুলের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে গরমে নাজেহাল অবস্থায় হয় ছাত্র ছাত্রীদের। তাই বাধ্য হয়েই কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে বসানো সোনার প্যানেল বন্ধ রাখতে হয়। অভিযোগ গত চার বছর ধরে আরামবাগ পুরসভার গ্রিন সিটি প্রকল্পে স্কুলের ছাদের উপর সোলার প্যানেলটি বসানো হয়। হঠাৎ করে পুর প্রশাসনের টনক নড়ার পর স্কুলে সোলার প্যানেলের সংযোগ দেওয়া হয়। তারপর থেকেই বিপত্তি ঘটতে থাকে। স্কুলের বিদ্যুৎ বিল আকাশ ছোঁয়া হয়। পাখার মোটর পুড়ে যায়। বাধ্য হয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানায়। বর্তমানে সোলার প্যানেল বন্ধ থাকলেও স্কুলের বিদ্যুতের বিল বিগত দিনের তুলনায় তিনগুণ করে বেড়ে যাচ্ছে। শিক্ষকদের ধারণা বিদ্যুতের লাইনের সঙ্গে সোলার প্যানেল যুক্ত থাকার ফলেই এই ঘটনা ঘটছে। উল্লেখ্য, বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, আরামবাগ পুরসভার নয়টি স্কুলে বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ের জন্য শিক্ষকদের আপত্তি সত্ত্বেও একপ্রকার জোড় করে স্কুলে স্কুলে সোলার প্যানেল লাগানো হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যুৎ বিল কমার জায়গা অনেক স্কুলই তা বেড়ে গেছে। ওই সমস্ত স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিযোগ স্কুলের ছাদে সোলার প্যানেল বসানোর ফলে ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ছে। আবার কোনও কোনও স্কুলে সোলার প্যানেল ভেঙে গিয়ে বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। দুঃখের বিষয় আরামবাগ পুরসভা স্কুলে সোলার প্যানেল লাগালেও তার দায়ভার নিতে চাইছে না। কোটি টাকা খরচ করে সোলার প্যানেল লাগানো হলেও তা কাজে না লাগায় ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার মানুষ। তারা দাবি তুলছে এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত যারা তাদের খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক। এই বিষয়ে পুর এলাকার ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক শ্যামল কুমার রায় বলেন, সোলার প্যানেল লাগানোর ফলে বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ের জায়গায় তিনগুণ বেড়েছে। স্কুলের কোনও লাভ নেই। বিদ্যুৎ বিল বেড়েই চলেছে। অপরদিকে স্কুল শিক্ষক সৌভিক কোনার বলেন,

সোলার প্যানেল লাগানো ফলে সুবিধার থেকে অসুবিধা হয়েছে বেশি। ইলেকট্রিক বিল বেড়ে গেছে। সোলার প্যানেলের কোনও দরকার নেই। অন্যদিকে আরামবাগ পুরসভার পক্ষ থেকে কাউন্সিলার সঞ্জয় ঘোড়ুই বলেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানিয়েছি। সোলার প্যানেলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ১৯ টি ওয়ার্ডেই সমস্যা হচ্ছে। চেয়ারম্যান সাহেব বিষয়টি দেখছেন। সবমিলিয়ে এখন দেখার ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে কবে এই বিষয়টির সমাধান হয়।

পেট্রাপোল সীমান্তে উদ্ধার হল ৪৫ টি সোনার বিস্কুট, আটক এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: পেট্রাপোল সীমান্ত উদ্ধার হল প্রায় ৩ কোটি টাকা মূল্যের ৪৫ টি সোনার বিস্কুট, আটক এক পাচারকারী। ভারত বাংলাদেশের বনগাঁ পেট্রাপোল সীমান্তে উদ্ধার হল প্রায় ৩ কোটি টাকার মূল্যের ৪৫ টি সোনার বিস্কুট। এই ঘটনায় একজনকে আটক করেছে বিএসএফ। ধৃতের নাম সম্রাট বিশ্বাস। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পাচারকারী পেশায় ট্রাক চালক। সে নিয়মিত পণ্য বোঝাই ট্রাক নিয়ে বাংলাদেশে যায়। সে ট্রাক খালি করে ভারতে ফিরছিল। সেই সময় বিএসএফ ট্রাকটিতে তল্লাশি চালায়। সেই সময় ট্রাকের ভেতর থেকে উদ্ধার হয় ৪৫ টি সোনার বিস্কুট। যার বর্তমান বাজারে মূল্য ৩ কোটি ১২ লক্ষ ৪৪ লক্ষ ৪২৪ টাকা। উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুটগুলি পেট্রাপোল শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেয় ১৪৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের বিএসএফ।

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৯ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২-সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/90/2021
কানাড়া ব্যাঙ্ক
বনাম
মেসার্স রাজু ব্যাগ সেন্টার এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) মেসার্স রাজু ব্যাগ সেন্টার, তেঁতুলবেড়িয়া নতুন পাড়া, পো- গড়িয়া, পিন- ৭০০০৮৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **আরও ঠিকানা-** ফ্যাক্টরি /শপ-তেঁতুলবেড়িয়া নতুন পাড়া, পো-গড়িয়া, পিন- ৭০০০৮৪এম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
(সিডি ২) অর্চ্চনা মন্ডল, সামগ্রিক স্বত্বাধিকারী মেসার্স রাজু ব্যাগ সেন্টার, তেঁতুলবেড়িয়া নতুন পাড়া, পো-গড়িয়া, পিন - ৭০০০৮৪এম এবং **আরও ঠিকানা :** ফ্যাক্টরি /শপ-তেঁতুলবেড়িয়া নতুন পাড়া, পো-গড়িয়া, পিন- ৭০০০৮৪এম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/625/2015** অনুযায়ী পরিমাণ **১৫,৭২,৪৭০.০০ টাকা** (পনের লাখ বাহাত্তর হাজার চারশো সত্তর টাকা) **টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১০.৪৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **১০.০৮.২০১৫** থেকে সমুদয় শুল্ক **১৮,০০০ (আঠারো হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ২৮.০৮.২০২৩ তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ২৩.০৯.২০২২

স্বা/-রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ৩

জাতীয় কর্মসূচি সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্পের জন্য পুনর্মূল্যায়ন পর্যালোচনা বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধি জাতীয় কর্মসূচি সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্পের জন্য পুনর্মূল্যায়ন পর্যালোচনা করা হল শনিবার বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে। মূলত ত্রিস্তরীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে এখনও যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ বাকি আছে বা আংশিক কাজ হয়ে পড়ে রয়েছে, সেইগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে এদিন এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

আবাস যোজনার বাড়ি, রাস্তাঘাট পানীয় জল বৈদ্যুতিক লাইট, নিকাশি ব্যবস্থা সহ গ্রাম্যস্তরে সমস্ত উন্নয়নমূলক বাকি থাকা কাজ অবিলম্বে শেষ করার পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনা হয়।বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধানরা জানান, এখনও পর্যন্ত যে যে কাজ বাকি রয়েছে, সেগুলি পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করে অবিলম্বে শেষ করা হবে। এই বিষয়ে জেলা শাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলা জানান, ত্রিস্তরীয় নবনির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের যে সকল প্রধান উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহ সভাধিপতি এবং প্রশাসনিক স্তরে মহকুমা শাসক, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ জেলার বিভিন্ন আধিকারিকদের নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। নবনির্বাচিত সদস্যদের উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে কী কী করণীয় এবং কী কী বিষয় রয়েছে, সেগুলির পর্যালোচনা করা হয়। পুরনো বোর্ডের যে সমস্ত কাজ অর্ধেক অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সেগুলি নতুন বোর্ড এসে যাতে দ্রুত সম্পন্ন করে সেই বার্তাও দেওয়া হয়।

এই বিষয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি জানান, যে সমস্ত কাজ এখনও হয়নি, সেগুলি যাতে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করা হয়, সেই বিষয়ে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত বোর্ডের প্রতিটি সদস্য ও সদস্যাদের নির্দেশ দেওয়া হয়। যে যে এলাকায় যেরকম উন্নয়ন দরকার, যেমন রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বৈদ্যুতিক লাইট, নিকাশি ব্যবস্থা, এগুলির মধ্যে প্রথম যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেই এলাকায়, সেগুলি বাস্তবায়িত করতে হবে। এই বৈঠক নিয়ে একাধিক প্রধান ও উপ প্রধানদের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভের কথা উঠে আসে। যদিও এই বিষয়ে জেলা পরিষদের সদস্য শান্তনু কোনারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বিষয়টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যান। ইতিমধ্যেই বর্ধমান ও হুগলি জেলার একমাত্র সংযোগ স্থাপন কৃষক সেতুর সংস্কার করতে টেন্ডার পাশ হয়ে গিয়েছে, কিছুদিনের মধ্যেই জোর কদমে কাজ শুরু হবে জানা গিয়েছে।

শনিবারের এই পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক পিয়াংকা সিংলা, বর্ধমান সদর উত্তর ও দক্ষিণের মহকুমা শাসক তীর্থঙ্কর বিশ্বাস ও কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল, অতিরিক্ত জেলাশাসক, বিভিন্ন ব্লকের বিডিওরা, নবনির্বাচিত পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, সহ সভাধিপতি গার্গী নাহা, জেলার পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সভাপতি, সহ সভাপতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পাট পচানোর নয়ানজুলি থেকে অজ্ঞাত পরিচয় যুবতীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের বাদুড়িয়া থানার আটুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলঘরিয়া খোড়গাছি এলাকা। ওই এলাকার মাঠের মধ্যে পাট পচানোর নয়ানজুলি থেকে আজ্ঞাত পরিচয় এক যুবতীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। শনিবার সকালে এলাকারই এক চাষী মাঠে যাচ্ছিল চাষের কাজ করতে। সেই সময় নজর যায় নয়ানজুলির দিকে সেখানে দেখতে পায় এক যুবতী জলের মধ্যে ডুবে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে গ্রামের লোকজন ডেকে আনে।

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পক্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক. নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত (জামিনদত্ত সম্পদ)
১. **শ্রী জয়দেব প্রসাদ** পিতা প্রয়াত লক্ষ্মী কান্ত প্রসাদ, ৬/২, রজনী ব্যানার্জি রোড, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০০৮ ২. **শ্রী দেবরাজ প্রসাদ** পিতা জয়দেব প্রসাদ ৬/২, রজনী ব্যানার্জি রোড, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০০৮	**ক) ১১,৫৫,৪৯২.০০ টাকা (এগারো লাখ পঞ্চান্ন হাজার চারশো বিরানব্বই টাকা) লোন এ/সি নং LPR000504357682 অধীন, ১৬.০২.২০২৩ অনুযায়ী (১৬.০২.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পরিমাণ)** খ) ১৬.০২.২০২৩ গ) ২৩.০৮.২০২৩ (প্রতীকী)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ২য় তলে পরিমাণ ৬০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (উত্তর পূর্ব দিকে) জি-৩ তলা ভবনে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৫৪, রজনী ব্যানার্জি রোড, (ডাক ঠিকানা ৬/২ রজনী ব্যানার্জি রোড), থানা-ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০০৮, ওয়ার্ড নং ১২৫ কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, এবং সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেসে যাবতীয় পরিষেবা এবং সুবিধাদি ভোগ দখলের অধিকার এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সমন্বিত দলিল অনুযায়ী ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত অনুযায়ী।

তারিখ : ২৭.০৮.২০২৩, স্থান : কলকাতা
দেবাঞ্জন বোস, অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
CIN: L29307WB1990PLC048350
রেজিঃ অফিস : প্লট নং ৮৪৯, ব্লক-পি৪৮, প্রমথ চৌধুরি সরণি, ৩য় তল, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩
ফোন নং : (০৩৩) ২৪০০০৪১৯, ফ্যাক্স নং : (০৩৩) ২৪০০০৩৭৫

সদস্যগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেডের ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বেলা ১টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে। ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ২০১৫ সালের রেগুলেশনের বিধান মেনে একটি সাধারণ ভেন্যুতে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (''এমসিএ'') এর সাথে জেনারেল সার্কুলার ১৪/২০২০, তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০ এবং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০ সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০, তারিখ ৫ মে ২০২০ এবং পরবর্তী সার্কুলার, সর্বশেষ ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং সেবি সার্কুলার তারিখ ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে ইস্যুকৃত অনুযায়ী সম্পাদিত হবে।
৩৩তম এজিএম এবং আর্থিক বছর ২০২২-২৩-এর বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশের বৈদ্যুতিন কপিগুলি সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত।
যে সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি বা তাদের ইমেল ঠিকানা পরিবর্তন করতে চান তারা কোম্পানিকে sumit@webelsolar.com এ ইমেল পাঠাতে বা rdinfotech@yahoo.com এ রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টকে পাঠাতে পারেন বা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
উল্লিখিত এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক বছরের ২০২২-২৩-এর বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.webelsolar.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইটে www.nseindia.com এবং www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে ।

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সুমিত কুমার শ'
কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ : ২১ আগস্ট, ২০২৩
স্থান: কলকাতা

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L27102WB1999PLC089755
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫, বেন্টিক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-৯৮০৮, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪৩-০০২১
ই-মেল: jaibalaji@jaibaljigroup.com ওয়েবসাইট : www.jaibalajigroup.com

২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধ

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, চব্বিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (''দ্য কোম্পানি'')-এর সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে **২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার, দুপুর ১২.৩০টায়** সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস ইন্ডিয়া লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা প্রদত্ত সুবিধা ভিডিও কমফারেন্সিং (''ভিসি'')/ আদার অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস (''ওএভিএম'')-এর মাধ্যমে, সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন ছাড়াই যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (''অ্যাক্ট'') প্রযোজ্য সমস্ত বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলসমূহ ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি'') (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ যা এ-সবের সঙ্গে পঠিত : জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, এবং অন্যান্য সার্কুলার এমসিএ কর্তৃক ইস্যুকৃত তৎসহ পঠিত সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৩ এবং অন্যান্য সার্কুলার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি সার্কুলার'')-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং এই সভা হবে এজিএম আহ্বায়ক নোটিসে বর্ণিত কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য।
এই আইনের সাথে সম্মতিতে, এর অধীন প্রণীত বিধিগুলি এবং উপরোক্ত পরিপত্রগুলি অনুযায়ী, ২৪তম এজিএম নোটিসের ইলেক্ট্রনিক অনুলিপি ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সমস্ত সদস্যকে পাঠানো হচ্ছে যাদের ইমেল ঠিকানা সংস্থা / রেজিস্ট্রার এন্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস এর সাথে নিবন্ধিত। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সহ আর্থিক বছর ২০২২-২৩-এর বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.jaibalajigroup.com,** স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং সিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট যথাক্রমে **https://www.nseindia.com** এবং **https://www.bseindia.com** -তে, এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের (সিডিএসএল) ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com** তে উপলব্ধ।
যে সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা সরবরাহ করেননি তারা এজিএমের নোটিস এবং আর্থিক বছর ২০২২-২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেতে সক্ষম হবেন না। সুতরাং, যে সমস্ত সদস্যরা নিজের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি তাদের মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ তলা, কলকাতা-৭০০০০১, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপি বা কোম্পানির কাছে অনুরোধ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নিবন্ধটি নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:
(ক) শারীরিক আকারে অংশীদাররা নিম্নলিখিত বিবরণের সাথে **mdpldc@yahoo.com / jaibalaji@jaibalajigroup.com** তে একটি ইমেল অনুরোধ প্রেরণ করতে পারেন - একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র তাদের নাম উল্লেখ করে, ফোলিও নং, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নং, প্যান (প্যান কার্ডের স্বীকৃত কপি সহ);
(খ) ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যগণ তাদের নিজ নিজ আমানতকারী অংশগ্রহণকারী (ডিপি) এর সাথে ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে পারবেন।
উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে আরও তথ্য / স্পষ্টতার জন্য সদস্যরা উপরের উল্লিখিত ঠিকানা / ই-মেইলে কোম্পানি / কোম্পানির আরটিএ-তে চিঠি লিখতে পারবেন।
সদস্যরা কেবল ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম তে অংশ নিতে এবং যোগদান করতে পারবেন, এজিএম-এর নোটিসে সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ দেওয়া আছে। ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশ নেওয়া সদস্যদের সংস্থা আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।
এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটদান এবং ই-ভোটদানের জন্য নির্দেশ:
১) কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধানাবলী মেনে চলা সংস্থাগুলির সংশোধিত হিসাবে কোম্পাণী (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি ২০১৪ এর বিধি ২০ এবং সেবি- (লিস্টিং অব্লিগেশনস এন্ড ডিসক্লোজার রিকুইরেমেন্টস) এর ৪৪ ধারা বিধিমালা, ২০১৫, এজিএম-এ পাস করার প্রস্তাবিত রেজোলিউশনগুলিতে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য, সংস্থা তার সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করে সন্তুষ্ট। **বৃহস্পতিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ কাট-অফের তারিখ** অনুযায়ী ফিজিক্যাল বা ডিজিটালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা **www.evotingindia.com** -তে সিডিএসএলের বৈদ্যুতিন ভোটদানের মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে ভোট দিতে পারবেন।
২) যে ব্যক্তির নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা কাট-অফ তারিখ অনুসারে ডিপোজিটরিগুলি দ্বারা পরিচালিত সুবিধাজনক মালিকদের নিবন্ধে লিপিবদ্ধ রয়েছে কেবলমাত্র রিমোট ই-ভোটদানের সুবিধা গ্রহণের জন্য বা অংশগ্রহণ এবং ভোটদানের অধিকারী হইবে এজিএমে।
৩) ভোটাধিকারগুলি সদস্যদের দ্বারা কাট-অফ তারিখ হিসাবে, অর্থাৎ **বৃহস্পতিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩** অনুসারে ইকুইটি শেয়ারের অনুপাতে থাকবে।
৪) নিম্নলিখিত সময় রিমোট ই-ভোটিং ভোটদানের সুবিধা উপলব্ধ হবে:
ক) ই-ভোটিংয়ের শুরু **সোমবার ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সকাল ১০:০০ টা থেকে**
খ) ই-ভোটিংয়ের সমাপ্তি **বুধবার ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকেল ৫:০০ টা পর্যন্ত**
এরপরে রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল দ্বারা ভোটদানের জন্য অক্ষম করা হবে। রেজুলেশন-এ ভোট একবার সদস্য দ্বারা দেওয়া হয়ে গেলে সদস্য পরবর্তী সময়ে এটি সংশোধন করতে পারবে না।
৫) যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **বৃহস্পতিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩** -এর আগে শেয়ার অর্জন করেছেন এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণের পরে সংস্থার সদস্য হন, তিনি ইলেকট্রনিক উপায়ে রিমোট ই-ভোটদানের জন্য ইউজার-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড **"mdpldc@yahoo.com"** এ তাদের ফোলিও নং / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে একটি অনুরোধ প্রেরণ করে। তবে যদি ব্যক্তিটি ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য আরটিএতে নিবন্ধভুক্ত থাকে তবে বিদ্যমান ইউজার-আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
কাট-অফ তারিখ হিসাবে সদস্য না থাকা কোনও ব্যক্তিকে কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত।
৬) এজিএম-এ যোগদানকারী সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট(গুলি) দেয়নি তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে, যে সদস্যরা ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি / ওএভিএমের মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন তবে তারা সভায় ভোট দেওয়ার যোগ্য হবে না।
৭) ইলেক্ট্রনিক ভোটিংয়ের পদ্ধতি এজিএমের নোটিশে এবং সিডিএসএল দ্বারা সদস্যদের পাঠানো ই-মেইলে পাওয়া যাবে। ই-ভোটদান সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে সিডিএসএল ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com** এর ই-ভোটিং সহায়তা বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য দয়া করে ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল পড়ুন বা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** তে লিখুন ।
৮) এজিএম এর আগে বা সময়কালে যে সমস্ত সদস্যের সহায়তা প্রয়োজন তারা পারেন
ক) **www.evotingindia.com** এ উপলব্ধ ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন (FAQs) দেখুন
খ) **hepdesk.evoting@cdslindia.com** -তে একটি ইমেল প্রেরণ করুন
গ) যোগাযোগ ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩
সদস্যদের জিজ্ঞাসা/অভিযোগগুলির সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত যোগাযোগের বিশদটি নোট করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে মিঃ রাকেশ দলভী, সিনি. ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল), এ উইং, ২৬ তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফাতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এনএম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩, বা ইমেল পাঠান **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -তে অথবা নিঃশুল্ক ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-তে কল করুন।
সদস্যদের বিজ্ঞপ্তিটি মনোযোগ সহকারে পড়তে এবং বিশেষত এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী, রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।
কোম্পানী (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ১০ এর অধীনে পঠিত কোম্পানীজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে নোটিস দেওয়া হয়েছে যে কোম্পানির সদস্য এবং শেয়ার স্থানান্তর বইয়ের নিবন্ধন **শুক্রবার ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩** (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে উপরে বর্ণিত এজিএমের উদ্দেশ্যে।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অজয় কুমার তাঁতিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬ আগস্ট ২০২৩

NICCO PARKS
নিক্কো পার্ক অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
CIN: L92419WB1989PLC046487
রেজিঃ অফিস : ''ঝিল মিল'', সেক্টর-৪, সল্টলেক সিটি কলকাতা-৭০০১০৬
টেলি: (০৩৩) ৬৬২৮৫৫২৮/৫৫১৮
ই-মেল : niccopark@niccoparks.com ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্ট লিমিটেড (দ্য ''কোম্পানি'')-এর ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (দ্য ''এজিএম'')** সভা আহ্বায়ক নোটিসে (দ্য ''নোটিস'') প্রদত্তমতো কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য **১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ সোমবার বেলা ৩:০০টায় আইএসটি ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') অথবা আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (''ওএভিএম'')** -এর মাধ্যমে হবে বলে নির্ধারিত আছে।
এজিএম পরিচালনার পদ্ধতি কোম্পানি আইন, ২০১৩ (**'অ্যাক্ট'**) এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (**'এমসিএ'**) দ্বারা ইস্যুকৃত জেনারেল সার্কুলার (সমষ্টিগতভাবে **'এমসিএ সার্কুলারস'** হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা ইস্যুকৃত (**'সেবি সার্কুলারস'** হিসাবে উল্লেখিত)। উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে, বার্ষিক রিপোর্টের কোনও ফিজিক্যাল কপি প্রেরণ করা হবে না। উপরে উল্লিখিত সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনের সফ্ট কপি সহ ৩৪তম এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, ৩১ মার্চ, ২০২৩ সমাপ্ত আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং নোটিশ শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এন্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (''আরটিএ'') অর্থাৎ মেসার্স আর এন্ড ডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড এর সাথে নিবন্ধিত এবং শেয়ারহোল্ডার যাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নয় তারা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এন্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (''আরটিএ'') অর্থাৎ, মেসার্স আর এন্ড ডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড সাথে যোগাযোগ করুন ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত যে সকল সদস্যকে ফিজিকাল কপি এবং নোটিশ ও বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানো আবশ্যক সে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এজিএম বিজ্ঞপ্তি ও ২০২২-২০২৩ এর বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.niccoparks.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত, অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.cse-india.com এবং এনএসডিএলের এই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com -তেও উপলব্ধ করা হবে।

ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি

কোম্পানি আইন, ২০১৩ -এর ১০৮ ধারার বিধানাবলি এবং প্রযোজ্য অন্যান্য বিধানাবলি যদি থাকে, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ -এর রুল ২০ এবং সেখানের সমশোধনী-সহ এবং সংশোধিতমতো সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং রেগুলেটরি আবশ্যকতার সঙ্গে অন্যান্য সাদৃশ্য অনুসারে সভায় কার্যাদি নিষ্পন্নের সম্পর্কে বৈদ্যুতিনভাবে তাঁদের ভোট প্রদানে যোগ্য সদস্যদের সক্ষম করার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ও এজিএম চলাকালে ই-ভোটিংয়ের সুবিধা দেওয়ার জন্য কোম্পানি এনএসডিএল-এর পরিষেবাকে নিযুক্ত করেছে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত সময়সীমাকালে :

রিমোট ই-ভোটিং শুরু	১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ শুক্রবার সকাল ৯:০০টা (আইএসটি)
রিমোট ই-ভোটিং সমাপ্ত	১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ রবিবার বিকাল ৫:০০টায় (আইএসটি)
ইভিইএন	১২৫৪১৫

এই সময়ের মধ্যে যে-সব সদস্য কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার মতো ফিজিক্যাল মোড বা ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণ করেন তারা রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোট দিতে পারবেন। এরপরে ভোটদান বন্ধ করার জন্য এনএসডিএল রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেবে। সদস্যদের ভোটদানের অধিকার গণনা করা হবে উক্ত কাট-অফ ডেট -এ তাঁদের নামে রেজিস্টার্ড শেয়ারের আদায়ীকৃত মূল্যের উপর। কোনও ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার ধারণ করেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এই নোটিস প্রেরণের পরে এবং শেয়ার ধারণ করেন কাট-অফ ডেট অর্থাৎ ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখমতো, তাঁরা evoting@nsdl.co.in বা info@rdinfotech.in বা rahul@niccoparks.com -তে অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সদস্যদের জন্য সভায় ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে। কেবল সেইসব সদস্য যাঁরা ভিসি বা ওএভিএমের মাধ্যমে সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং প্রস্তাবের উপর রিমোট ই-ভোটিংয়ে তাঁদের ভোট দেননি বা তা দেওয়ার জন্য অন্য কোনওভাবে নিষিদ্ধ নন, তাঁরা www.evoting.nsdl.com -এর মাধ্যমে এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং পদ্ধতি মারফত ভোটদানের অনুমতি পাবেন। অবশ্য, সদস্য যদি রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়ে থাকেন তবে তিনি সভায় যোগ দিতে পারেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তা পরিবর্তনের বা এজিএম চলাকালীন পুনরায় ভোটদানের অনুমতি পাবেন না। **কোনও সদস্য যদি ইতিমধ্যেই এনএসডিএল-এ রেজিস্টার্ড হয়ে থাকেন, তবে ই-ভোটিংয়ের জন্য বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।**

সদস্যদের জন্য সাধারণ নির্দেশিকা

ভিসি বা ওএভিএমের মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদান করার সুবিধা এজিএম-এর নির্ধারিত সময়ের অন্তত ৩০ মিনিট আগে খোলা হবে এবং এজিএম-এর নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিটের পরে বন্ধ হতে পারে এবং এই সুবিধাটি কমপক্ষে ১০০০ সদস্যের জন্য ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভড এর জন্য উপলব্ধ করা হবে। সদস্যদের, যাদের এজিএমের আগে বা চলাকালীন কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তারা মিস পল্লবী মাহাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল -কে (০২২) ২৪৯৯ ৪৩৬০ অথবা evoting@nsdl.co.in -তে অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-১০২০-৯৯০/ ১৮০০-২২৪-৪৩০ কল করুন। সিডিএসএল -এর সাথে ডিমেট মোডে সিকিউরিটিজধারী সদস্যরা (০২২) ২৩০৫৮৭৩৮ /(০২২) ২৩০৫৮৫৪২-৪৩ টেলিফোন নম্বরে কল অথবা ই-মেইল আইডি helpdesk.evoting@cdslindia.com তে মেইল করতে পারেন।
আরও সহায়তার জন্য, সদস্যরা মেসার্স আর এন্ড ডি ইনফোটেক (পি)লিমিটেড (কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট) এর শ্রী অনুপ মৈত্রের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন (০৩৩) ২৪১৯২৬৪১ অথবা ই-মেইল আইডি info@rdinfotec.com তে।

প্রশ্ন উত্থাপন / ব্যাখ্যা চাওয়ার পদ্ধতি

যেহেতু ভিসি বা ওএভিএমের মাধ্যমে এজিএম পরিচালিত হচ্ছে, তাই সদস্যরা তাদের মতামত প্রকাশ করতে বা তাদের প্রশ্ন পাঠাতে পারে বা এজিএম সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য নিজেদেরকে স্পিকার হিসাবে নিবন্ধিত করতে পারে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ শনিবার বিকাল ৪.০০টা (আইএসটি) বা তার আগে তাদের নাম, ফোলিও নম্বর /ডিমেট অ্যাকাউন্ট নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর উল্লেখ করে rahul@niccoparks.com -তে এবং শুধুমাত্র এই ধরনের প্রশ্ন /জিজ্ঞাসা কোম্পানির দ্বারা প্রাপ্ত এজিএম চলাকালীন উল্লেখিত সময় এবং তারিখে বিবেচনা করা হবে এবং উত্তর দেওয়া হবে। সভার চেয়ারম্যান/কোম্পানির সুষ্ঠ এজিএমের পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য প্রশ্নের সংখ্যা, বরাদ্দকৃত সময় এবং বক্তার সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
সদস্যদের এজিএমে যোগদানের জন্য নোটিসে দেওয়া সমস্ত নোট এবং সঙ্গীয় নির্দেশাবলি মনোযোগ দিয়ে পড়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়াও এজিএমের সময়ে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদান পদ্ধতি ইত্যাদিও পাঠযোগ্য।
এই যোগাযোগ কোম্পানির সকল সদস্যদের সুবিধার জন্য ইস্যুকৃত।

নিক্কো পার্ক অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
এগজিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্ল্যায়ান্স অফিসার
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৬.০৮.২০২৩

ফের ভাসল সাঁকো

মমতার উদ্যোগেও জমিজটে আটকে সংযোগকারী রাস্তার কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রতি বছর বর্ষা নামলেই অজয় নদের জলের তোড়ে ভেসে যায় কাঁকসার শিবপুর থেকে বীরভূম যাওয়ার অস্থায়ী সেতু। আর যার জেরে সমস্যায় পড়তে হয় দুই জেলার মানুষকে। গত দু'দিন ধরে ঝাড়খণ্ডে ও পশ্চিমবাংলায় এক নাগাড়ে বৃষ্টিপাতের ফলে শুক্রবার থেকে অস্থায়ী সেতুর অধিকাংশ জায়গা ধসে যায়, প্রতি বছরের মতো শনিবারও তা জলের তোড়ে পুরোপুরি ভেসে যায়। যার কারণে ওই সেতু দিয়ে দুই জেলার মানুষের পুরোপুরি ভাবে যাতায়াত বন্ধ হয়ে পড়ে।

বহু ব্যবসায়ী বীরভূম ও শিবপুরে আসেন ব্যবসার কাজে। কিন্তু সেতু ভেসে যাওয়ার ফলে সবই বন্ধ। প্রতি বছর এই সমস্যার কথা জানতে পেরে রাজ্যের মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে ওই জায়গায় স্থায়ী ব্রিজ নির্মাণের উদ্যোগ নিলে। গত কয়েক বছর আগে শুরু হয় শিবপুর থেকে জয়দেব পর্যন্ত যাওয়ার স্থায়ী ব্রিজের কাজ। জোর কদমে কাজ চললেও এখনও পর্যন্ত ব্রিজে ওঠার সংযোগকারী রাস্তার জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন না হওয়ার কারণে ব্রিজের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় এবছরও সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে দুই জেলার মানুষকে।

কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এই বিষয়ে তিনি খবর পেয়েছেন। বীরভূম জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে যাতে কেউ ঝুঁকি নিয়ে পারাপার না করে সেদিকে নজর রাখতে বলার পাশাপাশি বীরভূম জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে যাতে নৌকা পরিষেবাটা রবিবার বা সোমবারের মধ্যে শুরু করা যায় সেই বিষয়ে উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।

অজয়ের জলস্তর কমে গেলে পুনরায় অস্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হবে। তিনি দাবি করেছেন, মমতা বন্দোপাধ্যায়ের চেষ্টায় স্থায়ী ব্রিজ নির্মাণ প্রায় শেষ হয়েছে। কাঁকসার দিকে সংযোগকারী রাস্তার কিছুটা জমি জট রয়েছে। তাঁর দাবি, এই মাসেই সেই জমি জট কাটিয়ে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগেই স্থায়ী ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত শুরু হয়ে যাবে।

ডেঙ্গি রুখতে গেলে ময়দানে নেমে কাজ করতে হবে, কড়া বার্তা সভাধিপতির

সুমন তালুকদার ● বারাসাত

ডেঙ্গি রুখতে গেলে জমা জলের সমস্যা দূর করতে হবে। তার জন্য ঘরে বা দপ্তরে বসে মিটিং করলে চলবে না, ময়দানে নেমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করতে হবে। জমা জল নিকেশ, আবর্জনা, জঙ্গল পরিষ্কার করতে নিজেদেরকে সশরীরে উপস্থিত থেকে কাজে হাত লাগাতে হবে বলে কড়া বার্তা দিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। শনিবার ডেঙ্গি প্রতিরোধ নিয়ে বারাসাত রবীন্দ্র ভবনে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানা নারায়ণ গোস্বামী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বীবেদি, এডিএম (উন্নয়ন) ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, এডিএম (টেজারী) তাহেরুজ্জামান, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সমুদ্র সেনগুপ্ত, জেলা পরিষদের পরিষদিও দলনেতা আরসাদ উদ জামান, জেলা পরিষদের সদস্য একেএম ফারহাদ সহ ১৯৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রধান ও উপ প্রধান, ২২টি ব্লকের সভাপতি ও সহ সভাপতি এবং জেলা পরিষদের ৬৬ জন সদস্য। এদিন সকলের উপস্থিতিতে নারায়ণ বলেন, প্রতিবছর এই সময় ডেঙ্গি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জেলা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন। তিনি মানুষের জন্য এত উন্নয়ন করে চলেছেন। তাই তার উদ্বিগ্ন দূর করতে গেলে আমাদের সকলকে মাঠে নেমে কাজ করতে হবে। জল জমাকে চিরতরে বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে। তাই শুধু রাস্তা বানালেই চলবে না নিকাশি ড্রেন তৈরির দিকেও নজর দিতে হবে। পাশাপাশি ড্রেনের ঢাল যাতে ঠিক থাকে সে দিকেও নজর দিতে হবে। এদিন তিনি আরও বলেন, আগে রাস্তার পাশের নয়ানজুলি ৬-৭ ফুট চওড়া ছিল। সরকারি জমি দখল হয়ে তা ক্রমশ সরু হয়ে এক দেড় ফুট হয়ে গেছে। আপনারা জনপ্রতিনিধি আপনারা এই অন্যায় দেখলে চলবে না। মনে রাখবেন মানুষ আপনাদের নির্বাচিত করেছে। আপনারাই নিজ উদ্যোগে সেই কাজে বাধা দেবেন। কোনও সমস্যা হলে আমাদের জানাবেন। মনে রাখবেন, ডেঙ্গি দূর করতে গেলে ড্রোনকে সচল রাখতে হবে। পাশাপাশি তিনি জেলাশাসককে অনুরোধ করেন সবাইকে নিয়ে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বানিয়ে কাজের তদারকি করতে। সেই গ্রুপে প্রতিদিন কাজের অগ্রগতি নিয়ে ছবি পোস্ট করতে হবে জনপ্রতিনিধিদের। তিনি নিজেও গ্রুপটি তদারকি করবেন। যে বা যারা ডেঙ্গি প্রতিরোধে ভালো কাজ করবে তাদের জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে পুরষ্কৃতও করা হবে বলে এদিনও তিনি জানান। জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বীবেদি জানান, জেলার ৭৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ডেঙ্গি প্রবণ। সেগুলির দিকে আমরা বেশি নজর দিচ্ছি। সর্বত্র আমরা দলগত ভাবে কাজ করায় ডেঙ্গি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আছে। সামান্য কয়েকটি ব্লকে ডেঙ্গি বেড়েছে। সবটার দিকেই আমরা নজর দিয়ে কাজ করছি।

বৃষ্টিতে রাস্তার গর্তে জল জমে রীতিমতো মরণফাঁদে পরিণত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল কাঁকসার মাস্টার পাড়া সংলগ্ন আন্ডারপাস থেকে কাঁকসার হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত দু' নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড। জাতীয় সড়কের দু'ধারের সার্ভিস রোডের ওপরে দেখা দিয়েছে বড় বড় গর্ত। এর ওপর গত দু' দিনের ভারী বৃষ্টির ফলে ওই গর্তে জল জমে রীতিমতো মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে রাস্তা।

শনিবার সকাল থেকে রাস্তার সৃষ্টি গর্তের জমা জলে পরে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ওই রাস্তা দেখাশোনা ও মেরামতের দায়িত্ব কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র সরকার দেশজুড়ে অরাজকতার অবস্থা তৈরি করে রেখেছে। সাধারণ মানুষের অসুবিধা ও দুর্ভোগের বিষয়ে তাদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। তবুও এই বিষয়ে তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জানাবেন, যাতে দ্রুত রাস্তা মেরামত করা যায়। যদি দ্রুত মেরামত না হয় তবে আগামী দিনে তারা এই বিষয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, বিজেপির কাঁকসা দু'নম্বর মণ্ডলের সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাসের দাবি, রাস্তা খারাপ হলেও তা মেরামত করা হয়। কিন্তু রাস্তা বার বার বেহাল হওয়ার জন্য রাজ্য প্রশাসনকেই দায়ী করেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, ওভারলোডিং যানবাহন চলাচলের জন্যই বারবার রাস্তা বেহাল হচ্ছে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকার একটু নজর দিলে বারবার রাস্তা বেহাল হয় না। এর জন্য সাধারণ মানুষের সমস্যা হচ্ছে। তবে তাঁরা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে জানাবেন যাতে দ্রুত মেরামতের কাজ শুরু করা যায়।

কংগ্রেস ও তৃণমূলের সংঘর্ষে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: কংগ্রেস ও তৃণমূলের সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভুপালপুর এলাকায়। এলাকার তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত কোবাদ আলির অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন থেকেই তার পরিবারকে হেনস্তা করা হচ্ছে। শুক্রবার রাতে কংগ্রেস আশ্রিত একদল দুষ্কৃতী তার বাড়িতে চড়াও হয়ে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। কোবাদের স্ত্রী সামেনা খাতুন ও পুত্রবধূ আমিনা খাতুনকে বেধরক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আমিনা ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এই ঘটনার পর তারা ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যের প্রতিনিধি সলিমুদ্দিন আহমেদের দ্বারস্থ হন। কিন্তু দুষ্কৃতীরা সেখানেও আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। দলীয় কার্যালয়ের ভেতরে জিনিসপত্র ভাঙচুর করা হয়। ঘটনার পর তড়িঘড়ি আহত ২ মহিলাকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এই ঘটনায় সাইফুল, সাদ্দাম হোসেন সহ বেশ কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীর বিরুদ্ধে রাতেই লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে রায়গঞ্জ থানায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যদিও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক তুষারকান্তি গুহ। তার দাবি, নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঘটনা ধামাচাপা দিতে অন্য দলের উপরে দোষ চাপাচ্ছে তৃণমূল।

ডিঙিতে যাতায়াতের জন্য প্রায়ই অনুপস্থিত শিক্ষকরা, পঠনপাঠন লাটে ওঠার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কথায় আছে নদীর ধারে বাস, চিন্তা বারো মাস। কিন্তু সে তো গেল নদীর ধারে বসবাসকারীদের কথা। কিন্তু যদি বাস হয় নদীর একেবারে মাঝখানে তাহলে চিন্তা যে আরও বেশি হবে তা বলাই বাহুল্য। আর তেমনটাই হয়েছে বাঁকুড়ার মেজিয়া ব্লকের মানাচরের খুদে পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে।

বাঁকুড়ার মেজিয়া ব্লকের মানাচরের অবস্থান একেবারে দামোদরের গর্ভে। দামোদরের বুকে জেগে ওঠা এই চরে একসময় বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সংখ্যা কমতে কমতে এখন কুড়ি পঁচিশটি পরিবারে ঠেকেছে। স্বাভাবিক ভাবে মানাচর প্রাথমিক বিদ্যালয়েও কমেছে পড়ুয়ার সংখ্যা। কিন্তু পরিকাঠামোর কোনও বদল হয়নি। পাকা স্কুল ভবন আছে, আছে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, যথেষ্ট সংখ্যক ক্লাসরুম, মিড ডে মিলের ব্যবস্থা, এমনকি তিন জন শিক্ষক-শিক্ষিকাও। কিন্তু পড়ুয়ার সংখ্যা শুনলে বেশ কিছুটা অবাক হতে হয় বইকি। সবমিলিয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা মাত্র ১৬ জন। মাঝেমধ্যে দু'-চারজন পড়ুয়া স্কুলে আসে। বাকি দিনগুলো মোটামুটি ক্লাসরুম থাকে শূন্যই। কিন্তু এই স্কুলেই একসময় পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল পঞ্চাশের ওপরে। কিন্তু কেন এমন হাল। অভিভাবকদের দাবি, শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলে আসার ক্ষেত্রে কোওন নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করেন না। ইচ্ছেমতো সময়ে স্কুলে আসেন, আবার ইচ্ছেমতো স্কুল বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যান। প্রায় দিনই স্কুলে আসেন না প্রধান শিক্ষক। একজন শিক্ষিকা মাতৃত্বকালীন ছুটিতে। ফলে স্কুলের পড়াশোনা লাটে ওঠার জোগাড়। অগত্যা অনেকেই এই স্কুল ছাড়িয়ে শিশুদের ভর্তি করেছেন নদীর পাড়ে থাকা অন্ডালের বেসরকারি স্কুলে।

স্কুলের শিক্ষিকা স্কুলে নির্ধারিত সময়ে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে যোগাযোগের অভাবকেই দায়ী করছেন। তাঁর দাবি, বাঁকুড়া জেলার দিক থেকেই হোক বা পশ্চিম বর্ধমান জেলার দিক থেকে, যেদিক দিয়েই স্কুলে যাওয়া হোক না কেন, স্থলপথে মানাচরের সঙ্গে বহির্বিশ্বের কোনও যোগাযোগ নেই। দামোদরের ওই অংশে ফেরি সার্ভিসও নেই। অগত্যা স্কুলে যাতায়াতে নির্ভর করতে হয় মানাচরের মানুষদের ব্যক্তিগত ডিঙির ওপর। মানাচরের মানুষ উৎপাদিত সবজি অন্ডাল বাজারে বিক্রি করে গ্রামে ফিরলে তাঁদের ডিঙি চড়েই মানাচরে পৌঁছন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ফেরার সময়ও গ্রামবাসীদের অনুরোধ করে তাঁদের ডিঙিতে চড়েই ফিরতে হয়। যোগাযোগের এই অভাবের কারণেই মাঝেমধ্যে স্কুলে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছনো যায় না বলে দাবি শিক্ষিকার।

তবে শিক্ষিকা যুক্তি যাই দিন না কেন স্কুলটির এই হালের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সদিচ্ছার অভাবকেই দায়ী করেছে বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। আগামী দিনে বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপেরও আশ্বাস দিয়েছে সংসদ।

উত্তরপাড়ায় নাট্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: কাব্যস্পন্দনের তিন দিনের অনুষ্ঠান হল উত্তরপাড়া গণভবনে। উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় ঊর্মিমালা বসু, বিজয়লদী বর্মন, ইমানুল হক প্রমুখ। দায়িত্বে ছিলেন কর্ণধার স্বাতী দাস। শেষ দিন হয় উত্তরায়ণ প্রযোজিত পূর্ণাঙ্গ নাটক ফল্গুধারা। জমজমাট পারিবারিক হাসির নাটক দর্শক খুব উপভোগ করে। উত্তরায়ণের সম্পাদক

জয়ন্ত দাশগুপ্ত জানান, এই নাটকটির স্বল্প দৈর্ঘ্যে ৬০টি অভিনয় হয়ে গিয়েছে। দর্শকের চাহিদায় এই নাটকটির পূর্ণাঙ্গ অভিনয় শুরু হয়েছে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস উলটে আহত ৫০

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার কালভার্টে ধাক্কা মেরে পার্শ্ববর্তী জমিতে উলটে গেল যাত্রীবোঝাই বাস। ঘটনায় কমবেশি জখম হয়েছেন বাসের পঞ্চাশ জন যাত্রী। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার শালতোড়ায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জ থেকে যাত্রী বোঝাই করে একটি বেসরকারি বাস এদিন দুপুরে পুরুলিয়ার দিকে যাচ্ছিল। শালতোড়া কলেজ মোড়ের কাছাকাছি আসতেই বাসটির স্টিয়ারিং বিকল হয়ে পড়লে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এরপরই বাসটি সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে রাস্তার ওপর থাকা একটি কালভার্টের সাইড ওয়ালে। ধাক্কার অভিঘাত এতটাই ছিল যে বাসের সামনের দু'টি চাকা এক্সেল সমেত খুলে গিয়ে আটকে যায় কালভার্টে। গতির কারণে সামনের চাকাবিহীন বাস কালভার্ট থেকে আরও বেশ কিছুটা এগিয়ে রাস্তার ধারের জমিতে উলটে পড়ে। ঘটনা দেখে প্রথমে স্থানীয় বাদিন্দারাই উদ্ধার কাজে হাত লাগান। পরে শালতোড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে শালতোড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। আপাতত ওই হাসপাতালেই আহতদের চিকিৎসা চলছে।

একজনই অতিথি শিক্ষক অসুস্থ, বন্ধ জুনিয়র হাইস্কুলের দরজা!

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

২০১৮ সালে ঘটা করে চালু করা হয়েছিল বাঁকুড়ার তালডাংরা ব্লকের সাতমৌলি চাঁদাবিলা জুনিয়র হাইস্কুল। যথেষ্ট সংখ্যক ক্লাসরুম তৈরি থেকে শুরু করে অন্যান্য পরিকাঠামোও গড়ে তোলা হয়। কিন্তু শিক্ষকের অভাবে ধুঁকতে ধুঁকতে মাস কয়েক আগে বন্ধই হয়ে যায় স্কুলের দরজা। অগত্যা গত কয়েক মাস ধরে স্কুলের ৩২ জন পড়ুয়ার একমাত্র ভরসা টিউশন।

বাঁকুড়ার তালডাংরা ব্লকের সাতমৌলি ও চাঁদাবিলা দু'টি বর্ধিষ্ণু গ্রামের শিশুদের পড়াশোনার জন্য দু'টি গ্রামেই পৃথক দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী পুন্যাশা ও উপরশোল গ্রামেও রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। কিন্তু ২০১৮ সালের আগে পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেণি বা তার উঁচু ক্লাসের পাঠ নিতে ওই চার গ্রামের পড়ুয়াদের ছুটতে হত চার কিলোমিটার দূরের সাবড়াকোন হাইস্কুলে। পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে সাতমৌলি গ্রামে ২০১৮ সালে সাতমৌলি চাঁদাবিলা জুনিয়র হাইস্কুল নামের একটি বিদ্যালয় চালু করে রাজ্য সরকার।

যদিও স্কুলের পরিকাঠামো তৈরি হয়ে গেলেও ওই স্কুলে কোনও স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় প্রাথমিক ভাবে দু'জন অতিথি শিক্ষক দিয়ে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন শুরু করা হয়। দুই গ্রাম মিলিয়ে প্রায় ৪০ জন পড়ুয়া পড়াশোনাও শুরু করে ওই স্কুলে। পরবর্তীতে দুই অতিথি শিক্ষক অবসর নেওয়ায় আরও একজন অতিথি শিক্ষক নিয়োগ করে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। ওই অতিথি শিক্ষকের কাঁধেই এতদিন চারটি ক্লাসের পঠন পাঠন থেকে শুরু করে মিড ডে মিল দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের দাবি, মাস ছয় আগে ওই অতিথি শিক্ষক পথদুর্ঘটনায় আহত হলে তিনি স্কুলে যাতায়াত বন্ধ করেন। আর তার ফলে বন্ধ হয়ে যায় স্কুলের দরজা। স্কুলের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত থাকা ৩২ জন পড়ুয়ার কাছে এখন ভরসা শুধুমাত্র প্রাইভেট টিউশন। গ্রামবাসীদের দাবি, অবিলম্বে স্কুলে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করে ফের পঠনপাঠন স্বাভাবিক ভাবে চালু না করলে, ওই পড়ুয়াদের পঠনপাঠনে বড়সড় ক্ষতি হয়ে যাবে। স্কুল শিক্ষা দপ্তর অবশ্য শিক্ষকের অভাবে ৬ মাস ধরে স্কুল বন্ধ থাকার কথা মানতে চায়নি। জেলা স্কুল পরিদর্শকের দাবি, ৩ মাস স্কুল বন্ধ রয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে ফের ওই স্কুলে একজন অতিথি শিক্ষক নিয়োগ করে স্কুল চালুর তোড়জোড় চলছে। পরবর্তীতে আরও দু'জন অতিথি শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

পুরনো পেনশনের জন্য ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কর্মচারীর অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা মোতাবেক পুরনো পেনশনের আওতায় আনার জন্য ২১৮ জন ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কর্মচারী অবস্থান বিক্ষোভের সামিল হলেন। এর নেতৃত্বে ছিলেন এমটিপিএস কামগার সংঘের আইএনটিটিইউসি। শুক্রবার বিকেলে মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ ভবনের সামনে নিজেদের দাবিতে সরব হন, পরে এমটিপিএস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসে।

উল্লেখ্য, এই সমস্ত কর্মচারীরা ভূমিহারা বাস্তুহারার দরুণ চাকরি পেয়েছেন।*তাঁদের চাকরির প্যানেল ১৯৯৩ সালে হয়েছিল। চুক্তি ছিল ৫২০ জন ভূমিহারা সদস্য ডিভিসিতে স্থায়ী চাকরি পাবেন বিদ্যুৎ প্রকল্পের ৩ নম্বর ইউনিট চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। ২০০২ পর্যন্ত ২৮০ জনের চাকরিতে নিয়োগ হন কিন্তু কর্তৃপক্ষের গড়িমসিতে বাকি ২১৮ জনকে ২০০৫ থেকে ২০০৮ সালে*কাজে নিযুক্ত করা হয়। ফলে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের পুরনো পেনশনের আওতায় পড়ছেন না। ইতিমধ্যে যে সমস্ত কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেছেন, নতুন পেনশনের আওতায় না থাকার কারণে তাঁদের অবসরকালীন জীবন অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে কাটছে বলে দাবি করেন তাঁরা।

দীর্ঘদিন ধরে নতুন পেনশনের পরিবর্তে পুরনো পেনশনের স্কিমে আসার জন্য আন্দোলন করছেন ডিভিসি কামগার সংঘ, এমটিপিএস ইউনিটের আইএনটিটিইউসি। এদিনের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এবিষয়ে এমটিপিএসের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত সন্নিগ্রাহী ফোনে জানিয়েছেন, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন।

রক্তশূন্যতা মেটাতে শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিগত কয়েকদিন আগেই রক্তশূন্য পরিস্থিতি ছিল বিষ্ণুপুর ব্লাড ব্যাংকের। বিষয়টি নজরে আসে বিষ্ণুপুরের যুবক দিল খানের, এরপরেই তিনি ব্যবস্থা করতে থাকেন এক বিশাল স্বেচ্ছায় রক্তদানের শিবিরের। শনিবার বিষ্ণুপুর লাল মাটি রিসোর্টে সেই বিশাল রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। মোট ১৫০০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন এই শিবিরে। শুধুমাত্র বাঁকুড়া জেলার নয়, জেলার বাইরে পাটনা, ভুবনেশ্বর সহ বিভিন্ন প্রান্তে শয়ে শয়ে মানুষ এসেছেন দিল খানের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে রক্ত দেওয়ার জন্য। বাঁকুড়া সহ আশপাশে বেশ কয়েকটি জেলার ব্লাড ব্যাংক থেকে এই রক্তদান শিবিরের রক্ত সংগ্রহ করেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

স্কুলের ছোট ভাই বোনেদের এগিয়ে যাওয়ার বার্তা কৃশানুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: চাঁদে যাওয়ার যুদ্ধ জয় করেছে ভারত! যুদ্ধ জয় করেছেন ইসরোর বিজ্ঞানী বাঁকুড়ার কৃশানু নন্দী। চন্দ্রযান থ্রি-র সাফল্যের পর একটি আবেগঘন বার্তা পাঠালেন নিজের স্কুলের কচিকাঁচা ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের উদ্দেশে। নিজের স্কুলের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে উঠছিল কৃশানু নন্দীর বারবার।

মহাকাশ বিজ্ঞানে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে ইসরো আর তাতে যোগদান করেছেন বাঁকুড়ার কৃশানু নন্দী। এত বড় একটি অ্যাচিভমেন্টের পরও নিজেকে একটি অতি সাধারণ ছাত্র বলে দাবি করলেন তিনি। ছোট ছোট ভাই বোনেদের এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেন তিনি। এদিন ছাতনা কমলপুর নেতাজি উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্পিকারে শোনানো হল কৃশানু নন্দীর এক্সক্লুসিভ বার্তা। বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী কৃশানু নন্দীর কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত হয়ে স্কুলের কচিকাঁচারা বিজ্ঞানমনস্কতার দিকে এগিয়ে চলেছেন। কমলপুর নেতাজি উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন কৃশানু নন্দী।

স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে বরাবরই যোগাযোগ রাখতেন কৃশানু নন্দী। শিক্ষক দিবসে ফোন করতেন তিনি। বিক্রম ল্যান্ড করার আগেও কমলপুর বিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষককে ফোন করেছিলেন কৃশানু। ফোন করে বলেছিলেন, 'এবার আর আমরা ফেল করব না।' অর্থাৎ এই সাফল্য যেন আগে থেকেই দেখতে

পেয়েছিলেন তিনি। স্কুলের এক শিক্ষক জানান, কমলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সেসময় জেলার সবথেকে ভালো সায়েন্স নিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে পড়াশোনা করানো হত এবং এখনও ছাত্রছাত্রীদের খুব ভালোভাবেই সায়েন্স পড়ানো হয়। তাই মাধ্যমিকের পর সায়েন্স নিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে পড়তে ছাতনার কমলপুরে ভর্তি হন কৃশানু এবং হস্টেলে থেকে তিনি পড়াশোনা করেন।

কৃশানুর স্কুল কমলপুর নেতাজি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা ওকে বলেছি আসার জন্য। কিন্তু সামনেই বোধহয় সূর্যযানের একটি প্রজেক্ট আছে।' চাঁদের পর এবার তা হলে কি সূর্যতেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন বাঁকুড়ার এই সন্তান!

মৃত্যুকালীন জবানবন্দি চূড়ান্ত নয়, জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ অগস্ট: মৃত্যুকালীন জবানবন্দিই অপরাধ সাব্যস্ত করার জন্য চূড়ান্ত নয়। শুক্রবার এক ব্যক্তির নিজের সন্তান এবং দুই ভাইকে পুড়িয়ে মারার ব্যাপারে রায় দিতে গিয়ে এমনটাই জানাল দেশের শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বি আর গাভাই, বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কে মিশ্রকে নিয়ে গড়া তিন সদস্যের বেঞ্চ এদিন জানায়,ডাইয়িং ডিক্লারেশন বা মৃত্যুকালীন জবানবন্দির সঙ্গে সাপোর্টিং এভিডেন্স না থাকলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, 'মৃত্যুকালীন জবানবন্দি যখন নেওয়া হয়, তখন তাকে সাধারণভাবে সত্যি ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু সেটা সত্যিই তাই কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে। যদি দেখা যায়, সামান্যতম সংশয়েরও জায়গা রয়েছে বা পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে ওই জবানবন্দি সত্যি ছিল না, তা হলে সেটাকে শুধু একটি সাক্ষ্য হিসেবেই ধরা হয়, কিন্তু অপরাধ সাব্যস্ত করার চূড়ান্ত ভিত্তি হিসেবে নয়।' প্রসঙ্গত, দেশের শীর্ষ আদালত এর আগেও একাধিকবার বলেছিল, মৃত্যুকালীন জবানবন্দিই চূড়ান্ত নয়।

আদালত সূত্রে খবর, এদিন যে মামলার শুনানি হচ্ছিল, তাতে অপরাধী তার সন্তান ও দুই ভাইকে পুড়িয়ে মারে। তাঁদের মধ্যে একজন মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে এ কথা জানান। তার ভিত্তিতেই তদন্ত হয় ও অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ২০১৮ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই রায় বহাল রাখে। তার পর অপরাধী শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় মৃত্যুদণ্ড রোধ করার আর্জি নিয়ে। সেই মামলাতেই কোর্ট এমনটাই জানায়। একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত এও জানায়, তদন্তে তারা সন্তুষ্ট নয়। কারণ সন্দেহাতীত ভাবে অপরাধ প্রমাণ করা যায়নি। অপরাধীর আইনজীবীর যুক্তি ছিল, '৮০ শতাংশ বার্ন ইনজুরি নিয়ে একজন ডাইয়িং ডিক্লারেশন দেন, তাঁর মানসিক স্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য।'

মিজোরামের পর এবার দিল্লিতে তিন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ২৬ অগস্ট: মিজোরামের ঘটনার ক্ষত এখনও বেশ টাটকাই। সম্প্রতি ২৩ জন শ্রমিক মারা গিয়েছেন মিজোরামে। ঘটনার দু'দিন যেতে না যেতেই ফের মৃত্যুর খবর। তবে ঘটনাস্থল এবার দিল্লির গাজিয়াবাদ। সেখানে রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের তিন শ্রমিক। কিন্তু সেই কাজ করতে গিয়ে যে প্রাণ যাবে তা হয়তো বুঝতে পারেননি কেউই। নিত্যদিনের মতো শুক্রবারও রাজমিস্ত্রির কাজ করছিলেন তারা। সেই সময় অসাবধানতাবসত বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনা ঘটে। তাতেই প্রাণ যায় তিন শ্রমিকের। মৃতদের নাম গোকুল মণ্ডল (৪৪), শুভঙ্কর রায় (৩১), ইসরাইল শেখ (৩৩)।

সূত্রে খবর মিলছে, গোকুলের বাড়ি সামশেরগঞ্জের ধূলিয়ান পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে পাহাড়ঘাঁটি এলাকায়। শুভঙ্করের বাড়িও ওই প্রায় একই জায়গায়। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেতবোনা গ্রামে। আর ইসরাইলের বাড়ি ফরাক্কা থানার অন্তর্গত ইমামনগর গ্রামে। পরিবার সূত্রে খবর, মাস দু'য়েক আগে নিজ বাড়ি থেকে রাজমিস্ত্রি কাজের উদ্দেশ্যে দিল্লির গাজিয়াবাদে গিয়েছিলেন এই তিনজন।

এদিকে গাজিয়াবাদ থেকে পাওয়া খবর অনুসারে, এদিনেক এই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনা ঘটতেই তড়িঘড়ি তাদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গিয়েছে, দিল্লির হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পরই দেহ বাড়ি নিয়ে আসা হবে পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের বাড়িতে।

মস্কোর তেভর এলাকায় মিলল বিমানের ধ্বংসাবশেষ, প্রিগোজিনের দেহ থাকার জল্পনা

মস্কো, ২৬ অগস্ট: তীব্র হচ্ছে ওয়াগনার প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোজিনের মৃত্যুর গুঞ্জন। ইতিমধ্যেই উদ্ধার করা হয়েছে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত দশজনের দেহ। তার মধ্যে প্রিগোজিনের লাশ রয়েছে কি না, তা জানা যায়নি।

গত বুধবার থেকে একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম দাবি করছে, বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন রাশিয়ার কুখ্যাত ভাড়াটে সেনা ওয়াগনারের প্রধান প্রিগোজিনের। রুশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গগামী এক বেসরকারি সংস্থার এমব্রেয়ার লিগ্যাসি বিমান তেভর এলাকার কুজেনকিনো গ্রামের কাছে ভেঙে পড়ে। ওই বিমানে পাইলট, ক্রু, যাত্রী-সহ মোট ১০ জন ছিলেন। সকলেরই মৃত্যু হয়েছে। আর মৃতদের তালিকায় প্রিগোজিনও রয়েছেন বলেই গুঞ্জন। নানা বিতর্কের মাঝে শুক্রবার উদ্ধার করা হয়েছে ১০টি মৃতদেহ। এদিন, রাশিয়ার তদন্তকারী কমিটি জানিয়েছে, 'বিমান দুর্ঘটনায় মৃতদের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দেহগুলি শনাক্ত করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত জারি রয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে ফ্লাইট রেকর্ডাসও উদ্ধার হয়েছে।' কিন্তু নিহতদের মধ্যে আদৌ প্রিগোজিন রয়েছেন কি না সে বিষয়ে এখনও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ওয়াগনার প্রধানের মৃত্যুর জল্পনা প্রকাশ্যে আসতেই নানা মহলে জল্পনা শুরু হয়, তাঁকে নাকি হত্যা করা হয়েছে। আর সেই অভিযোগের তির রয়েছে পুতিনের দিকেই। অবশেষে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে প্রিগোজিনের মৃত্যু নিয়ে নীরবতা ভাঙেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, ওয়াগনার প্রধানের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন পুতিন। ১৯৯০ সাল থেকে প্রিগোজিনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। এই বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত যে সময়সাপেক্ষ সে কথাও জানিয়েছেন তিনি। রুশ প্রেসিডেন্টের মুখ খোলার আগে পর্যন্ত মস্কো কিংবা কোনও তদন্তকারী সংস্থা তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে শিলমোহর দেয়নি। ফলে পুতিনের এই বক্তব্যের পর আরও জোরাল হয় প্রিগোজিনের মৃত্যু নিয়ে জল্পনা।

উল্লেখ্য, গত জুন মাসে রুশ সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে গোটা বিশ্বে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন প্রিগোজিন। পরে অবশ্য জানা যায়, লড়াই থামিয়ে বেলারুশে ঘাঁটি গেড়েছেন ওয়াগনার প্রধান। শোনা গিয়েছিল, পুতিনের সঙ্গে নাকি বোঝাপড়াও হয়ে গিয়েছে তাঁর। কিন্তু প্রিগোজিনের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই অনেকে দাবি করেন নিজের পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলেছেন পুতিন। সিআইএ-র প্রাক্তন আধিকারিক ড্যানিয়েল হফম্যানও দাবি করেন, পুতিনের নির্দেশে খুন করা হয়েছে প্রিগোজিনকে!

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে লন্ডনের ঐতিহাসিক ইন্ডিয়া ক্লাব, তৈরি হবে অত্যাধুনিক হোটেল

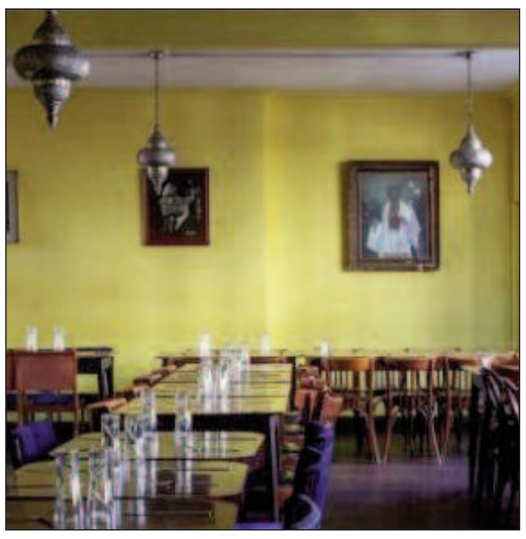

লন্ডন, ২৬ অগস্ট: শেষরক্ষা হল না, দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে লন্ডনের বুকে চিরতরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ঐতিহাসিক ইন্ডিয়া ক্লাব। যবনিকা পড়তে চলেছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাসের স্মৃতিজড়ানো এক অধ্যায়ের। এককালে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের আখড়া ছিল এই ক্লাব। খাওয়া-দাওয়া, আড্ডার পাশাপাশি চলত রাজনীতি, দেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা নিয়ে মতের আদানপ্রদান। এই নামী রেস্তোরাঁয় নিয়মিত যাতায়াত ছিল স্বাধীন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, পরবর্তীকালে ব্রিটেনে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত পদ অলঙ্কৃত করা কৃষ্ণ মেননেরও।

১৯৫১ সালে লন্ডনের স্ট্র্যান্ডে তৈরি হয় এই ইন্ডিয়া ক্লাব। যার উদ্যোক্তা ছিল ইন্ডিয়া লিগ নামে ভারতের স্বাধীনতাকামী একটি ব্রিটিশ সংগঠন। ১৯২৮ সালে মেননের নেতৃত্বেই ওই সংগঠন তৈরি হয়। লিগের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটন-পত্নী লেডি এডুইনা মাউন্টব্যাটেন।

ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত এই রেস্তোরাঁ কাম আড্ডাখানা ভেঙে ফেলার চেষ্টা অনেকদিনের। নতুন হোটেল নির্মাণের জন্য রেস্তোরাঁ আংশিক ভেঙে ফেলতে ওয়েস্টমিনস্টার সিটি কাউন্সিলে আবেদন করে রেস্তোরাঁর জমির মালিক মারস্টন প্রপার্টিজ। যদিও ২০১৮র আগস্টে লন্ডনের প্রাণকেন্দ্রে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ওই রেস্তোরাঁর গুরুত্ব স্বীকার করে সেই আবেদন খারিজ করে দেয় কাউন্সিল। জয় হয় রেস্তোরাঁর মালিক ইয়ডগার মার্কার ও তাঁর মেয়ে ফিরোজার। তাঁদের 'সেভ ইন্ডিয়া ক্লাব' উদ্যোগ সফল হয়। কিন্তু এবার তাঁরা সেটি আর রক্ষা করতে পারছেন না। মারস্টন প্রপার্টিজ তাঁদের নোটিশ দিয়ে জানিয়েছে, সেখানে রেস্তোরাঁ উঠে গিয়ে হবে অত্যাধুনিক হোটেল। তাই রেস্তোরাঁ খালি করে দিতে হবে। মার্কার ও ফিরোজা জানিয়েছেন, দুঃখের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি আগামী মাসে ঝাঁপ পড়ছে ইন্ডিয়া ক্লাবের। ১৭ সেপ্টেম্বর শেষবারের মতো জনসাধারণের জন্য খোলা থাকবে তার দরজা। সাদামাঠা রেস্তোরাঁর দেওয়ালে এখনও জ্বলজ্বল করছে ভারতের বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী নেতার ছবি। তবে মাত্র আর কটা দিন। বাটার চিকেন, মশালা ধোসার মতো আইটেমে প্রবাসে এশিয় সম্প্রদায়ের রসনা বিলাস মিটিয়ে আসা একটি প্রতিষ্ঠানের চিহ্নই সম্ভবত আর থাকবে না।

চিদম্বরম-পুত্র কার্তিকে বিদেশ যাত্রার অনুমতি দিল আদালত

নয়াদিল্লি, ২৬ অগস্ট: আইএনএক্স এবং এয়ারসেল ম্যাক্সিস-সহ চারটি দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরমকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিল দিল্লির বিশেষ সিবিআই আদালত। আগামী ১৫-২৭ সেপ্টেম্বর ফ্রান্স এবং ব্রিটেন সফরের অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের পুত্র কার্তি। বিচারক এমকে নাগপাল সেই আবেদন মঞ্জুর করেছেন।

আদালতকে কার্তি জানিয়েছিলেন, আগামী ১৮-২৪ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সে 'সেন্ট ট্রোপেজ ওপেন' নামে একটি এটিপি আন্তর্জাতিক টেনিস টুর্নামেন্টে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেখান থেকে ব্রিটেনে নিজের কন্যাকে দেখতে যাবেন বলেও আদালতকে জানান তিনি। দুর্নীতি মামলাগুলির তদন্তকারী দুই কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) তামিলনাড়ুর কংগ্রেস সাংসদকে বিদেশযাত্রার অনুমতি না-দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু বিচারক নাগপাল তা অগ্রাহ্য করেন।

প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার জন্য ২০১৯ সালে আমেরিকা, জার্মানি ও স্পেনে যেতে শীর্ষ আদালতের অনুমতি চেয়েছিলেন কার্তি। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের বেঞ্চ ১০ কোটি টাকা জমা রাখার শর্তে বিদেশযাত্রার অনুমতি দিয়েছিল তাঁকে। আইএনএক্স মিডিয়া দুর্নীতি মামলায় কয়েক মাস আগেই কার্তির ১১ কোটি চার লক্ষ টাকার সম্পত্তি লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ইডি। ইডির তরফে জানানো হয়েছে কর্নাটক এবং তামিলনাড়ুর চারটি সম্পত্তি রয়েছে এই তালিকায়। বেআইনি আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইনেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাটির দাবি।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচল, উত্তরাখণ্ড, তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি কেরলের

তিরুঅনন্তপুরম, ২৬ অগস্ট: উত্তর ভারতের বেশির ভাগ রাজ্যে যখন বৃষ্টির তাণ্ডব চলছে, তার ঠিক উল্টো ছবি ধরা পড়ল দক্ষিণ ভারতেরই একটি রাজ্যে। বৃষ্টি নয়, বরং গরমে পুড়ছে উপকূলীয় রাজ্য কেরল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এই রাজ্যের ১৪টি জেলায় প্রবল গরমের সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, বর্ষার মরশুমের কারণে যেখানে দেশের অন্যান্য প্রান্তে তাপমাত্রা কিছুটা কমছে, কেরলে কিন্তু তাপমাত্রা উত্তরোত্তর বাড়ছে। অগস্টেও এই রাজ্যে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর থেকে রাজ্যবাসীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত বাড়ির বাইরে না বেরোনোর পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে তাঁদের। রাজ্যে বর্ষার ছবিটা খুব একটা সুখকর নয়। যে রাজ্য দিয়ে দেশে বর্ষার আগমন ঘটে, সেই রাজ্যেই এখন খরার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই যেটুকু বৃষ্টি হচ্ছে, সেই জল নষ্ট না করে ধরে রাখার জন্যও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে রাজ্যবাসীদের। গত বছরে এই অগস্টেই প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল দক্ষিণ এবং মধ্য কেরলে। কিন্তু এ বছর সেখানে এই মাসেই বিপরীত ছবি ধরা পড়েছে। বৃষ্টির দেখা তো মিলছেই না, বরং তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতির সঙ্গে যুঝতে হচ্ছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, সমতলে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়ালে তাপপ্রবাহ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সেই তাপমাত্রা যদি উপকূলীয় অঞ্চলে ৩৭ ডিগ্রি বা তার কাছাকাছি পৌঁছয়, তখন তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি ঘোষণা করা হয়। মৌসম ভবন জানিয়েছে, তিরুঅনন্তপুরম, কোলামে বুধবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের তুলনায় ৩-৫ ডিগ্রি বেশি। অন্যদিকে, আলাপ্পুঝা, কোট্টায়ম এবং পালাক্কড়ে বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর্নাকুলাম, ত্রিশূর, মালাপ্পুরম এবং কোঝিকোড়ে তাপমাত্রা ছিল ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ৩-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আর্দ্রতাও। ফলে ৩৭ ডিগ্রিতেও তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির মতো অনুভূতি হচ্ছে। যার জেরে অস্বস্তি বাড়ছে। তবে মৌসম ভবনের এক সূত্র জানিয়েছে, অগস্টে তাপমাত্রা বাড়লেও, সেপ্টেম্বরের শুরুতে রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। তবে বিক্ষিপ্ত ভাবেই হবে সেই বৃষ্টি।

হিমালয়ের দুই রাজ্য হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড বর্ষার মরশুমের শুরু থেকেই বৃষ্টি এবং বন্যা পরিস্থিতির সঙ্গে যুঝছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ধসের মতো ঘটনাও। জুন থেকে অগস্টের মধ্যে এই দুই রাজ্যে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে বৃষ্টি, বন্যা পরিস্থিতি এবং ধসের কারণে। বৃষ্টির তাণ্ডব চলছে উত্তর ভারতের অন্য রাজ্যগুলিতেও।

এয়ার ইন্ডিয়ার নিরাপত্তায় গলদ নিয়ে বিস্ফোরক রিপোর্ট ডিজিসিএ-এর

নয়াদিল্লি, ২৬ অগস্ট: এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে বড়সড় গাফিলতির সন্ধান পেল ডিজিসিএ। বিমানের সুরক্ষা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেল বিমান নিয়ন্ত্রক সংস্থার রিপোর্টে। জানা গিয়েছে, ডিজিসিএর দুই আধিকারিক এই রিপোর্ট পেশ করেন। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে নিরাপত্তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করেন তাঁরা। যদিও এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পরে জবাব দিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়াও।

তবে ডিজিসিএর এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পরেই মুখ খুলেছেন এয়ার ইন্ডিয়ার এক মুখপাত্র। তিনি বলেন, বিমানের নিরাপত্তা নিয়ে নিয়মিত অডিট চালানো হয়। প্রয়োজন পড়লে বাইরে থেকেও বিশেষজ্ঞদের ডেকে এনে অডিট করানো হয়। তবে উড়ান সংস্থার কাজে যেসমস্ত ত্রুটি ধরা পড়েছে সেগুলি দ্রুত শুধরে নেওয়া হবে।

ডিজিসিএর প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিমান নিয়ন্ত্রক সংস্থার দুই আধিকারিক এয়ার ইন্ডিয়ার নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন। সেখানেই বড়সড় গাফিলতির প্রমাণ মিলেছে। দুই সদস্যের দলের রিপোর্টে লেখা হয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়ার নিরাপত্তা নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। সেই বিষয়গুলি নিয়ে আপাতত ভাবনাচিন্তা করছে ডিজিসিএ।

উল্লেখ্য, ডিজিসিএর রিপোর্টে একাধিক বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছে। কেবিনের নজরদারি থেকে শুরু করে কার্গো, র‍্যাম্প, লোড ম্যানেজমেন্টের মতো মোট ১৩টি ক্ষেত্রের অডিট রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হয়। প্রত্যেকটি রিপোর্টেই কারচুপি রয়েছে বলে জানিয়েছে ডিজিসিএ। আধিকারিকদের অনুমান, তড়িঘড়ি ডিজিসিএকে জমা দেওয়ার জন্য এই রিপোর্ট তৈরি করেছিল এয়ার ইন্ডিয়া।

ব্রিকসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই পাকিস্তানের!

ইসলামাবাদ, ২৬ অগস্ট: দু'দিন আগেই শেষ হয়েছে ব্রিকস সামিট। এবারের সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল সম্প্রসারণ। যেখানে এই জোটের সঙ্গে যুক্ত হতে আবেদন করে রেখেছে ১২টি দেশ। কিন্তু সেই তালিকায় নেই পাকিস্তান। আপাতত এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই বলেই জানিয়ে দিল পাক বিদেশমন্ত্রক।

শুক্রবার পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মুমতাজ জাহরা বালোচ বিবৃতি দিয়ে জানান, ব্রিকসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য পাকিস্তানের তরফে কোনও আবেদন জানানো হয়নি। জোহানেসবার্গের এই সম্মেলনে উপর আমরা নজর রেখেছিলাম। ওখানে যে বহুত্ববাদের নীতি রয়েছে সে বিষয়ও আমরা জানি। পাকিস্তান বহুত্ববাদের সমর্থক। আগামী দিনে এই গোষ্ঠী কী কী উন্নতি করে সে দিকে আমরা নজর রাখব। তারপরই আমরা ব্রিকসের সঙ্গে সংযুক্তির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করব। পাকিস্তান উন্নয়নশীল দেশ এবং সমস্ত দেশের মধ্যে শান্তি, সংহতি ও সহযোগিতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলেও দাবি করেন মুমতাজ।

প্রসঙ্গত, গত ২২ থেকে ২৪ অগস্ট জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চদশ ব্রিকস সম্মেলন। এবারের সামিটের নেতৃত্ব দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছিলেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এই গোষ্ঠীর সম্প্রসারণ হয় কি না তার উপর নজর ছিল গোটা বিশ্বের।

সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে আধা সেনাকে সতর্ক করল গোয়েন্দা বিভাগ

নয়াদিল্লি, ২৬ অগস্ট: দেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতিয়ে নিতে বেছে বেছে দেশের নিরাপত্তাবাহিনীর কর্মীদের টার্গেট করা হচ্ছে। অনলাইনে বন্ধুত্ব পাতিয়ে 'যৌনতার ফাঁদে' ফেলা হচ্ছে। এই বিষয়ে এবার কেন্দ্রীয় বাহিনীগুলিকে সতর্ক করল দেশের গোয়েন্দা সংস্থা। সিআরপিএফ, আইটিবিপি, সিআইএসএফ , বিএসএফের সমস্ত কর্মীদের বলা হয়েছে, এবার থেকে তাঁরা সমাজমাধ্যমে ছবি পোস্ট করতে পারবেন না, বানানো যাবে না রিল, বন্ধুত্বের অনুরোধের বিষয়েও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। সাম্প্রতিক একাধিক ঘটনায় 'যৌনতার ফাঁদ' পেতে অনলাইনে বন্ধুত্ব পাতানো, ছবি এবং ভিডিও শেয়ার করার মতো ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাকিস্তানে পাচারের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন বেশ কিছু আধিকারিক। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চপদস্থ। এই পরিস্থিতিতেই বিশেষ সতর্কবার্তা গোয়েন্দাদের। আধাসামরিক বাহিনীর পাশাপাশি পুলিশকর্মীদেরও সমাজমাধ্যম নিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যা অমান্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে কর্মীদের। ইতিমধ্যে সিআরপিএফ-এর কর্মীদের এই বিষয়ে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বার্তা পেয়েছেন দিল্লি পুলিশের কর্মীরাও। ছবি, ভিডিওর পাশাপাশি উস্কানিমূলক, কুরুচিকর মন্তব্য না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাজের সময় সমাজমাধ্যম ব্যবহার করতেও বারণ করা হয়েছে।

৬৩৪ সদস্যের বিশাল দল নিয়ে এশিয়ান গেমসের জন্য হাংঝাউতে যাবে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: আসন্ন এশিয়ান গেমসের দল ঘোষণা করল ভারত। চিনের হাংঝাউতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই গেমসের আসর। আর সেই গেমসেই ৬৩৪ সদস্যের বিশাল এক দল নিয়ে খেলতে নামছে ভারত। তবে ৬৩৪ জনকে বেছে নেওয়া হলেও বাদ পড়েছেন প্রায় দুই শতাধিক ক্রীড়াবিদ। ২১৬ জনের সুপারিশ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে। ফলে এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার ছাড়পত্র পাননি এই ক্রীড়াবিদরা। যার মধ্যে রয়েছেন কমনওয়েলথ গেমসের সোনাজয়ী বাঙালি ভারোত্তোলক অচিন্ত্য শিউলিও।

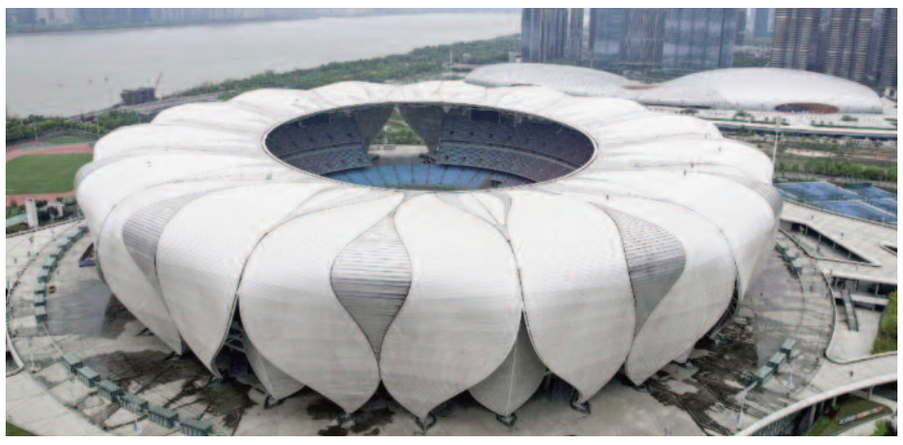

শুক্রবার কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে এশিয়ান গেমসে খেলতে চলা ভারতীয় দলের চূড়ান্ত তালিকা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সবথেকে বড় দল যাচ্ছে অ্যাথলেটিক্সে। যে দলে থাকবেন নীরজ চোপড়া, মুরালী শ্রীশঙ্করের মতো অ্যাথলিটরা। দ্বিতীয় বৃহত্তম দল রয়েছে ফুটবলে। অনেক নাটক, দীর্ঘ টালবাহানার পরে এআইএফএফের অনুরোধে ভারতীয় ফুটবল দলকে শেষ পর্যন্ত গেমসে পাঠানোর ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক।

এশিয়ান গেমস খেলা নিয়ে ছিল অনিশ্চয়তা ছিল ফুটবল দলের কারণ এশিয়াতে ক্রমতালিকায় প্রথম দশে ছিল না তারা। আর নিয়মানুযায়ী তাদের এই ছাড়পত্র পাওয়ার কথা নয়। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের অনুরোধে এবং সাম্প্রতিক ভালো পারফরম্যান্সের কথা মাথায় রেখে বিশেষ ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের তরফে। আসন্ন এশিয়ান গেমসে পুরুষ এবং মহিলা মিলিয়ে মোট ৪৪ জন ফুটবলার যাবেন চিনে।

ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন তথা আইওএর তরফে আসন্ন এশিয়ান গেমসের জন্য ৮৫০ জন ক্রীড়াবিদের নাম সুপারিশ করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কাছে। প্রতিযোগিতার যোগ্যতা অর্জনের যোগ্যতামান সহ বাকি বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার পর ৬৩৪ জন ক্রীড়াবিদকে ছাড়পত্র দিয়েছে ক্রীড়ামন্ত্রক। ভারোত্তোলন, জিমন্যাস্টিক্স, হ্যান্ডবল এবং রাগবির পুরুষ দলকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি। ভারোত্তোলন এবং কুরুসে যাচ্ছেন দু'জন করে। চিনে যাচ্ছেন মাত্র একজন ভারতীয় জিমন্যাস্ট। চিনের হাংঝাউতে এশিয়ান গেমস শুরু হবে ২৩ সেপ্টেম্বর। চলবে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত। গতবারের গেমসে ভারতের ৫৭২ জন ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৬টি সোনা-সহ ৭০টি পদক জিতেছিল ভারত। মোট ৩৮টি খেলায় অংশ নেবেন ভারতীয় ক্রীড়িবিদরা।

অ্যাথলেটিক্সের দলে রয়েছেন ৬৫ জন। যার মধ্যে পুরুষ ৩৪ জন এবং মহিলা খেলোয়াড় ৩১ জন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ফুটবল। তৃতীয় স্থানে রয়েছে হকি। পুরুষ এবং মহিলাদের দল মিলিয়ে মোট ৩৬ জন খেলোয়াড়কে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এরপর রয়েছে সেলিং। যেখানে মোট ৩৩ জন ভারতীয় সেলার খেলবেন এশিয়ান গেমসে। এছাড়াও তিরন্দাজিতে ১৬, অ্যাকোয়াটিক্সতে ২২, ব্যাডমিন্টন ১৯, বক্সিং ১৩, সাইক্লিং ১০, জুডো ৪, শুটিং ৩০, টেবল টেনিস ১০, ভারোত্তলন ২ (এই ইভেন্টে পুরুষ অ্যাথলিট নেই), ব্রিজ ১৮, দাবা ১০, গল্ফ, সফ্ট টেনিস ১০, স্কোয়াশ ৮, জু-জিৎসু ৬, কুরাস ২, টেনিস ৯, ইস্পোর্টস ১৫, উশু ১০,কায়াকিং ও ক্যানোয়িং ১৭, সিপ্যাক-টাকরো ১৬, রোলার স্কেটিং ১৪, জিমন্যাস্টিক্স ১, ফেন্সিং ৯, কুস্তি ১৮, ইকুস্টেরিয়ান ১১, স্পোর্টস ক্লাইম্বিং ৭, ক্রিকেট ৩০, হ্যান্ডবল ১৬, কবাডি ২৪, রাগবি ১২, বাস্কেটবল ২০, ভলিবল ২৪ জন থাকছেন।সবমিলিয়ে ৩২০ জন পুরুষ এবং ৩১৪ জন ভারতীয় মহিলা প্রতিযোগী থাকছেন এশিয়ান গেমসে।

বিরাট-বাবরের তুলনা অনুচিত, বলছেন সঞ্জয় মঞ্জরেকর

নিজস্ব প্রতিনিধি: সেরা ক্রিকেটারদের তুলনা বরাবরই কিংবদন্তিদের সঙ্গে হয়ে থাকে। ক্রিকেট বিশ্বে প্রায়শই কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলির তুলনা হয়। শুধু তাই নয়। কোহলি এবং পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজমেরও তুলনা হয়। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ থাকলে বিরাট-বাবরের তুলনাটা যেন একটু বেশিই বাড়ে। শিয়রে যেহেতু এশিয়া কাপ তাই আরও এক বার বিরাট এবং বাবরকে নিয়ে তুমুল আলোচনা এবং তুলনা চলছে। যদিও ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় মঞ্জরেকর মনে করেন, বিরাট এবং বাবরের তুলনা হওয়াটা অনুচিত। অন্যদিকে আর এক প্রাক্তন ক্রিকেটার জানিয়েছেন, বাবর আজমকে দেখলে তাঁর বিরাট কোহলির কথা মনে পড়ে।

এমন প্রেক্ষাপটে ফের একবার বিরাট বনাম বাবরের লড়াই নিয়ে শুরু হয়েছে। এবার এই ডুয়েলের মধ্যে ঢুকে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন বিশ্বকাপ জয়ী অলরাউন্ডার টম মুডি। বিরাট ও বাবরের তুলনা নিয়ে সম্প্রতি সঞ্জয় মঞ্জরেকর এশিয়া কাপের সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টসে বলেন, 'দু'জনই দারুণ ক্রিকেটার। বাবর কিন্তু বয়সে বিরাটের থেকে ছোট। সামনে যে টুর্নামেন্ট তা টি-২০ ফর্ম্যাটে নয়। এশিয়া কাপ ওডিআই ফর্ম্যাটে হবে। সেখানে বিরাটের দিকে নজর তো থাকবেই, বাবরের দিকেও বাড়তি নজর থাকবে।' সঞ্জয় মঞ্জরেকর একদিকে বিরাট-বাবরের তুলনা চাইছেন না। অন্যদিকে, প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার টম মুডি আবার বলেছেন, 'বাবর আমাকে বিরাটের কথা মনে করায়।' তিনি আরও বলেন, 'ওর ব্যাটে যে দারুণ দারুণ ক্রিকেট শটগুলো দেখা যায় যা দেখে মনে হয় ও বল দারুণ ভাবে পড়তে পারে। যেটা বিরাট গত এক দশক ধরে করে আসছে। বছরের পর বছর ধরে বিরাট কোহলি যে ভাবে রান তাড়া করে আসছে, সেটা এখন বাবর করে দেখাচ্ছে। বলাই যায় ওদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। তাই আমি এমনটা বলতে পারি না যে বিরাট কোহলি আসন্ন এশিয়া কাপে বাবর আজমকে ছাপিয়ে যেতে পারবে। তবে ওরা একে অপরের উপর চাপ তৈরি করতে পারে এ কথা অস্বীকার করার জায়গা নেই।

ওদের ব্যাটিং দেখার একটা আলাদাই মজা হবে।' উল্লেখ্য, ওডিআইতে বিরাট কোহলি এখনও অবধি ২৭৫টি ম্যাচ খেলেছেন। তাতে কোহলি করেছেন ১২,৮৯৮ রান। কোহলির গড় ৫৭.৩২। অন্যদিকে বাবর ওডিআইতে ১০২টি ম্যাচ খেলেছেন। তাতে করেছেন ৫১৪২ রান। গড় ৫৮.৪৩।

ফের ভারত-পাক মহারণ! মেগা ফাইনালের আগে নীরজকে শুভেচ্ছা জানালেন আর্শাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের আগে ফের একবার ভারত বনাম পাকিস্তানের ডুয়েল। তবে এবার ক্রিকেট নয়। জ্যাভলিনের মঞ্চে। চলতি বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের মেগা ফাইনালে নীরজ চোপড়ার বিরুদ্ধে নামতে চলেছেন পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিম। গত কমনওয়েলথ গেমসে আর্শাদ চ্যাম্পিয়ন হলেও, আর্শাদকে হারিয়ে টোকিও অলিম্পিক্সে সোনা জিতেছিলেন নীরজ। তবে দুই তারকার মধ্যে লড়াই তুঙ্গে হলেও, একে অপরকে সম্মান করেন। মরসুমের সেরা ৮৭.৭৭ মিটার দূরে বর্শা ছুঁড়ে সবার উপরে নীরজ। তাঁর নীচেই রয়েছেন আর্শাদ। ৮৬.৫৯ মিটার দূরে বর্শা ছোঁড়েন তিনি।

মেগা ফাইনালের আগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশের আর্শাদ 'সোনার ছেলে'-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তনীরজ ভাই আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনি দারুণ পারফরম্যান্স করছেন। আমি আরও ভাল ফল করতে চাই। জ্যাভলিন হাতে পারফর্ম করে আপনি গোটা দুনিয়ার কাছে ইতিমধ্যেই সমীহ আদায় করে নিয়েছেন। এবার আমার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পালা।দ

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপস্তরে নীরজ ও আর্শাদ দু'জনেই ফাইনালে প্রবেশ করেছেন। ফলে একইসঙ্গে তাঁরা প্যারিস অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাই তাঁদের এই ডুয়েল হবে দেখার মতো। জ্যাভলিন থ্রো-র ফাইনালে এবার সুযোগ পেয়েছেন নীরজ, আর্শাদ ও অভিষেককারী ডিপি মানু, কিশোর জিনা।

এবার বিশ্ব অ্যাথলিটেক্স চ্যাম্পিয়শিপের ফাইনাল আয়োজিত হবে ১২ সদস্যের মধ্যে। অর্থাৎ, এবার ফাইনালের ১২ জন যোগ্যতা অর্জন করেছেন। যারমধ্যে নীরজ চোপড়া প্রথমবারের চেষ্টায় ফাইনালে প্রবেশ করেছেন। বাকিরা দু'বারের চেষ্টায় ফাইনালে প্রবেশ করেন। রবিবার রাতে আয়োজিত হবে ফাইনাল ম্যাচ।

এবার ফাইনালে ভারতের হয়ে চারজন সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে রোহিত যাদব চোট পাওয়ায় তিনি খেলতে পারবেন না। ফলে এবার ভারত থেকে তিনজন ফাইনালে খেলবেন। নেতৃত্ব থাকবেন নীরজ। ফাইনালে ভারত বাদেও বাকিদের মধ্যে রয়েছেন পাকিস্তানের আর্শাদ, চেক প্রজাতন্ত্রের জাকুব ভাডলেজ, জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার। এদের মধ্যে একমাত্র নীরজ ও আর্শাদ ৮৫.৫০ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছুঁড়ে প্যারিস অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে আর্শাদের সেরা থ্রো ৮৬.৫৯ মিটার। যেখানে নীরজের ছিল ৮৮.৭৭ মিটার। তিনি অটোমেটিক সুযোগ পেয়ে যান। চলতি বছর এখনও কোনও অ্যাথলিট ৯০ মিটারের মার্ক স্পর্শ করতে পারেননি। তবে গত বছর আর্শাদ কমনওয়েলথ গেমসে ৯০.১৮ মিটার দূরত্ব স্পর্শ করেন। ফলে তিনি এবার নীরজের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ খাড়া করছেন। এবার দেখার কে শেষ হাসি হাসে।

ব্যাডমিন্টনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ সেমিতে প্রণয়! হারালেন বিশ্বের এক নম্বরকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: কিছুক্ষণ আগেই দুই ড্যানিশের হাতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল চিরাগ-সাত্ত্বিকের স্বপ্ন। ১১তম বাছাই কিম আস্ত্রুপ এবং অ্যান্ডার্স স্কারুপ জুটির কাছে ১৮-২১, ১৯-২১ গেমে হারেন তাঁরা। ভারতের এই ডবলস জুটির হারের যোগ্য জবাব দিলেন এইচএস প্রণয়। যদিও সবাই ভেবেছিল বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর তারকা ভিক্টর অ্যাক্সেলসেনকে থামাতে পারবেন না তিনি।

কিন্তু প্রণয় যে নিজের খেলার কতটা উন্নতি করেছেন তার প্রমাণ রাখলেন এবার। নিখুঁত গেম প্ল্যান এবং হার না মানা মনোভাব দেখিয়ে পরাস্ত করলেন প্রতিপক্ষকে। প্রথম সেটে উড়ে গিয়েও ম্যাচে দারুণ ভাবে ফিরলেন ভারতের খেলোয়াড়। বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বরকে হারালেন ১৩-২১, ২১-১৫, ২১-১৬ গেমে। বোঝাই যাচ্ছিল প্রথম সেটে যখন অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিলেন তখন আর অযথা নিজের এনার্জি নষ্ট করার পথে হাটেননি প্রণয়। জমিয়ে রেখে ছিলেন শেষ দুটো সেটে উজাড় করে দেবেন বলে। সেটাই হল। দ্বিতীয় সেটে ভিক্টর ২-১ এগিয়ে গেলেও প্রত্যাবর্তন করেন প্রণয়। ৪-৩ এগিয়ে যান। এর পর দুই খেলোয়াড়ই লড়াই করতে থাকেন। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়েননি। কিন্তু প্রনয়ের কোর্ট কভারেজ এবং দ্রুতগতির রিটার্ন আর সামলাতে পারেননি ভিক্টর। সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেন প্রণয়।

হ্যারির জন্য বিশ্বকাপের দরজা এখনও খোলা, ইঙ্গিত বাটলারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথমত জাতীয় দলের হয়ে খেলা, তারপর বিশ্বকাপে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখেন অনেক ক্রিকেটার। দেশের জার্সিতে অভিষেক হওয়ার পর ভালো খেলেও হঠাৎ করেই যদি দল থেকে বাদ পড়েন কোনও ক্রিকেটার, আর বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন যদি ভেঙে যায়? তা হলে হতাশ হয়ে পড়েন অনেক ক্রিকেটার। সম্প্রতি ইংল্যান্ড ভারতের মাটিতে হতে চলা ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। তাতে দল তাঁকে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু তার জবাব তিনি মুখে নয়, দিয়েছেন ব্যাট হাতে। কথা হচ্ছে ইংল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটার হ্যারি ব্রুককে নিয়ে। দ্য হান্ড্রেডে দ্রুততম সেঞ্চুরি করে হ্যারি ইসিবিকে দারুণ জবাব দিয়েছেন। এবং তাঁকে বিশ্বকাপের দলে নেওয়ার জন্য ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডকে ভাবতে বাধ্য করেছে। এরই মাঝে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জস বাটলার ইঙ্গিত দিয়েছেন, হ্যারির জন্য বিশ্বকাপের দরজা বন্ধ হয়নি। তা এখনও খোলা।

ক্রিকেট মহলের মতে, বেন স্টোকস ওডিআইতে অবসর ভেঙে ফেরায় দল থেকে বাদ পড়েছেন হ্যারি ব্রুক। এমনটা নয় যে ইংল্যান্ড আর তাদের প্রাথমিক স্কোয়াডে পরিবর্তন করতে পারবে না। হ্যারি ব্রুককে ভারত সফরের জন্য রিজার্ভ প্লেয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে ইংল্যান্ড। কিন্তু মূল দলেও তাঁর এন্ট্রি হতেই পারে। কারণ ২৮ সেপ্টেম্বর অবধি ইংল্যান্ডের কাছে সুযোগ থাকবে তাদের জমা দেওয়া স্কোয়াডে চাইলে পরিবর্তন করার। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জস বাটলার জানিয়েছেন, এখনও বিশ্বকাপের স্কোয়াডে ঢোকার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি হ্যারি ব্রুকের। তবে বেন স্টোকস টিমে আসায় দলের কৌশল বদলে গিয়েছে। তাই নানা সমীকরণও বদলে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। তাঁর কথায়, '(ভারতের) বিমানে ওঠার আগে এখনও অনেক সময় রয়েছে। কাজেই আমরা অপেক্ষা করব এবং দেখব কী হয়। আমরা সকলেই জানি, হ্যারি ব্রুক দুর্দান্ত একজন ক্রিকেটার এবং সেদিনও আমরা দেখলাম, ও কী করতে পারে। এই মুহূর্তে এটা ওর দুর্ভাগ্য যে ও স্কোয়াডে নেই।' বাটলার আরও বলেন, 'বেন স্টোকস দুর্দান্ত এক ক্রিকেটার। ও দলে ফেরায় ওকে স্বাগত জানাই। তবে দল নির্বাচন এই জন্যই খুব কঠিন ছিল। অনেক ক্রিকেটারই দীর্ঘ সময় ধরে ভালো পারফর্ম করছে। আমদের সব দিক ভাবনা চিন্তা করতে হচ্ছে।' এ বার দেখার ভালো পারফর্ম করা জন্য সত্যিই বিশ্বকাপের জন্য ইংল্যান্ডের স্কোয়াডে ব্রুকের জায়গা হয় কিনা।

অনুশোচনায় ভোগা ওলোঙ্গা ক্ষমা চাইলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: এখনো অনুশোচনায় ভুগছেন হেনরি ওলোঙ্গা। গত বুধবার ক্যানসারে আক্রান্ত সাবেক জিম্বাবুয়ে সতীর্থ হিথ স্ট্রিকের 'মৃত্যু'তে শোক জানিয়ে এবং পরে মৃত্যুর খবরটা যে সঠিক নয়, সেটি জানিয়ে ক্রিকেট,বিশ্বে তোলপাড় তুলেছিলেন সাবেক এই পেসার। বার্তা সংস্থা রয়টার্সসহ অন্যান্য সংবাদমাধ্যম স্ট্রিকের বন্ধু ওলোঙ্গার টুইটকে উদ্ধৃত করে তাঁর মৃত্যুসংবাদ জানিয়েছিল। এ ঘটনায় অনুশোচনায় ভোগা ওলোঙ্গা ফেসবুকে দীর্ঘ পোস্টে ক্ষমা চেয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার এবিসি রেডিও অ্যাডিলেডে গত বৃহস্পতিবার এ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সবাইকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন জিম্বাবুয়ের হয়ে ৩০টি টেস্ট এবং ৫০টি ওয়ানডে খেলা ওলোঙ্গা। ৪৭ বছর বয়সী ওলোঙ্গা এখন বাস করছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেডে।

২০০৩ বিশ্বকাপ চলকালে জিম্বাবুয়ের মুগাবে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে দেশ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। সে যা,ই হোক, এবিসি রেডিওকে ওলোঙ্গা জানিয়েছিলেন ফেসবুকে জিম্বাবুইয়ান স্পোর্টিং ফোরাম নামের একটি পেজে স্ট্রিকের মারা যাওয়ার খবর দেখেন। তাঁর আরেক সাবেক সতীর্থও নাকি জানিয়েছিলেন স্ট্রিক মারা গেছেন।

এরপরই টুইটারে স্ট্রিকের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে ভুলটা করে বসেন ওলোঙ্গা। জিম্বাবুয়ের হয়ে টেস্টে ৬৮ ও ওয়ানডেতে ৫৮ উইকেট নেওয়া সাবেক পেসার সেই ভুলের দুঃখবোধ থেকে সম্ভবত এখনো বের হয়ে আসতে পারেননি। নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে স্ট্রিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া এবং স্ট্রিকের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে বিশাল এক লেখা পোস্ট করেছেন ওলোঙ্গা। সেখানেও ৪৯ বছর বয়সী স্ট্রিকের মৃত্যুসংবাদ কীভাবে পেলেন, তার ব্যাখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি ক্ষমাও চেয়েছেন সাবেক এই ক্রিকেটার।

ওলোঙ্গা তাঁর ফেসবুক পোস্টে ক্ষমা চেয়ে লিখেছেন, 'মারাত্মক সেই ভুলের পর আমি স্ট্রিকের পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়েছি। তাদের জন্য এটা বেশি বেশি হয়ে গেছে।'

হিথ স্ট্রিকের মৃত্যুসংবাদ কীভাবে পেয়েছেন, সেই ব্যাখ্যায় ওলোঙ্গা লিখেছেন, 'এ বছরের শুরুতে যখন খবর পেলাম স্ট্রিক ভালো নেই, তখন আমি নিজের কাজে নিমজ্জিত জীবন থেকে উঠে এসে যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করেছি। স্ট্রিক আমাকে তার চিকিৎসার খোঁজখবর জানাত, সম্পর্কটা আবার জমে উঠেছিল। নাদিনের (স্ট্রিকের স্ত্রী) সঙ্গেও তা, ই। জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটে তারাই আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। বাকিদের সঙ্গে যোগাযোগ কম হয়। যেভাবেই হোক আমি জেনেছিলাম, স্ট্রিকের শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়েছে। তার মৃত্যুর কথা ভেবে তাকে নিয়ে ভালো ভালো কথা লেখার কথা ভাবছিলাম এবং তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। এই ভুলটা কীভাবে হলো, তার বিশদ বর্ণনা আমি দেব না, তবে এতটুকু বলতে পারি, বাকিদের মতো আমিও এটা ফেসবুক থেকে জেনেছি। বিষয়টি নিশ্চিত হতে তৎক্ষণাৎ স্ট্রিক ও নাদিনকে খুদে বার্তা পাঠাই। রাত গভীর হওয়ায় তাদের উত্তর দিতে দেরি হয়। স্ট্রিকের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক আছে;এমন পরিচিত কয়েকজন (ক্রিকেট) সতীর্থের কাছেও খোঁজ নিই এবং তারা জানায় খবরটি সত্য। একদম সরাসরি প্রশ্ন করেছিলাম তাদের, উত্তরে তারা আশ্বস্ত করেছিল। যেহেতু আগের দিন স্ট্রিকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, তাই ঘটনাটা আমার কাছে একদম আকস্মিক ছিল। তবে হৃদয়টা ভেঙে গিয়েছিল এবং স্ট্রিক সত্যিই মারা গেছে বলে বিশ্বাস করেছিলাম। আমার যেমন লেগেছে, আমার ধারণা বাকিদেরও খবরটি শুনে একই রকম লেগেছে।'

ওলোঙ্গা এরপর লিখেছেন, 'অবশ্যই আমি খুব দুঃখিত; কারণ, খবরটিকে নিরেট সত্য হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম। এরপর নিজের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছি, যেটা আরও অনেকেই করেছেন। কয়েক ঘণ্টা পর স্ট্রিক আমাকে খুদে বার্তা পাঠিয়ে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বলে (তার রসিকতাজ্ঞান দুর্দান্ত)। এরপর আমি ভুলটা সংশোধন করি, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এ যুগে কি এত তাড়াতাড়ি এসব ভুল সংশোধন সম্ভব? যতটা পেরেছি করেছি।'

ওলোঙ্গার দীর্ঘ ফেসবুক বার্তার শেষটায় বোঝা যায়, ভুলটা তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে, 'আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝবেন এবং দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটির জন্য আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। এটা নিয়ে আমি খুব মনঃকষ্টে আছি। তবে আমাদের চ্যাম্পিয়নের (স্ট্রিক) জন্য সবাই যেভাবে ভালোবাসা নিংড়ে দিয়েছে, সেসব দেখে হৃদয়টা উষ্ণ হয়েছে। এত কিছুর মধ্যে এটাই সম্ভবত একমাত্র ভালো দিক।'

স্ট্রিকের খুদে বার্তা পাওয়ার পর টুইটারে তার স্ক্রিনশট পোস্ট করে ওলোঙ্গা আবার টুইট করেছিলেন, 'আমি নিশ্চিত করছি, হিথ স্ট্রিকের মৃত্যুর সংবাদ নিছকই গুজব। তার সঙ্গে মাত্রই কথা হলো। থার্ড আম্পায়ার তাঁকে ফিরিয়ে এনেছেন। বন্ধুরা, সে বেঁচে আছে।'

ভারতের সংবাদমাধ্যম ভারতীয় পত্রিকা মিড ডে স্ট্রিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিশ্চিত করে তিনি বেঁচে আছেন। হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় স্ট্রিক মিড ডেকে বলেন, 'এটা গুজব। আমি জীবিত আছি, ভালোই আছি। আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই যুগে এত বড় একটা খবর কারও কাছ থেকে নিশ্চিত না হয়েই কীভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আমার মনে হয় যে সূত্র এই খবর ছড়িয়েছে, তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

ভারতের আরেক সংবাদমাধ্যম স্পোর্টস্টার জানিয়েছিল, বাসায় বসে সংবাদমাধ্যমে নিজের মৃত্যুর খবর পেয়েছেন স্ট্রিক। ৪৯ বছর বয়সী সাবেক এই পেসার স্পোর্টস্টারকে বলেছেন, 'এখন ভালো আছি এবং ক্যানসার থেকে সেরে ওঠার পথে আছি।'

রোনাল্ডোর দুরন্ত হ্যাটট্রিক

আল ফাতহে-কে উড়িয়ে দিল আল নাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৯০ মিনিটের যুদ্ধে ফের একবার জ্বলে উঠলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁর হ্যাটট্রিকের সঙ্গে যোগ হল সাদিও মানে এবং ওটাভিওর গোল। ফলে চলতি সৌদি প্রো লিগে আল ফাতেহ-র বিরুদ্ধে ৫-০ গোলে জয় পেল আল নাসের।

এই নিয়ে নিজের কেরিয়ারে ৬৩তম হ্যাটট্রিক করলেন সিআর সেভেন। এবং চলতি মরসুমে প্রথম হ্যাটট্রিকের দেখা পেলেন পর্তুগালের মহাতারকা। তাঁর কাছে বয়স শুধু একটা সংখ্যা মাত্র। শেষ বিশ্বকাপে মেসি যখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, তখন চোখের জলে ব্যর্থ হয়ে পর্তুগালের জার্সিতে বিদায় নিয়েছিলেন। এরপর রোনাল্ডো যখন সৌদি আরবে খেলতে গেলেন, অনেকেই বলেছিলেন ইউরোপের কেউ তাঁকে নেয়নি, তাই বাধ্য হয়ে গিয়েছেন। সব প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হতেই তো নিয়ে আসা হয়েছে তাঁকে!

সেই চাপই হয়তো ভেতরে-ভেতরে তাতিয়ে দিয়েছিল রোনাল্ডোকে। তবে হ্যাটট্রিক করে দলকে জিতিয়ে ম্যাচে শেষে অবশ্য কৃতিত্বটা পুরো দলকেই দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি অসাধারণ ফুটবল খেলেছেন সাদিও মানে, ওটাভিওরা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**